A STUDY
OF
ROMAN HISTORY
(রোমের ইতিহাস)

BY

Prof. L. MUKHERJEE, M.A.

Author of 'A Study of English History'; 'A Study of Greek History' (in English & Bengali); 'A Study of Roman History' (in English & Bengali); 'History of India' (Hindu Period); 'History of India' (Mediæval & Modern); 'A Hand Book of Modern Europe'; 'A Study of European History' (1453—1815); 'A Study of Modern Europe & the World' (1815—1950); 'The Reign of George III'; 'The History of the Victorian Period'; 'Bharater Itihas' (in Bengali), etc., etc.,

SECOND EDITION

MONDAL BROTHERS & CO. (PRIVATE) LTD.
EDUCATIONAL PUBLISHERS 54-3, COLLEGE STREET, CALCUTTA 12

***First Published*: April 1958**

Price Rs. 2/8/- only

Published by S. Mondal for Mondal Brothers & Co. (Private) Ltd., 54-8, College Street, Calcutta and Printed by A. N Mukherjee, M. I. Press, 30, Grey Street, Calcutta.
Lvi—ix—xvii.

ভূমিকা

মৎপ্রণীত অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থগুলি ছাত্রসমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করায় বর্ত্তমান 'রোমের ইতিহাস' গ্রন্থখানি আমি প্রকাশ করিলাম। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আলোচনামূলক ও সম্প্রসারণমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। সেইরূপ প্রশ্নের উত্তর লিখিবার পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া মনে করি। মুখস্থ না করিয়াও যাহাতে ইতিহাসপাঠের মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণীত হইল। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস করা হইয়াছে, প্রত্যেকটি বিষয় মনোজ্ঞ করিয়া লেখা হইয়াছে এবং পুস্তকের পত্রপ্রান্তে মন্তব্য দিয়া প্রতিটি বিষয় স্মরণে রাখিবার সহায়তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া ছাত্রগণ রোমের ইতিহাসের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে আমি আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১

রোম-ইতিহাসের প্রকৃতি—রোম-ইতিহাসের গুরুত্ব—ভূগোলের প্রভাব—প্রাচীন অধিবাসীগণ—গলজাতি—লিগুরীয় জাতি—এট্রাস্কান জাতি—ল্যাপিজীয় জাতি—গ্রীক জাতি—বিভিন্ন ইটালীয় জাতি—রোমান জাতির উৎপত্তি—রোমের ভৌগোলিক অবস্থান : নগর স্থাপন স্যাবাইন কুমারীগণের উপর বলাৎকার।

প্রথম অধ্যায় ৯

রাজতন্ত্র—রম্যুলাস—নুমা-পম্পিলিয়াস—টুলাস হোষ্টিলিয়াস—এ্যাঙ্কাস মার্সিয়াস—এট্র্যাস্কান রাজগণ—ল্যাসিয়াস টার্কুইনিয়াস প্রিস্কাস—সার্ভিয়াস টুলিয়াস—টার্কুইনিয়াস সুপার্ব্বাস—রাজতন্ত্রের অবসান—পুনরায় রাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা—ল্যাটিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত রোমের সংঘর্ষ—রাজতন্ত্রের যুগ—প্রাচীন রোম—সামাজিক শাসন-ব্যবস্থা—কুারিয়া-পরিষদ—প্রবীণ-পরিষদ—সার্ভীয় সংস্কার—সেঞ্চুরি পরিষদের অধিকার—ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান—রাজ-শাসিত রোম—সাধারণতন্ত্রের গোড়ার দিকে রোমের অবস্থা—রাষ্ট্র-বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৪

সাধারণতন্ত্র—রাজতন্ত্রের অবসান—সাধারণতন্ত্রের গোড়ার দিকে রোমের অবস্থা—বৈদেশিক সম্পর্ক—ভল্‌সিয়ান যুদ্ধ : ক্যারিওলেনাসের কাহিনী—ভি-ইর সহিত যুদ্ধ : ফেবীয়গণের কাহিনী—এ্যকুইয়ান্‌ যুদ্ধ—সিন্‌সিনাটাস—ভি-ইর পতন—গলজাতি কর্ত্তৃক রোমে অগ্নি প্রদান—ঘটনাবলী—ফলাফল—পুনরায় গলজাতির আক্রমণ।

তৃতীয় অধ্যায় ৩১

প্লিবিয়ান ও প্যাট্রিসিয়ানদিগের মধ্যে বিবাদ—প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ের অসুবিধা—অর্থ নৈতিক—সামাজিক—রাজনৈতিক—আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা—সংক্ষিপ্তসার—

বিষয় পৃষ্ঠা

প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সঙ্ঘর্ষ—প্লিবিয়ানদিগের অভিযোগের প্রতীকার—ট্রিবিউন নিয়োগ—স্পুরিয়াস ক্যাসিয়াসের ভূমি-সংক্রান্ত আইন—প্রথম পাব্লিলীয় আইন—দশের পরিষদ—ব্যবহার-বিধির স্বরূপ—দশের পরিষদের পতন—সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব্ব—অভিজাত সম্প্রদায়ের কৌশল—প্লিবিয়ানদিগের কন্সালের পদলাভ—লিসিনীয় বিধানাবলীর গুরুত্ব—প্রেটর—দ্বিতীয় পাব্লিলীয় আইন—অগুলনিয়া বিধান—হোর্টেন্সীয় আইন—প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সঙ্ঘর্ষের ফলাফল—সংগ্রামের প্রকৃতি—আলোচনা—প্যাট্রিসিয়ান-প্লিয়ান সঙ্ঘর্ষের উল্লেখযোগ্য স্তব-সমূহ।

চতুর্থ অধ্যায় ৪৪

রোম কর্ত্তৃক ইটালিতে রাজ্য-বিস্তার—স্যামনাইট জাতি—প্রথম স্যামনাইট সমর—ঘটনাবলী—ল্যাটিন সমর—ঘটনাবলী—ফলাফল—ল্যাটিন সমর সংক্রান্ত কাহিনী—দ্বিতীয় স্যামনাইট সমর—ঘটনাবলী—তৃতীয় স্যামনাইট সমর—ঘটনাবলী—ফলাফল—দক্ষিণ ইটালি: ট্যারেণ্টামের সহিত যুদ্ধ—ট্যারেন্টীয় যুদ্ধের কারণ—উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী—ফলাফল—সংক্ষিপ্তসার—ইটালিতে রোমের একাধিপত্য স্থাপন—রোমের সফলতার কারণ—বিজিত রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা—উপনিবেশ স্থাপন—রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ—ইটালির রাজনৈতিক সংগঠন—রোমান নীতি—সংগঠন পদ্ধতি—রোমান নাগরিক।

পঞ্চম অধ্যায় ৫৭

খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে রোমের রাষ্ট্র-বিধি—ইহার স্বরূপ—রাষ্ট্র-বিধির অংশ—প্রবীণ-পরিষদ—কিউরিয়া পরিষদ—সেঞ্চুরি পরিষদ—ট্রিব্যুটা-পরিষদ—ম্যাজিষ্ট্রেট মণ্ডলী—কন্সাল—প্রেটর—সেন্সর—কোয়েষ্টর—ইডিল—ট্রিবিউন—এক-নায়ক—সমালোচনা।

ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৩

ইটালির বাহিরে রোমের রাজ্য-বিস্তার—কার্থেজ: রাষ্ট্র-বিধি—পিউনিক সমরের প্রাক্কালে রোম এবং কার্থেজের অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা—প্রথম ও দ্বিতীয় পিউনিক সমরের গুরুত্ব—প্রথম পিউনিক সমরের প্রাক্কালে সিসিলির অবস্থা—

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পিউনিক সমরের কারণ— ঘটনাবলী—প্রথম পর্ব্ব—দ্বিতীয় পর্ব্ব—৩য় পর্ব্ব—৪র্থ পর্ব্ব—১ম ও ২য় পিউনিক সমরের অন্তর্বর্ত্তীকাল—রোম কর্তৃক কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া অধিকার—ইলিরীয় সমর—গল সমর—কার্থেজ কর্তৃক স্পেনে সাম্রাজ্য স্থাপন—২য় পিউনিক সমর : ইহার স্বরূপ ও গুরুত্ব—হ্যানিবলের আক্রমণ পরিকল্পনা—হ্যানিবলের ইটালি অভিযান—ইটালিতে হ্যানিবল—দ্বিতীয় পিউনিক সমরের ১ম পর্ব্ব—২য় পর্ব্ব—ইটালি—সিসিলি—স্পেন—৩য় পর্ব্ব—হ্যানিবলের ব্যর্থতার কারণ—দ্বিতীয় পিউনিক সমরের ফলাফল—হ্যানিবল : সমালোচনা।

সপ্তম অধ্যায় ৮৬

প্রাচ্য জগৎ : সমসাময়িক অবস্থা—প্রথম ম্যাসিডনীয় সমর—দ্বিতীয় ম্যাসিডনীয় সমর : ঘটনাবলী—ফলাফল—তৃতীয় ম্যাসিডনীয় সমর—ঘটনাবলী—গ্রীস এবং ম্যাসিডন বিজয়—চতুর্থ ম্যাসিডনীয় সমর—এ্যাকেয়ার সমর—ঘটনাবলী—সিরীয় সমর—ঘটনাবলী—এশিয়ার শাসন-ব্যবস্থা—তৃতীয় পিউনিক সমর—কারণ—ঘটনাবলী—ফলাফল—সমালোচনা—উত্তর ইটালিতে যুদ্ধ—লিগুরীয় যুদ্ধ—স্পেনের শাসন-ব্যবস্থা—স্পেনে পুনরায় অশান্তি—লুসিটানীয় যুদ্ধ—ন্যুমেন্টীয় বা কেল্টিবেরীয় সমর—ভূমধ্যসাগরীয় সমগ্র অঞ্চলের অধীশ্বর রোম।

অষ্টম অধ্যায় ১০০

দ্বিতীয় পিউনিক সমরের পরবর্ত্তী যুগে রোমের পররাষ্ট্র নীতি—প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা—রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন—প্রবীণ-পরিষদের প্রাধান্য—ট্রিবিউনগণ—এক-নায়কত্ব—রোমের শাসন-ব্যবস্থা : প্রকৃত প্রভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের শাসন—বিজয়-সম্বর্দ্ধনা।

নবম অধ্যায় ১০

রোম কর্ত্তৃক ইটালির বাহিরে রাজ্যজয়ের পরিণাম—গ্রীক প্রভাব : ইহার স্বরূপ ও পরিণাম—সামাজিক ফলাফল—রাজনৈতিক ফলাফল—অর্থনৈতিক ফলাফল—সংক্ষিপ্তসার—নিয়ামক ক্যাটো।

বিষয় পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায় ১১৩

বিপ্লবের সূচনা—গ্র্যাক্কি ভ্রাতৃদ্বয়-প্রবর্তিত সংস্কারের প্রাক্কালে রোমের অবস্থা—সংক্ষিপ্তসার—টাইবেরিয়াস গ্র্যাক্কাস—প্রথম জীবন—টাইবেরিয়াস প্রবর্তিত সংস্কারের উদ্দেশ্য—ভূমি সংক্রান্ত আইন—টাইবেরিয়াসের ব্যর্থতার কারণ—কেয়াস গ্র্যাক্কাস—কেয়াসের নীতি—কেয়াস প্রণীত আইন—সেম্প্রোনীয় বিধানাবলী—রাজনৈতিক সংস্কার—কেয়াস গ্র্যাক্কাসের পতন। কেয়াস গ্র্যাক্কাসের কার্য্যের সমালোচনা—টাইবেরিয়াস গ্র্যাক্কাস এবং কেয়াস গ্র্যাক্কাসের কার্য্যের গুরুত্ব—টাইবেরিয়াস গ্র্যাক্কাস এবং কেয়াস গ্র্যাক্কাসের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনা—প্রথম দাসযুদ্ধ।

একাদশ অধ্যায় ১২৪

এক-নায়কত্বের সূচনা—জুগার্থীয় সমর—ঘটনাবলী—রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে জুগার্থীয় সমরের ফলাফল—কিম্ব্রি এবং টিউটন জাতির সহিত যুদ্ধ—দ্বিতীয় দাসযুদ্ধ।

দ্বাদশ অধ্যায় ১২৮

গৃহযুদ্ধের সূচনা—গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে রাজনৈতিক অবস্থা—ম্যারিয়াসের নেতৃত্ব—স্যাটারনিনাস প্রবর্তিত আইন—রোমের ইটালীয় প্রজাদিগের রোমান নাগরিকের অধিকার লাভের সংগ্রাম : ইটালীয়দিগের অসন্তোষের কারণ—প্রজা-যুদ্ধ—যুদ্ধের গতি—প্রজা-যুদ্ধের ফলাফল।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৩৫

প্রথম গৃহযুদ্ধ—সুলার অভ্যুদয়—সুলা এবং ম্যারিয়াস—ঘটনাবলী—দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ : ম্যারিয়াস-সমর্থকদল ও সুলা—সুলার আচরণের সমালোচনা—এক-নায়ক সুলা—সুলার প্রাথমিক কার্য্যকলাপ—নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার—শাসন-সংস্কার—সুলার পদত্যাগ ও মৃত্যু—সুলা-প্রবর্তিত সংস্কারের স্বরূপ—সুলা : সমালোচনা—ম্যারিয়াস এবং সুলার তুলনামূলক সমালোচনা—সুলা-প্রবর্তিত সংস্কারের সংক্ষিপ্তসার।

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ১৪৭

মিথ্রিডেটীয় সমর—প্রথম মিথ্রিডেটীয় সমরের সূচনা—রোম এবং মিথ্রিডোটিসের মধ্যে কলহের কারণ—ঘটনাবলী দ্বিতীয় মিথ্রিডেটীয় সমর—তৃতীয় মিথ্রিডেটীয় সমর—ঘটনাবলী—যুদ্ধের ফলাফল।

পঞ্চদশ অধ্যায় ১৫২

লেপিডাসের বিদ্রোহ—স্পেনে গোলযোগ—গ্ল্যাডিয়েটরীয় যুদ্ধ—স্থলা-রচিত রাষ্ট্রবিধির ধ্বংস সাধন।

ষোড়শ অধ্যায় ১৫৪

বিপ্লবের সূচনা—রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক গলদ—সমসাময়িক রোমের প্রধান নেতৃবৃন্দ—সিসেরো—ছোট ক্যাটো—জুলিয়াস সিজার—ক্যাটিলিন—ক্যাটিলিনীয় ষড়যন্ত্র—মন্তব্য—পম্পে এবং সিজারের সহিত প্রবীণ-পরিষদের কলহ—প্রথম ত্রয়ী—১ম ত্রয়ীর কার্যাকলাপ—লুকা সম্মেলন—গলদেশে সিজারের যুদ্ধবিগ্রহ—গলদেশে শান্তি স্থাপন—গল বিজয়: ইহার গুরুত্ব ও ফলাফল।

সপ্তদশ অধ্যায় ১৬৬

ত্রয়ীর অবসান—কারণ—পম্পে এবং সিজারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ—কারণ—ঘটনা-প্রবাহ—গ্রীসে সিজার—মিশর এবং এশিয়ায় সিজার—আফ্রিকা—সিজারের শেষ স্পেনীয় যুদ্ধ—মুণ্ডার যুদ্ধের পর সিজারের ক্ষমতা—সিজারের আচরণ সমর্থনযোগ্য কিনা—সিজারের শাসন এবং তৎপ্রবর্ত্তিত সংস্কার—সামাজিক সংস্কার—প্রদেশসমূহের প্রতি আচরণ—নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার—সিজারের শাসনের স্বরূপ—সিজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কারণ—সিজারের প্রাণনাশ—হত্যার ফলাফল—সিজার: সমালোচনা—সিজার এবং পম্পের তুলনামূলক সমালোচনা।

অষ্টাদশ অধ্যায় ১৮২

সিজারের হত্যার পর হইতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল পর্য্যন্ত রোমের ইতিহাস—সমসাময়িক রোম—অক্টেভিয়াসের অভ্যুদয়—দ্বিতীয় ত্রয়ী—সূচনা—দ্বিতীয় ত্রয়ীর

বিষয় পৃষ্ঠা

কার্য্যকলাপ—ফিলিপ্পির যুদ্ধের পর অক্টেভিয়াসের অসুবিধা—দ্বিতীয় ত্রয়ীর অবসান—এ্যাণ্টনি এবং অক্টেভিয়াসের মধ্যে গৃহযুদ্ধ—ঘটনাপ্রবাহ—ফলাফল—সাধারণতন্ত্রের পতনের কারণ।

ঊনবিংশ অধ্যায় ১৯১

রোমবাসী সম্রাট-শাসন মানিয়া লইল কেন ?—অক্টেভিয়াসের নীতির উদ্দেশ্য—অগাষ্টাসের নিয়মতান্ত্রিক মর্য্যাদা—অগাষ্টাস্ প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ—অগাষ্টাস ও জুলিয়াস সিজার : তুলনামূলক সমালোচনা—বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা এবং সংগঠন—অগাষ্টাসের যুদ্ধ-বিগ্রহ—অগাষ্টাসের অধীনে রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন—অগাষ্টাস-প্রবর্ত্তিত সংস্কার—প্রবীণ-পরিষদ—সামরিক সংস্কার—পূর্ত্তকার্য্য—আর্থিক বিধি-ব্যবস্থা—অগাষ্টাসের চরিত্র—ক্লডীয় সম্রাট চতুষ্টয়—টাইবেরিয়াস—ক্যালিগুলা—ক্লডিয়াস—নিরো—সিংহাসন লাভের জন্য দ্বন্দ্ব—গাল্‌বা—ওথো—ভাইটেলিয়াস—ফ্লাভীয় সম্রাটবর্গ—ভেস্পাসিয়ান—টাইটাস—ডমিশিয়ান।

বিংশ অধ্যায় ২০৮

এ্যাণ্টোনীয় যুগ—নার্ভা—ট্রাজান—হাড্রিয়ান—এ্যাণ্টোনিনাস পায়াস—মার্কাস অরেলিয়াস—কমোডাস।

একবিংশ অধ্যায় ২১২

সৈন্যবাহিনী-নির্ব্বাচিত সম্রাটবৃন্দ—এই যুগের বৈশিষ্ট্য—পার্টিন্যাক্স—আলেকজাণ্ডার সেভেরাস—বর্ব্বর আক্রমণ—ডেসিয়াস—ভেলেরিয়ান—অরেলিয়ান—প্রোবাস।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ২১৫

ডায়োক্লেটিয়ান—ডায়োক্লেটিয়ানের সংস্কার—সংক্ষিপ্তসার—মহামতি কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন—কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন-প্রবর্ত্তিত পরিবর্ত্তন—খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা—রাজধানী স্থানান্তরের কারণ—অন্যান্য সংস্কার—কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন : সমালোচনা—ধর্ম্মত্যাগী জুলিয়ান—জুলিয়ানের উত্তরাধিকারীগণ।

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ২২৩

বর্ব্বরজাতির আক্রমণ: পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন—গথজাতি—অনো-রিয়াস: বর্ব্বরজাতির সহিত রফা—বর্ব্বরজাতির অগ্রগতি—রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ—সমালোচনা—খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তন: প্রচার—সম্রাট-শাসিত রোমের রাষ্ট্র-বিধি—প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা।

পরিশিষ্ট ২৩০

প্রশ্ন ২৫১

ভূমিকা

রোম-ইতিহাসের প্রকৃতি—রোমের ইতিহাস একটি নগর-রাষ্ট্রের কাহিনী। কোন জাতি বা দেশের কাহিনী নহে। এই ইতিহাসকে ক্রমবর্দ্ধমান এক-কেন্দ্রিক বৃত্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রোম সর্ব্বপ্রথম ইটালির একটি শহর মাত্র ছিল। ক্রমবিকাশের পরবর্ত্তী যুগে রোম ইটালির ল্যাটিন রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্ব লাভ করে। এই যুগে ইটালি রোমের পদানত হইয়াছিল। অবশেষে এই রোমই এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশ এবং জাতি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কি করিয়া রোমের এই পরিণতি হইয়াছিল সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখিতে হইবে।

একটিমাত্র নগরের পত্তন অভ্যুত্থানের কাহিনী

রোম-ইতিহাসের গুরুত্ব-(১) বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত আধুনিক ইউরোপ রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তির উপর গঠিত। পাশ্চাত্য মহাদেশের বিভিন্ন জাতি একদা রোমের পদানত হইয়াছিল। ইহাদের ব্যবহার-বিধি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রিক আদর্শ এবং শাসন-নীতি সমস্তই রোমের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার। আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি রোমান সভ্যতার আওতায় আসিয়া একই প্রকার রাজনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এইজন্যই ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এবং এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের সহিত তাহাদের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এই দিক হইতে বিচার করিলে রোম-ইতিহাসের গুরুত্ব বা চমৎকারিত্ব উপেক্ষা করিবার মত নহে।

রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর আধুনিক ইউরোপের গোড়াপত্তন

(২) অতীতে রোম একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছিল। বহু জাতিই রোমের বীর্য্যবত্তার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর আধুনিক বহু জাতির উদ্ভব হয়।

(৩) রোমের মাধ্যমেই গ্রীসীয় সংস্কৃতি ইউরোপ মহাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। গ্রীসের সাহিত্য, দর্শন এবং শিল্পাদর্শ মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র বিশ্বে ইহার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

(৪) খ্রীষ্ট ধর্ম্ম রোমের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার।

ভূগোলের প্রভাব—ইটালি দক্ষিণ ইউরোপের উপদ্বীপ তিনটির অন্যতম। অপর দুইটি উপদ্বীপের মধ্যে একটি ইটালির পূর্ব্বে এবং অপরটি ইহার পশ্চিমে অবস্থিত। উত্তরে আল্পস পর্ব্বত-শ্রেণী, পশ্চিমে এবং দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং পূর্ব্বে আড্রিয়াটিক সাগর ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। ইটালির মেরুদণ্ডস্বরূপ এ্যাপেনাইন পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। প্যাডাস বা পো নদী-বিধৌত উত্তর ইটালী অতিশয় উর্ব্বর। দক্ষিণ ইটালি পর্ব্বতবহুল এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর। ইটালির তটরেখা বাঁকাচোরা এবং ইহার সব কয়টি পোতাশ্রয়ই পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

(১) প্রকৃতি স্বয়ং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ভূখণ্ড এবং ইটালির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের আদি-পর্ব্বে ইটালীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর অতি সামান্য বৈদেশিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ইটালি পূর্ব্ব এবং

পশ্চিম দিকে আধিপত্য বিস্তার করিয়া একদিন সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৩) ইটালির উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়গুলি সমস্তই পশ্চিম উপকূলে। নৌ-চালনযোগ্য নদীগুলিও দেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। ফলে পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেশগুলির সহিত ইটালির সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

(৪) পার্ব্বত্য অঞ্চলের কষ্টসহিষ্ণু অধিবাসীগণ পশুচারণ করিয়া এবং উর্ব্বর সমতলবাসীগণ প্রধানতঃ বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। রোমের ইতিহাসের গোড়ার দিকে পর্ব্বতবাসী এবং অপেক্ষাকৃত সভ্য সমতলবাসী জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। এই সঙ্ঘর্ষে প্রগতিশীল এবং বিস্তারপ্রয়াসী সমতলবাসীগণই অবশেষে জয়লাভ করিয়াছিল।

বিঃ দ্রঃঃ—ইটালি বলিতে প্রথম আধুনিক ইটালির দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ব্রুটিয়াম এবং লুক্যানিয়াকে বুঝাইত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে রুবিকন এবং মার্কা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত সমগ্র ভূখণ্ড ইটালি নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করে। অগাষ্টাসের যুগে আল্পস পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণে অবস্থিত সমগ্র উপদ্বীপটি ইটালি আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন অধিবাসীগণ

ইটালির প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে কয়েকটি ইটালীয় এবং অপর কয়েকটি বহিরাগত।

(১) গলজাতি (The Gauls)—কেল্টিক গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা গলজাতি দুইদলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন সময়ে ইটালিতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই গলজাতির অধিকৃত আল্পস এবং এ্যাপে-

নাইন পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল তাহাদের নামানুসারে গ্যালিয়া সিস্‌আল্‌পিনা (Gallia Cisalpina) আখ্যা লাভ করিয়াছিল। গলজাতির বহু উপশাখার মধ্যে ইনসুবার (Insuber), সেনোমানি (Cenomani) এবং বই-ই (Boii) এই তিনটি উপশাখাই সমধিক প্রসিদ্ধ।

(২) লিগুরীয় জাতি (The Ligurians)—ইহাদিগের পূর্ব্ব পরিচয় অজ্ঞাত। লিগুরীয়গণ গ্যালিয়ার পশ্চিমে এবং এট্রুরিয়ার উত্তরে অবস্থিত ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে গলগণ ইহাদিগের অধিকৃত ভূখণ্ডের এক বৃহৎ অংশ ইহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল।

(৩) এট্রাস্কান জাতি (The Etruscans)—অনেকের মতে ইহারা এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত লিডিয়া হইতে ইটালিতে আগমন করিয়াছিল। ইটালির অন্যান্য অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের ভাষা এবং আচার ব্যবহারগত কোন সাদৃশ্য ছিল না। বাণিজ্য-নিপুণ এট্রাস্কান জাতি একটি পরিণত এবং পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। লৌহ এবং ব্রোঞ্জের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণপটুতার জন্য ইহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এট্রাস্কান সংস্কৃতি রোম-সংস্কৃতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রোমের ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান এবং রাজচিহ্ন এট্রাস্কানদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ইহারা গ্যালিয়ার দক্ষিণে এবং এ্যাপেনাইনের পশ্চিমে টাইবার (Tiber) নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বাস করিত। এই অঞ্চলকে Etruria বলা হইত। এট্রাস্কানদিগের নামানুসারে এই অঞ্চল এখনও টাস্কানি (Tuscany) নামে পরিচিত।

(৪) ল্যাপিজীয় জাতি (The Lapygians)—ইহারা সম্ভবতঃ ইটালির প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসী। ল্যাটিন এবং স্যাবেলীয় (Sabellian) জাতির চাপে পড়িয়া ইহারা দক্ষিণদিকে হটিয়া

আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাদের ভাষার সহিত গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

(৫) গ্রীকজাতি (The Greeks)—গ্রীকজাতি ইটালির দক্ষিণ উপকূলে কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইটালির গ্রীক অধ্যুষিত অঞ্চল Magna Graecia নামে পরিচিত। ইটালিতে অবস্থিত গ্রীক নগরগুলি অতিশয় সমৃদ্ধ এবং শক্তিমান্ ছিল। ইহাদিগের মধ্যে ট্যারেণ্টাম (Tarentum), ক্রোটন (Croton) এবং সাইবারিস (Sybaris) সমধিক প্রসিদ্ধ।

(৬) বিভিন্ন ইটালীয় জাতি—মধ্য ইটালির অধিবাসী বিভিন্ন ইটালীয় জাতি ল্যাটিন (Latin) এবং আম্ব্রো-স্যাবেলীয় (Umbro-Sabellians) বা অস্কান (Oscan) এই দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। আম্ব্রীয় (Umbrians), স্যাবাইন (Sabines) স্যামনাইট (Samnites), ইক্যুয়ীয় (Aequians), ভলসীয় (Volsians) এবং ল্যুক্যানীয় (Lucanians) প্রভৃতি জাতি শেষোক্ত শাখার অন্তর্ভুক্ত। রোমের গোড়াপত্তনে স্যাবাইনগণের দানের পরিমাণ সামান্য নহে। স্যামনাইটগণ রোম কর্তৃক ইটালি জয়ের পথে সর্বাপেক্ষা প্রবল বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল।

ল্যাটিনজাতি এ্যাপেনাইন পর্বত হইতে টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী সমতল অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কৃষিজীবি ল্যাটিন জাতিই প্রকৃত প্রস্তাবে রোম নগরীর স্রষ্টা।

রোমান জাতির উৎপত্তি—ল্যাটিন, স্যাবাইন এবং এট্রাস্কান জাতির সংমিশ্রণে রোমান জাতির উৎপত্তি। রোমান্ জাতির উপর ল্যাটিন প্রভাবই সর্বাধিক। তাহার পর স্যাবাইন এবং তাহার উপর এট্রাস্কান্ প্রভাবের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রোমের ভৌগোলিক অবস্থান: নগর স্থাপন—টাইবার নদীর মোহানা হইতে ১৫ মাইল উজানে বামতীরে কয়েকটি অনুচ্চ

রাজনৈতিক গুরুত্ব

পর্ব্বতের উপর রোম নগর অবস্থিত। এট্রাস্কানদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সীমান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে ল্যাটিনগণ এইখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইটালির পশ্চিম উপকূলের প্রধান নদীতীরে অবস্থিত রোম হইতে বাণিজ্য বিস্তার এবং দেশের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ খুবই সহজসাধ্য। সমুদ্রের ঠিক উপরে নহে বলিয়া রোম কোনদিনই জলদস্যুর আক্রমণে বিব্রত হয় নাই। আবার অনুচ্চ শৈলশীর্ষে অবস্থিত রোম হইতে সহজেই শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা যাইত। সর্ব্বপ্রথম রোম নগরী একটিমাত্র পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর অবস্থিত ছিল। ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত নগরের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিক রোম নগর সাতটি পাহাড় লইয়া গঠিত হইয়াছিল। সেইজন্য রোম কখনও কখনও "সপ্ত শৈলের নগরী" (City of Seven Hills) নামে অভিহিত হয়। কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ অব্দে রোম নগরের গোড়া পত্তন হইয়াছিল।

রম্যুলাস (Romulus)

নগর-স্থাপন—গ্রীক আক্রমণে ট্রয় নগরী বিধ্বস্ত হওয়ার পর ট্রয়ের অন্যতম রাজকুমার ইনিয়াস (Aeneas) ল্যাটিয়ামে (Latium) আগমন করেন। ল্যাটিয়ামরাজ স্বীয় কন্যা ল্যাভিনিয়া-(Lavinia)-কে এই শরণার্থী রাজপুত্রের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ইনিয়াস একটি নগর স্থাপন করিয়া পত্নী ল্যাভিনিয়ার নামানুসারে তাহাকে ল্যাভিনিয়াম (Lavinium) আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র এ্যাস্ক্যানিয়াস (Ascanius) ল্যাভিনিয়াম পরিত্যাগ করিয়া আলবা লঙ্গা (Alba Longa) নামক একটি নূতন নগর স্থাপন করেন। ইনিয়াস-প্রতিষ্ঠিত বংশের শেষ রাজা প্রকাস (Procus) নুমিটর (Numitor) এবং এ্যামুলিয়াস (Amulius) নামক দুই পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কনিষ্ঠ এ্যামুলিয়াস অগ্রজকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার পুত্রদিগকে হত্যা করেন এবং তাঁহার কন্যা

রিহয়া সিল্ভিয়া (Rhea Silvia)-কে দেবদাসী (Vestal Virgin) হইতে বাধ্য করেন। ন্যুমিটরের কোন বংশধর যাহাতে পরে সিংহাসন দাবী করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই এ্যাম্যুলিয়াস এই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু রণদেবতা মঙ্গলের ঔরসে রিহয়ার যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এ্যাম্যুলিয়াসের আদেশে রিহয়াকে হত্যা করিয়া তাহার পুত্রদ্বয়কে টাইবার নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল ভাসিতে ভাসিতে দুই ভাই নদীর স্রোতে যেখানে পরবর্তীকালে রোম নগর স্থাপিত হয় তাহার নিকট আসিয়া কূলে ভিড়িয়াছিল। একটি নেকড়ে বাঘিনী স্তন্যদান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে। পরে জনৈক মেষপালক তাহাদিগকে লালন পালন করিয়াছিল। রিহয়ার পুত্রদ্বয়—রম্যুলাস (Romulus) এবং রেমাস (Remus) বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এ্যাম্যুলিয়াসকে হত্যা করিয়া মাতামহ ন্যুমিটরকে স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দুই ভাই অতঃপর একটি নগর স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন। নগরের অবস্থান এবং নামকরণ লইয়া উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইলেও পরে তাহা মিটিয়া যায়। রম্যুলাস একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় নামানুসারে তাহাকে রোম নামে অভিহিত করেন (খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ অব্দ)।

স্যাবাইন কুমারীগণের উপর বলাৎকার (Rape of the Sabines)—নবস্থাপিত নগরের জনসংখ্যা বর্দ্ধন মানসে রম্যুলাস প্রতিবেশী বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুষ্কৃতকারী এবং পলাতক ক্রীতদাস-দিগের নিকট রোমের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীগণ এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগের হস্তে কন্যাদান করিতে সম্মত না হওয়ায় এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইল। এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত রম্যুলাস প্রতিবেশী স্যাবাইন এবং ল্যাটিন জাতিকে একটি বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে রোমে নিমন্ত্রণ করিয়া

স্যাবাইন জাতীয়া কুমারীদিগকে আটক করিলেন। ক্রুদ্ধ স্যাবাইনগণ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রম্যুলাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল; বহুদিন এই যুদ্ধ চলিলেও চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে স্থাপিত সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে রোমান এবং স্যাবাইনগণের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হইয়া একটি নূতন জাতি গঠিত হইবে। প্যালেটাইন (Palatine) শৈলে রোমানগণের এবং ক্যাপিটোলাইন (Capitoline) শৈলে স্যাবাইনদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য এবং গুরুত্ব

উপরে বর্ণিত কাহিনীসমূহ নিছক কল্পনা-প্রসূত নহে। এইগুলি পাঠে মনে হয় যে—

(১) পশুপালক আল্‌বা লঙ্গাবাসীগণ পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এট্রাস্কান জাতির গ্রাস হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রোম নগরের গোড়া পত্তন করিয়াছিল।

(২) স্যাবাইন কুমারীদিগের উপর বলাৎকারের কাহিনী হইতে অনুমান করা শক্ত নহে যে রোমের অধিবাসীদিগের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ স্যাবাইন জাতীয় এবং বিস্মৃত অতীতে ক্যাপিটোলাইন পাহাড় দুইটির উপর একটি নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রথম অধ্যায়

রাজতন্ত্র

রোম নগরীর গোড়াপত্তনের পর খ্রীঃ পূঃ ৫০৯ অব্দ পর্য্যন্ত পর পর সাতজন নৃপতি রোমের রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের শাসনকাল রাজ-যুগ (Regal Period) নামে পরিচিত। এই যুগের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

(১) রম্যুলাস (**Romulus,** খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩—৭১৬ অব্দ)—কিংবদন্তী অনুসারে রম্যুলাস রোমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম রাজা। দুষ্কৃতকারী এবং পলাতকদিগকে আশ্রয় দান করিয়া তিনি রোমের জনসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তদনুষ্ঠিত উৎসবে তাহারই আহ্বানে সমাগতা স্যাবাইন এবং ল্যাটিন জাতীয়া কুমারীদিগকে আটক করিয়া রম্যুলাস রোমানদিগের জন্য পত্নী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব তিনিই রোমের প্রাচীন রাষ্ট্র-বিধির প্রবর্ত্তক। প্রবীণ-পরিষদ্ (Senate) এবং কিউরিয়া পরিষদ্ (Comitia Curiata) এই রাষ্ট্র-বিধির দুইটি প্রধান অঙ্গ। রম্যুলাস জনসাধারণকে প্যাট্রিসিয়ান (Patrician) অর্থাৎ অভিজাত এবং প্লিবিয়ান (Plebeian) বা ক্লায়েণ্ট (Client) অর্থাৎ অনভিজাত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

রোমনগরীর স্থাপয়িতা

(২) ন্যুমা পম্পিলিয়াস (**Numa Pompilius,** খ্রীঃ পূঃ ৭১৫—৬৭৩ অব্দ)—স্যাবাইন জাতীয় রাজা ন্যুমা পম্পিলিয়াসের রাজত্বকালে রাজ্যে কোন অশান্তি ছিল না। উগ্র প্রকৃতি

রোমানদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোমের অধিকাংশ ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানই তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। তিনিই পন্টিফ (Pontiff), অগার (Augur), ফ্ল্যামেন্স্ (Flamons) এবং ভেষ্টাল ভার্জিন (Vestal Virgin) প্রভৃতি পদের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি প্রচলিত পাঁজি সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি কৃষিকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। রোমের জ্যানাস (Janus) মন্দির তাঁহারই রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(৩) টুলাস হোষ্টিলিয়াস (Tullus Hostilius, খ্রীঃ পূঃ ৬৭৩—৬৪২ অব্দ)—আল্‌বা লঙ্গা বিজয় এই যুদ্ধপ্রিয় নৃপতির রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। উভয় পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত তিনজন করিয়া যোদ্ধার মধ্যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সাহায্যে রোম এবং আল্‌বা লঙ্গার মধ্যে সমরের চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। হোরেশিয়াস (Horatius) ভ্রাতৃত্রয় এবং ক্যুরেশিয়াস (Curatius) ভ্রাতৃত্রয় যথাক্রমে রোম এবং আল্‌বা লঙ্গার পক্ষে এই দ্বৈরথে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। টুলাস যখন ফিডেন্সে (Fidenæ) এবং এট্রাস্কান-দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আল্‌বা লঙ্গারাজ তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন বলিয়া রোম এবং আল্‌বা লঙ্গার মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। বিজয়ী টুলাস আল্‌বা লঙ্গা ধ্বংস করিয়া অধিবাসীদিগকে রোমে প্রেরণ করিলেন।

(৪) এ্যাঙ্কাস মার্সিয়াস (Ancus Marcius, খ্রীঃ পূঃ ৬৪২—৬১৭ অব্দ)—আল্‌বা লঙ্গা ধ্বংসের প্রতিশোধ কামনায় ল্যাটিন-গণ রোম আক্রমণ করিলে শান্তিপ্রিয় নরপতি এ্যাঙ্কাস মার্সিয়াসকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কয়েকটি ল্যাটিন নগর অধিকার করিয়া এ্যাঙ্কাস বহু ল্যাটিন নাগরিককে রোমে স্থানান্তরিত করিলেন। এট্রাস্কানদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তিনি

অষ্টিয়া-(Ostia)-তে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জ্যানিকুল্যামে (Janiculum) একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেতুর সাহায্যে রোম এবং এই দুর্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। টাইবার নদী এই প্রথম সেতু-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িল। এ্যাঙ্কাস ফেটিয়েল (Fetiale) আখ্যায় অভিহিত একদল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে ফেটিয়েলগণ তাহার নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহিতেন এবং উত্থাপিত অভিযোগের প্রতিকার দাবী করিতেন। এ্যাঙ্কাসের আদেশে একটি কারাগৃহও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এট্রাস্কান রাজগণ

(৫) ল্যাসিয়াস টার্কুইনিয়াস প্রিস্কাস (Lacius Tarquinius Priscus, খ্রীঃ পূঃ ৬১৬ – ৫৭৯ অব্দ)। ল্যাসিয়াস প্রথম এ্যাঙ্কাসের পুত্রগণের অভিভাবক ছিলেন। কিন্তু এ্যাঙ্কাসের মৃত্যুর পর প্রবীণ-পরিষদ এবং জনসাধারণ তাঁহাকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। এট্রাস্কান জাতীয় শক্তিমান্ এই নরপতি দূরদর্শী রাজনৈতিক এবং বিচক্ষণ সেনানায়ক ছিলেন। স্যাবাইনদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি কোল্যাটিয়া (Collatia) অধিকার করেন। অতঃপর প্রায় সব কয়টি ল্যাটিন শহর পদানত করিয়া তিনি সমগ্র ল্যাটিয়ামের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিলেন। ল্যাসিয়াসের রাজত্বকালে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ক্রীড়া-কৌতুক অনুষ্ঠানের জন্য সার্কাস ম্যাক্সিমাস (Circus Maximus) নামক দৌড়ের মাঠ এবং রোমের যে অংশ অপেক্ষাকৃত নীচু তাহার জল নিকাশের জন্য ভূগর্ভে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি প্রবীণ-পরিষদে ১০০টি অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করেন। জামাতা সার্ভিয়াস ট্যুলিয়াস-(Servius Tullius)-এর প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্বের জন্য ল্যাসিয়াসের পুত্রগণ পিতার প্রাণনাশ করেন।

পূর্ত্তকার্য্য

(৬) সার্ভিয়াস ট্যুলিয়াস (Servius Tullius, খ্রীঃ পূঃ ৫৭৮—৫৩৫ অব্দ)—সার্ভিয়াসের রাজত্ব শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তিনটি কার্য্যের জন্য তিনি রোমের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন— .

(ক) সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগের প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি রাষ্ট্র-বিধি সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সেঞ্চুরি-পরিষদ্ (Comitia Centuriata) স্থাপিত হয়।

(খ) সার্ভিয়াসের আদেশে রোমের আয়তন বর্দ্ধিত করা হয়। সমগ্র নগর এই সময় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হইয়াছিল।

(গ) সার্ভিয়াস ল্যাটিনদিগের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়েই ল্যাটিয়ামের ৩০টি নগরের সমবায়ে ল্যাটিন রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। জামাতা টার্কুইনিয়াস সুপার্ব্বাস (Tarquinius Superbus)-এর হস্তে সার্ভিয়াসের প্রাণনাশ হয়।

(৭) টার্কুইনিয়াস সুপার্ব্বাস বা দাম্ভিক টার্কুইন (Tarquinius Superbus or Tarquin the Proud, খ্রীঃ পূঃ ৫৩৬—৫১০ অব্দ)—প্রজাবৃন্দের উপর অত্যাচার এবং উৎপীড়নের জন্য টার্কুইনিয়াস সুপার্ব্বাস এই উপনামে পরিচিত। সার্ভিয়াস সাধারণ নাগরিকদিগকে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন, টার্কুইনিয়াস তাহা সমস্ত কাড়িয়া লইলেন। তিনি প্রবীণ-পরিষদের বহু সদস্যকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং অন্যান্যদিগকে তিনি ভয় করিতেন। সরকারী ইমারত নির্ম্মাণের জন্য তিনি দরিদ্র নাগরিকদিগকে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করাইতেন। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিলেও টার্কুইনিয়াস স্বীয় বাহুবলে রোমের মর্য্যাদা এবং প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি ল্যাটিন নগরগুলিকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ফলে রোম-ল্যাটিন রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নেতৃত্বলাভ

অত্যাচার

টার্কুইনাসের অত্যাচার এবং তাঁহার পুত্রের গর্হিত আচরণ : নির্ব্বাসন

করিয়াছিল। ভল্সীয়-(Volscian)-দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি সুয়েস্সা পোমেশিয়া (Suessa Pometia) অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গ্যাব্বিয়াই (Gabbii) শহর অধিকার করেন। তিনি জুপিটার, জুনো এবং মিনার্ভার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর টার্কুইনিয়াস আর্ডিয়া (Ardea) অবরোধ করেন। এই অবরোধকালে তাঁহার পুত্র সেক্সটাস (Sextus) একটি জঘন্য অপরাধ করেন। অত্যাচারিত রোমবাসীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং টার্কুইনিয়াসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রোম হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। এই ভাবে রোমান রাজতন্ত্রের অবসান হইল। অতঃপর রোমে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

*রাজতন্ত্রের অবসান

টার্কুইনিয়াসের অত্যাচারই রোমান রাজতন্ত্রের পতনের মূল কারণ। প্রজাগণ বহুদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু রাজপুত্র সেক্সটাস কর্ত্তৃক কোলাটিনাস-(Collatinus)-এর সাধ্বী পত্নী লুক্রেশিয়া-(Lucratia)-র সতীত্ব নাশের সংবাদে তাহাদের ধৈর্য্যের সীমা টুটিয়া গেল। তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া টার্কুইনিয়াসকে সপরিবারে রোম হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। খ্রীঃ পূঃ ৫১০ অব্দে একটি আইনের বলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া রোমে সাধারণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইল।

টার্কুইনিয়াসের পুত্র : সেক্সটাসের অপরাধ

পুনরায় রাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা

ব্রুটাস

(১) রোম হইতে বিতাড়িত হইবার পর টার্কুইনিয়াস তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দাবী করিয়া রোমে এক দূত পাঠাইলেন। অভিজাত বংশীয় তরুণদিগকে সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত

করাই এই দূতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় টার্কুনিয়াসের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কন্সাল এল্. ব্রুটাসের (Consul L. Brutus) দুই পুত্র ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত যোগদান করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

এট্রাস্কান যুদ্ধে হোরেশিয়াস কোয়েলেস-(Horatius Coeles)-এর কাহিনী

(২) কৌশলে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে টার্কুইনিয়াস বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এট্রুরিয়ার অন্তর্গত ভিই-ই (Voii) এবং টার্কুইনিয়াই-(Tarquinii)-র সাহায্য লাভ করিয়া তিনি রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। কন্সাল ব্রুটাস যুদ্ধে নিহত হইলেন। টার্কুইনিয়াস অতঃপর এট্রুরিয়ার অন্তর্গত ক্লুসিয়াম-(Clūsium)-এর শক্তিমান্ নৃপতি লার্স পোর্সেনা-(Lars Porsena)-র সহায়তা প্রার্থনা করিলে পোর্সেনা সসৈন্যে রোম আক্রমণ করিলেন এবং রোমের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত জ্যানিক্যুলাম (Janiculum) অধিকার করিয়া লইলেন। এই দুর্দ্দিনে নির্ভীক এবং স্বদেশপ্রাণ বীর হোরেশিয়াস কোয়েলেসের (Horatius Cooles) অতুলনীয় বীরত্বে রোম রক্ষা পাইয়াছিল। জ্যানিক্যুলামে অবস্থিত রোমানবাহিনী নদী পার হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অপর দুইজন সঙ্গীসহ রোম এবং জ্যানিক্যুলামের মধ্যে সংযোগ সাধানকারী সেতুমুখ রক্ষা করিয়াছিলেন। রোমান সৈন্য নিরাপদে নদী পার হইয়া সেতু ধ্বংস করিয়াছিল।

ম্যুসিয়াস স্কিভোলা (Mucius Scævola)

পোর্সেনা অতঃপর রোম অবরোধ করিলেন। নগরে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। ম্যুসিয়াস স্কিভোলা (Musius Scævola) নামক জনৈক অসম-সাহসী রোমান যুবক পোর্সেনাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এট্রাস্কান শিবিরে প্রবেশ করিয়া ভুলক্রমে পোর্সেনার পরিবর্ত্তে তাঁহার খাস মুন্সীকে নিহত করিলেন। ম্যুসিয়াস শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া তিলে তিলে হত্যা করিবার ভয় দেখানো হইল। ম্যুসিয়াস কিন্তু নির্ব্বিকার। তিনি

ধীরভাবে আপন দক্ষিণ হস্ত জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। হাতখানা পুড়িয়া গেল। কিন্তু ম্যুসিয়াসের মুখ হইতে একটিও কাতরোক্তি নির্গত হইল না। তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ পোর্সেনা তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া রোমের সহিত সন্ধি করিলেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিত টার্কুইনকে সকলেই পরিত্যাগ করিল।

(৩) **ল্যাটিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত রোমের সঙ্ঘর্ষ**—পর পর দুইবার চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুই হইল না, তখন টার্কুইন তাঁহার জামাতা টাস্কুলাম-(Tusculum)-রাজ ম্যামিলিয়াস-(Mamilius)-এর শরণাপন্ন হইলেন। ল্যাটিয়ামের অপর কোন রাজাই ইঁহার মত পরাক্রান্ত ছিলেন না। সমস্ত ল্যাটিন রাষ্ট্র নির্ব্বাসিত টার্কুইনের পক্ষাবলম্বন করিয়া একযোগে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই দুঃসময়ে রোমানগণ একজন এক-নায়ক নিযুক্ত করিয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৮ অব্দে রেজিলাস (Regillus) হ্রদের নিকট সঙ্ঘটিত যুদ্ধে রোম শত্রুসৈন্যকে ভীষণভাবে পরাজিত করিল। এই যুদ্ধে টার্কুইনের পুত্র নিহত এবং তিনি নিজে আহত হইলেন। তিনি কুম্যে-(Cumae)-তে পলায়ন করিলেন। এই-খানেই তাঁহার জীবনাবসান হয়।

রেজিলাসের হ্রদের নিকট যুদ্ধ : টার্কুইনের আশা-ভরসা লোপ

রাজতন্ত্রের যুগ—রাজ-শাসিত রোমের প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। এই যুগের কাহিনীগুলির মধ্যে কোন কোনটি গ্রীকদিগের নিকট হইতে ধার করা এবং কোন কোনটি বা আবার রোমানদিগের নিজেদের কল্পনাপ্রসূত। রম্যুলাস রেমাসের জন্ম, রম্যুলাসের স্বর্গে গমন প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি অতিপ্রাকৃত এবং একান্তই অশ্রদ্ধেয়। লার্স পোর্সেনার কাহিনীতে সত্য ঘটনাকে বিকৃত করা হইয়াছে। প্লিনি (Pliny) প্রভৃতির বিবরণ হইতে জানা যায় যে রোম এক সময় এট্রাস্কানদিগের পদানত হইয়াছিল। এট্রাস্কান-শাসিত [illegible] শাসক

প্রধানতঃ পৌরাণিক

কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্য কোন লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত না। ইলিয়াসের পর্য্যটন, টার্কুইনিয়াস কর্তৃক গ্যাব্রিয়াই অধিকার প্রভৃতি কাহিনীর উপাদান গ্রীক ইতিহাস হইতে গৃহীত হইয়াছে।

আখ্যায়িকা-সমূহের ঐতিহাসিক ভিত্তি

অবিশ্বাস্য এবং পরস্পর-বিরোধী হইলেও রোমের প্রাচীন কাহিনী-গুলিতে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। কিন্তু এই আখ্যায়িকা-গুলিতে সত্যের সহিত কি পরিমাণ মিথ্যার সংমিশ্রণ হইয়াছে সঠিক বলা দুঃসাধ্য। প্রাচীন কাহিনীতে অন্তর্ব্বর্ত্তী রাজগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে স্বতঃই মনে হয় যে রোমে একদা রাজ-শাসন প্রচলিত ছিল। এট্রাস্কান জাতীয় রাজগণের উল্লেখ হইতে এবং এট্রাস্কানদিগের সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে মনে হয় যে ধর্ম্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গৃহ-নির্ম্মাণকৌশল প্রভৃতি বিষয়ে ইহারাই রোমানদিগের গুরু। মোটের উপর একথা সত্য যে প্রাচীন কাহিনী হইতে সমসাময়িক রোমের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা করা যায়।

প্রাচীন রোম ঃ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান

*ক। **সামাজিক ঃ রোমানজাতি**—রোমের সমাজব্যবস্থা পারিবারিক ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছিল। পিতা পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। স্বীয় সন্তান এবং ক্রীতদাসগণের উপর তিনি যথেচ্ছ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। পরিবারের কর্ত্তা 'প্যাট্রেস' (Patros) আখ্যায় অভিহিত হইতেন। পারিবারিক ব্যাপারে প্রধানের কথার উপর কাহারও কথা বলিবার অধিকার ছিল না।

অতি প্রাচীনকালেই রোমের অধিবাসিগণ প্যাট্রিসিয়ান (Patrician) বা অভিজাত এবং প্লিবিয়ান (Plebeian) বা সাধারণ এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। ল্যাটিন জাতীয় যে সমস্ত পরিবার সর্ব্বপ্রথম রোমে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল প্যাট্রিসিয়ানগণ সম্ভবতঃ তাহাদেরই বংশধর। তাহারা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মীয় এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিত। রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্বও ইহাদিগের হাতেই ছিল। প্যাট্রিসিয়ানগণ র‍্যামনেস (Rmanes), টিটিজ (Tities) এবং লুকেরেস (Lucores) এই তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ল্যাটিন, স্যাবাইন এবং এট্রাস্কান জাতির সংমিশ্রণে রোমান জাতি গঠিত হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের এক একটি গোষ্ঠী ইহাদের এক-একটি জাতির সন্তান-সন্ততি।

প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায়: সমস্ত সুযোগ সুবিধায় একচেটিয়া অধিকার

যে সমস্ত বহিরাগত জাতি কালক্রমে রোমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, প্লিবিয়ান সম্প্রদায় তাহাদেরই উত্তরপুরুষ। ইহাদিগের পূর্ব্বজগণ বাণিজ্য ব্যাপদেশে এবং অন্যান্য কারণে রোমে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ কেহ আবার অভিজাতবর্গের দাসত্বমুক্ত ক্রীতদাসদিগের সন্তান-সন্ততি। ইহাদিগকে Client অর্থাৎ আশ্রিত বা Dependant অনুগত আখ্যায় অভিহিত করা হইত। পূর্ব্বপুরুষ যে অভিজাত গোষ্ঠীর ক্রীতদাস ছিল, Client-কে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত। বহুবিধ বিধি-নিষেধের বেড়াজালে প্লিবিয়ানদিগের ক্ষমতা এবং অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সামাজিক ক্ষেত্রেও তাহারা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধায় প্যাট্রিসিয়ানগণ নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

প্লিবিয়ান সম্প্রদায়: সামাজিক এবং রাজনৈতিক হিসাবে অপাংক্তেয়

খ। শাসন-ব্যবস্থা—রাজা, প্রবীণ-পরিষদ্ (Senate) এবং ক্যুরিয়া পরিষদ্ (Comitia Curiata) রোমের শাসনদণ্ড

পরিচালনা করিতেন। রাজা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। ষষ্ঠ নৃপতি সার্ভিয়াস ট্যুলিয়াস সেঞ্চুরি পরিষদ্ (Comitia Centuriata) গঠন করিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রাজার ক্ষমতা

প্রবীণ-পরিষদ্ রাজা মনোনয়ন করিতেন। তবে এই নির্ব্বাচন জনসাধারণের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। সমস্ত দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার রাজাই ছিলেন প্রধান বিচারক। গুরুতর অপরাধে তিনি যে কোন নাগরিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন রাজা। প্রধান পুরোহিতরূপে তিনিই আবার রোমের প্রধান ধর্ম্মগুরুর মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন। ধর্ম্মযাজক সঙ্ঘ (Religious College) তাহার ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইত। রাজা দেবদ্রোহী এবং ধর্ম্মাবমাননাকারীদিগের দণ্ডবিধান করিতেন। রাজা ব্যতীত অপর কেহ কমিশিয়াগুলি আহ্বান করিতে এবং ইহাদের অনুমোদনের জন্য কোন প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারিতেন না। একমাত্র রাজাই আইনের প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারিতেন। রাজার ক্ষমতা Imperium অর্থাৎ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আখ্যায় অভিহিত হইত। প্রবীণ-পরিষদ্ রাজাকে পরামর্শ দিতে পারিতেন; কিন্তু এই পরামর্শ গ্রহণ করা না করা রাজার ইচ্ছাধীন ছিল।

প্রত্যেক রাজা মৃত্যুর পূর্ব্বে সাধারণতঃ ক্যুরিয়া পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতেন।

অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন রাজা

মৃত রাজার কোন মনোনীত উত্তরাধিকারী না থাকিলে প্রবীণ-পরিষদ্ দুইজন অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন রাজা নিযুক্ত করিতেন। ইহারা প্রত্যেকে ৫ দিন করিয়া রাজত্ব করিতেন। শেষ ৫ দিন যিনি রাজত্ব করিতেন, তিনিই সিংহাসনের স্থায়ী অধিকারী মনোনীত করিতেন। কিন্তু এই মনোনয়ন অভিজাত সম্প্রদায়ের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল।

ক্যুরিয়া-পরিষদ্—একমাত্র অভিজাতবর্গই রোমের প্রাচীনতম গণ-প্রতিষ্ঠান ক্যুরিয়া-পরিষদের সদস্য হইতে পারিতেন। প্রত্যেক অভিজাত গোষ্ঠী দশটি ক্যুরিয়া বা শাখায় বিভক্ত ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের ৩০টি (৩×১০) শাখা লইয়া ক্যুরিয়া-পরিষদ্ গঠিত হইত। নূতন রাজা মনোনয়ন এই পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। ইহার সম্মতি ব্যতীত আইনের পরিবর্ত্তন চলিত না। ফৌজদারী মামলায় রাজার রায়ের বিরুদ্ধে ইহার নিকট আপীল করা যাইত। এই পরিষদ্ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীর দণ্ড মকুব করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহার সমালোচনার অধিকার ছিল না। যে সমস্ত বিষয়ে ইহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইত, ক্যুরিয়া-পরিষদ্ কেবলমাত্র সে সমস্ত বিষয়ে 'হাঁ' অথবা 'না' বলিতে পারিতেন।

প্রবীণ-পরিষদ্—রাজার মনোনীত বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিগণের সমবায়ে প্রবীণ-পরিষদ্ গঠিত হইত। অভিজ্ঞ, বয়োবৃদ্ধ সদস্যে গঠিত প্রবীণ-পরিষদ্ মন্ত্রণা-সভা মাত্র হইলেও ইহার মতামতের গুরুত্ব সামান্য ছিল না। রাষ্ট্রের ঐতিহ্য-সংরক্ষক এই প্রতিষ্ঠানটির সম্মতি ব্যতীত কোন আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারিত না। সর্ব্বপ্রথম পরিষদে মাত্র ১০০ জন সদস্য ছিলেন। পরে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৩০০ জনে দাঁড়াইয়াছিল। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বিষয়ে রাজা প্রবীণ-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু ইহার মতামত গ্রহণ করা না করা তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল।

সার্ভীয় সংস্কার (Servian Reform)—কালক্রমে প্লিবিয়ান-দিগের সংখ্যা খুব বাড়িয়া গেলে রাজা সার্ভিয়াস ট্যুলিয়াস (Servius Tullius) বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদিগকে সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রিক ক্ষমতা এবং অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এদিকে আবার সামরিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রের জনবলের সম্যক্ ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। সার্ভিয়াস রোমের রাষ্ট্রবিধিকে

অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত করিলেন সত্য, কিন্তু অভিজাতবর্গের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণই রহিল।

সার্ভীয় সংস্কারের স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য

সার্ভিয়াস সামরিক কর্ত্তব্য এবং কর প্রদানের দায়িত্ব সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে যথাসম্ভব সমানভাবে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। রাষ্ট্রিক ক্ষমতা এবং অধিকার লাভের জন্য সম্ভ্রান্তকুলে জন্ম এবং আর্থিক যোগ্যতা উভয়ই প্রয়োজন এই মূলনীতির ভিত্তির উপর সার্ভীয় সংস্কার পরিকল্পিত হইয়াছিল।

সেঞ্চুরি-পরিষদ্ (Comitia Centuriata)

সার্ভিয়াস রোমের অধিবাসীবর্গকে প্রথমতঃ বাসস্থান অনুযায়ী ২১টি শাখায় বিভক্ত করিলেন। এই আঞ্চলিক বিভাগের ফলে প্রত্যেক শাখাতেই কিছু সংখ্যক প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ান স্থান পাইয়াছিল। প্লিবিয়ানগণও যে রাষ্ট্রের অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য অঙ্গ এই বিভাগের ফলে তাহা স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহার পর রোমের জনসংখ্যা এবং প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইল। তাহার পর আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী নাগরিকদিগকে পাঁচটি শ্রেণীতে এবং ইহাদের প্রত্যেকটিকে আবার অনেকগুলি সেঞ্চুরি-(Century)-তে বিভক্ত করা হইল। সংখ্যাল্প বিত্তবান্ নাগরিকদিগকে বেশী সংখ্যক ভোটের অধিকার দেওয়া হইল।

প্লিবিয়ানগণের উপর সংস্কারের প্রভাব

বিত্তহীন নাগরিকগণকে একটি সেঞ্চুরির অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ইহার একটিমাত্র ভোট ছিল। অথচ রোমের সর্ব্বমোট ১৯৩টি সেঞ্চুরির প্রত্যেকের একটি হিসাবে মোট ১৯৩টি ভোট ছিল। সেঞ্চুরিগুলির সমবায়ে যে পরিষদ্ গঠিত হইল তাহাই সেঞ্চুরি-পরিষদ্ (Comitia Centuriata)।

সার্ভিয়াস কর্ত্তৃক সেঞ্চুরি-পরিষদ্ গঠন প্রাচীন রোমের ইতিহাসে একটি বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার ফলে প্লিবিয়ানগণ রোমের নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইল এবং তাহাদের মর্য্যাদা বাড়িয়া গেল। এতদিন পর্য্যন্ত যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অধিকারে

প্যাট্রিসিয়ানগণের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এখন হইতে বিত্তবান্ প্লিবিয়ানগণও ইহার অংশভাগী হইল। এইভাবে প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য এবং একচ্ছত্র অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর রোমান নাগরিকের সমতা বিধানের পথে প্রথম পদক্ষেপ করা হইল।

সেঞ্চুরি পরিষদের অধিকার—সেঞ্চুরি-পরিষদ্ কালে রোমের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। রাজা নির্ব্বাচনের অধিকার ইহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণও এই পরিষদ্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। পরিষদ্ নূতন আইন প্রণয়ন এবং পুরাতন আইন বাতিল করিতে পারিতেন। বিচারকদিগের রায়ের বিরুদ্ধে ইহার নিকট আপিল করা চলিত। এইভাবে ক্যুরিয়া পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা প্রকৃত প্রস্তাবে সেঞ্চুরি পরিষদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। **গুরুত্ব**

ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান—বহু দেব-দেবীর অস্তিত্বে আস্থাবান রোমান জাতি প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উপাসনা করিত। যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবদেবীর সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করা হইত। প্রত্যেক নগরেরই একজন করিয়া অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন। প্রতি বংশের আদিপুরুষ উত্তরপুরুষগণ কর্ত্তৃক দেবতারূপে পূজিত হইতেন। এই দেবতাকে তৎপ্রতিষ্ঠিত বংশের সাহায্যক মিত্ররূপে কল্পনা করা হইত। প্রাচীন রোমের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থ ভেস্টা-(Vesta)-র মন্দির জাতীয় জীবন এবং দেবার্চ্চনার কেন্দ্রস্থল ছিল। **রাজনীতির উপর ধর্ম্মের প্রভাব**

দেবার্চ্চনা যাহাতে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় রোমানগণ তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিত। পূজারী পুরোহিতগণের উপরি কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য বহু ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious College) গঠিত হইয়াছিল। কলেজ অব পন্টিফস্ (College of Pontiffs) নামক প্রতিষ্ঠান ধর্ম্ম-সংক্রান্ত আইন-কানুনের ব্যাখ্যা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিয়ন্ত্রিত করিত। অগারস (Augurs) নামক ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান শুভাশুভ লক্ষণের বিচার এবং পাখীর ঝাঁক প্রভৃতি দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিত। প্রধান পুরোহিত (Pontifex Maximus) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করিতেন। রাষ্ট্রের যে কোন কাজে এবং জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে শুভাশুভ লক্ষণ বিচার করা হইত। সুতরাং রাষ্ট্রিক কার্য্যকলাপ অগারস এবং যাজক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত।

রাজ-শাসিত রোম ঃ সংক্ষিপ্তসার

রমুলাস কর্ত্তৃক প্যালেটাইন শৈলের উপর রোম নগরের গোড়াপত্তন হইয়াছিল। পরে ক্যাপিটালাইন পাহাড়ও তৎকর্ত্তৃক রোমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। রোমের তৃতীয় নরপতি টুলাস হোষ্টিলিয়াস কোয়েলিয়ান পাহাড় (Coelian Hill) যোগ করিয়া রোমের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত আলবা লঙ্গার অধিবাসীদিগের স্থান সঙ্কুলানের জন্যই তাঁহাকে নগরের বিস্তার সাধন করিতে হইয়াছিল। এ্যাঙ্কাস মার্শিয়াস যে সমস্ত ল্যাটিন শহর জয় করিয়াছিলেন তাহাদের অধিবাসীদিগের বসবাসের নিমিত্ত এ্যাভেণ্টাইন (Aventine) পাহাড় পর্য্যন্ত নগর বিস্তার করিয়াছিলেন। কুইরিনাল (Quirinal), ভিমিনাল (Viminal) এবং এস্কুইলাইন (Esquiline) পাহাড় তিনটি রোমের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সার্ভিয়াস রোমকে আরও বৃহদায়তন করিয়াছিলেন। তিনি রোমের চতুর্দ্দিকে ৫ মাইল পরিধি বিশিষ্ট একটি প্রস্তর প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পর রোমের আয়তন আর বর্দ্ধিত হয় নাই।

এট্রাস্কান জাতির নিকট রোমের ঋণের পরিমাণ

রাজ-শাসিত রোমের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া না গেলেও এই যুগের শেষভাগে রোম যে এট্রাস্কান জাতির পদানত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবল স্বাজাত্যাভিমান বশতঃ রোমান

ঐতিহাসিকগণ এট্রাস্কানগণ কর্ত্তৃক রোম জয়ের কথা খোলাখুলি স্বীকার করেন নাই। টার্কুইন রাজগণ এট্রাস্কান জাতীয় এই কথা বলিয়া তাঁহারা বিষয়টি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

এট্রাস্কান রাজগণের অধীনে রোম খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। রোম এই সময়ে যত প্রবল হইয়াছিল ইতিপূর্ব্বে কোন দিনই তত প্রবল হয় নাই। এই যুগে দক্ষিণে এট্রুরিয়া এবং সমগ্র ল্যাটিয়াম রোমের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। টার্কুইন রাজগণ রোম নগরের অপেক্ষাকৃত নিম্ন অঞ্চলের জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রোমের স্থবিখ্যাত ফোরাম (Forum), সার্কাস (Circus) এবং ক্যাপিটালাইন মন্দির তাঁহাদেরই অমর কীর্ত্তি। রাজা ব্রিস্কাস নির্ম্মিত ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী এবং রাজা টুলিয়াস নির্ম্মিত প্রাচীর প্রাচীন স্থাপত্য বিদ্যা এবং পূর্ত্ত কৌশলের অপূর্ব্ব নিদর্শন। এট্রাস্কান রাজমিস্ত্রিদিগের নিকটই রোমান রাজমিস্ত্রিদিগের প্রথম শিক্ষা লাভ হইয়াছিল। রোমানগণ ক্রমে স্থাপত্য শিল্পে অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল।

রাজ-শাসনের যুগে রোমের উন্নতি

সাধারণতন্ত্রের গোড়ার দিকে রোমের অবস্থা—পশু-পালক-জাতি স্থাপিত ক্ষুদ্র এবং নগণ্য উপনিবেশ রোম কালক্রমে বিশালায়তন নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। পাঁচ মাইল পরিধি বিশিষ্ট প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। আল্‌বা লঙ্গা ধ্বংস এবং ফিডেন্স (Fidenæ), কোল্যাটিয়া (Collatia) এবং অন্যান্য কয়েকটি ল্যাটিন শহর জয় করিয়া রোমান জাতি একটি নাতিক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠিয়াছিল। টার্কুইন রাজগণের যুগে রোম ল্যাটিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্ব্বাধিক শক্তিমান্ সদস্য ছিল। এই যুগেই রোমের রাজ্যবিস্তার এবং উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা হইয়াছিল। পূর্ত্ত বিস্তারও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অষ্টিয়া (Ostia) বন্দরের ক্রমোন্নতি

হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রোমের বহির্বাণিজ্য এবং ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতেছিল।

রাষ্ট্রবিধি—রোমের প্রাচীনতম রাষ্ট্রযন্ত্রের রাজা, প্রবীণ-পরিষদ্ এবং ক্যুরিয়া পরিষদ্ এই তিনটি প্রধান অঙ্গ ছিল। সার্ভিয়াসের রাজত্বকালে সেঞ্চুরি-পরিষদ্ নামক অপর একটি গণ-প্রতিষ্ঠান এই রাষ্ট্রযন্ত্রে সংযুক্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণতন্ত্র

রাজতন্ত্রের অবসান ঃ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন—রাজতন্ত্রের অবসানের পর রাজার ক্ষমতা প্রেটর (Prætor) উপাধিধারী দুইজন রাজপুরুষের হস্তে ন্যস্ত হইল। প্রেটরগণ পরে কন্সাল (Consul) আখ্যায় অভিহিত হন। ইঁহারা যাহাতে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারে ইঁহাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করা হইয়াছিল।

কন্সালগণের ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ

(১) প্রত্যেক কন্সাল মাত্র এক বৎসরের জন্য স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। ফলে কোন কন্সাল দীর্ঘ দিন ক্ষমতা পরিচালনার সুযোগ পাইতেন না।

কন্সালদ্বয়ের কর্ত্তব্য

(২) জনসাধারণ কন্সাল নির্ব্বাচন করিত।

(৩) কন্সাল দুইজন ক্ষমতা এবং মর্য্যাদায় পরস্পরের সমকক্ষ ছিলেন। একজন ইচ্ছা করিলে অপরের আদেশ নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন। সামরিক এবং বে-সামরিক উভয়বিধ শাসন

সংক্রান্ত বিষয়ে কন্সালগণই সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা আইনের প্রস্তাব উত্থাপন, মামলার বিচার এবং সৈন্য পরিচালনা করিবার অধিকারী ছিলেন।

কন্সালগণ বিভক্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং আপৎকালে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বিবেচিত হইত না। সুতরাং জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে ৬ মাসের জন্য একজন এক-নায়ক (Dictator) নিযুক্ত করা হইত। এই সময় কন্সালদিগের কোন ক্ষমতা থাকিত না। তাঁহাদের মধ্যে একজনই এক-নায়ক মনোনীত করিতেন। রাজ-শাসিত রোমে রাজার যে ক্ষমতা ছিল, এক-নায়কের ক্ষমতাও প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ অবাধ এবং নিরঙ্কুশ ছিল। তিনি সৈন্য-বাহিনী পরিচালনা করিতেন। স্বীয় কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তিনি একজন সহকারী নিযুক্ত করিতেন। অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক অশ্বাধ্যক্ষ (Master of the Horse) আখ্যায় অভিহিত হইতেন।

এক-নায়কত্ব : সাময়িকভাবে রাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন

সাধারণতন্ত্রের গোড়ার দিকে রোমের অবস্থা—নবজাত রোম সাধারণতন্ত্র শীঘ্রই অন্তঃশত্রুর এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িল। সিংহাসনচ্যুত টার্কুইন রাজবংশকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইবার জন্য একাধিক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রতিবেশী ভল্‌সিয়ান্ (Volscian), একুইয়ান (Aequian) এবং এট্রাস্কান-(Etruscan)-দিগের আক্রমণের বিরুদ্ধেও নবজাত সাধারণতন্ত্রকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। উপরন্তু, প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ানদিগের মধ্যে বিরোধের ফলে এই সময় রোমের আভ্যন্তরীণ ঐক্য লোপ পাইয়াছিল।

সদ্যোজাত সাধারণতন্ত্রের বিপদ

বৈদেশিক সম্পর্ক—রেজিলাসের (Regillus) যুদ্ধের পর স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রোম প্রায় শতবর্ষ কাল বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। একদিকে এট্রাস্কান এবং অপর

রেজিলাসের যুদ্ধের পর রোমের অবস্থা

দিকে ভল্‌সিয়ান ও এ্যকুইয়ানগণ এই সময় রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সঙ্ঘর্ষের প্রথম দিকে রোম কোন মিত্র রাষ্ট্রের সহায়তা পায় নাই। পরে ল্যাটিন রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সহিত নূতন করিয়া মিত্রতা স্থাপন করিয়া রোম স্বীয় শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। এই মৈত্রীর জন্যই রোম অবশেষে জয়লাভ করিয়াছিল। এই যুগে রোম যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড সীমান্তের হাম্‌লার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সমস্ত যুদ্ধের ফলে এট্রাস্কানদিগের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া রোমের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই যুগের তিনটি কাহিনী রোমান জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপর আলোক-সম্পাত করে।

(১) ভল্‌সিয়ান যুদ্ধঃ ক্যারিওলেনাসের (Cariolanus) কাহিনী—অভিজাত বংশীয় উদ্ধত প্রকৃতি তরুণ ক্যারিওলেনাসকে প্লিবিয়ানগণ অতিশয় ঘৃণা করিতেন। তিনি কন্সাল পদপ্রার্থী হইলে তাঁহারা তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিলেন না। ইহার পর দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্লিবিয়ানদিগের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণে বাধা দিলে অসন্তুষ্ট নাগরিকদিগের অভিপ্রায়ানুযায়ী তাঁহাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। নির্ব্বাসিত ক্যারিওলেনাস্‌ ভল্‌সিয়ানদিগের পক্ষে যোগদান করিলেন এবং নগরের পর নগর জয় করিয়া শত্রু সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রোমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। জয় সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া রোমবাসী তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে রোমান মহিলাদিগের একটি প্রতিনিধি দল তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। তাঁহার মাতা এবং স্ত্রী এই দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনুনয়ে ক্যারিওলেনাসের সমস্ত সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। মাতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "মাতঃ, তুমি স্বীয় পুত্রের জীবনের বিনিময়ে রোমকে বিপন্মুক্ত করিলে।" অতঃপর তিনি সসৈন্যে পশ্চাদপসরণ করিলেন।

ক্যারিওলেনাসের মাতৃভক্তি

(২) ভি-ই-র সহিত যুদ্ধ: ফেবীয়গণের কাহিনী—ফেবীয়গণ প্রাচীন রোমের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী অভিজাত বংশগুলির অন্যতম। এই বংশের ক্যেয়সো ফেবিয়াস (Kæso Fabius) প্লিবিয়ানদিগের পক্ষ অবলম্বন করায় প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায় ফেবীয়গণকে অতিশয় ঘৃণা করিত। ফলে ইহারা রোম হইতে চলিয়া যাইয়া ক্রেমেরা (Cremera) নদীর তীরে নূতন বসতি স্থাপন করিয়াছিল। অতঃপর ইহারা রোমের পরম শত্রু ভি-ই নগরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ভি-ই সৈন্যের আক্রমণবেগ প্রতিহত করিতে ইহারাই রোমের সর্ব্বাধিক সহায়তা করিয়াছিল। শত্রুর কৌশলে ফেবীয়গণ সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। নির্ব্বাসিত ফেবীয়গণ রোমকে বিপন্মুক্ত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও রোম ইহাদিগের রক্ষার জন্য কিছুই করে নাই। ফেবীয়দিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধি

(৩) এ্যকুইয়ান্ যুদ্ধ: সিন্‌সিনাটাস (Cincinatus, খ্রীঃ পূঃ ৪৫৮ অব্দ)—খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রোম এবং এ্যকুইয়গণের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত। এই সঙ্ঘর্ষের সময় কন্সাল মিন্‌সিনাস (Minsinus) শত্রু হস্তে পরাস্ত হইয়া সসৈন্যে মাউণ্ট এ্যাল্‌গিডাসে (Mount Algidus) অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই দুর্দ্দিনে রোমানগণ এল. সিন্‌সিনাটাস (L. Cincinatus)-কে এক-নায়কত্বে বরণ করিল। প্রবীণ পরিষদের প্রতিনিধিগণ এই সংবাদ লইয়া সিন্‌সিনাটাসের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি জমিতে লাঙ্গল দিতেছেন। তিনি অবিলম্বে অস্ত্রধারণক্ষম সমস্ত রোমান নাগরিককে সমবেত করিয়া তাহাদের পুরোভাগে অবরুদ্ধ মিন্‌সিনাসের মুক্তিসাধনের জন্য অগ্রসর হইলেন। এ্যকুইয়ান সৈন্য সিন্‌সিনাটাসের সৈন্যদল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। সিন্‌সিনাটাস বিজয়গৌরবে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার পর পদত্যাগ করিয়া তিনি স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। রোমের জাতীয় চরিত্র: আড়ম্বরহীনতা

এট্রাস্কান যুদ্ধ

ভি-ই-র পতন (খ্রীঃ পূঃ ৩৯৬ অব্দ)—টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরের কর্তৃত্ব লইয়া রোম এবং এট্রাস্কান-কর্তৃত্বাধীন ভি-ই নগরের সহিত অনেকদিন হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। রোম ভি-ই সঙ্ঘর্ষের আদিপর্ব্বে ফেবীয়গণই প্রধানতঃ এই সঙ্ঘর্ষের আঘাত সামলাইয়াছিল। কিন্তু শত্রুর কূটকৌশলে তাহারা পরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ভি-ই সৈন্যদল অতঃপর জ্যানিকুলাম অধিকার করায় রোমের বিপদাশঙ্কা দেখা দিল (খ্রীঃ পূঃ ৪৭৪ অব্দ)। কিন্তু এই বৎসরই ভি-ই-র প্রধান পৃষ্ঠপোষক এট্রাস্কানগণ কুম্যোর অনতিদূরে সঙ্ঘটিত নৌ-যুদ্ধে কার্থেজের নিকট গুরুতররূপে পরাস্ত হইল। ইহার উপর গলজাতির আক্রমণে তাহারা এত বিব্রত হইয়া পড়িল যে তাহাদের আর ভি-ইবাসীদিগকে সাহায্য করিবার উপায় রহিল না। রোমানগণ এই সুযোগে চিরন্তন শত্রু ভি-ইবাসীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। প্রথমতঃ ভি-ই-র মিত্র ফিডেন্যে শহরটি ধ্বংস করিয়া তাহারা ভি-ই অবরোধ করিল। রোমান সৈন্য দশ বৎসরকাল ভি-ই অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। অবশেষে এম. ফুরিয়াস ক্যামিলাস (M. Furius Camillus) এক-নায়কত্ব লাভ করিয়া ভি-ই যুদ্ধের অবসান ঘটাইলেন। নগর দুর্গ পর্যান্ত প্রসারিত সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তিনি সসৈন্যে ভি-ই শহরের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইলেন। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ভি-ই সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। নগরবাসীদিগের মধ্যে অনেকে শত্রুহস্তে নিহত এবং অন্যেরা ক্রীত-দাসরূপে বিক্রীত হইল। ভি-ই নগর পরিত্যক্ত হইয়া কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ইহার শাসনাধীন রাজ্যখণ্ড রোমান নাগরিক-দিগের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া হইল। অপর একটি এট্রাস্কান শহর ফ্যালেরিয়াই-(Falerii)-ও ইহার পর রোমের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

ফলাফল—(১) ভি-ই-র-পতনে রোমের একটি বড় বিপদ

কাটিয়া গেল ইহার পর দক্ষিণ এট্রুরিয়ায় রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

পেশাদার সৈনিক শ্রেণির উৎপত্তি

(২) ভি-ই অধিকারের পূর্ব্বে রোম আর কোন দিন ভিন্ন-জাতি-অধ্যুষিত রাজ্য জয় করে নাই।

(৩) অন্যান্য ফলাফলের তুলনায় ভি-ই যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফলই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভি-ই নগরের দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের সময় রোমান সৈন্যবাহিনীকে সম্বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে হইত। ফলে সৈন্যগণ নিজেদের জমি চাষ করিতে পারিত না। এইজন্য তাহাদিগকে নগদ বেতন দিতে হইয়াছিল। রোমের সৈন্যগণ ইহার পূর্ব্বে কোনদিনই বেতন পায় নাই। এই বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা রোমে স্থায়ী সৈন্যদলের সূচনা করিয়াছিল। ইহার ফলে দরিদ্র নাগরিকগণের সৈন্যদলে যোগদানের পথ সুগম হইয়াছিল। ইহারই ফলে আবার কালক্রমে প্লিবিয়ানগণ প্যাট্রিসিয়ানগণের সহিত রাজনৈতিক অধিকার-সাম্যের দাবী করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গলজাতি কর্তৃক রোমে অগ্নি প্রদান (খ্রীঃ পূঃ ৩৯০ অব্দ)--ব্রেন্নাসের (Brennus) নেতৃত্বে সেনোনীয় গলগণের (Senonian Gauls) আক্রমণে বিপন্ন এট্রাস্কান জাতি-শাসিত ক্লসিয়াম (Clausium) রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রোম গলদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিল যে তাহারা যেন রোমের মিত্র ক্লসিয়ামের উপর কোন অত্যাচার না করে। কিন্তু গলগণ এই সতর্কবাণী গ্রাহ্য না করায় রোমের প্রেরিত দূতগণ ক্লসিয়ামবাসীদিগের সহিত যোগদান করিয়া জনৈক গল সামন্তের প্রাণ সংহার করিলেন। ব্রেন্নাস স্বয়ং রোমে উপস্থিত হইয়া ইহার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। কিন্তু রোমের কর্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত না করায় গলসৈন্য রোম অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কারণ

ঘটনাবলী—খ্রীঃ পূঃ ৩৯০ অব্দে এ্যালিয়া (Allia) নদীর তীরে রোমান সৈন্য গলদিগের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হইল। রোমের অধিকাংশ অধিবাসী পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য শহরে পলাইয়া গেল। কিন্তু অল্প কয়েকজন বৃদ্ধ প্যাট্রিসিয়ান এবং একদল সৈন্য ক্যাপিটল (Capitol) অর্থাৎ ক্যাপিটোলাইন শৈলে অবস্থিত জুপিটার (Jupiter) দেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিজয়ী গলসৈন্য পরিত্যক্ত নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। প্রায় সমস্ত রোম ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। গলসৈন্য অতঃপর ক্যাপিটল অবরোধ করিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে শত্রুগণ ক্ষুধার জ্বালায় আত্মসমর্পণ করিবে। কিন্তু এম. ম্যান্‌লিয়াসের (M. Manlius) অতর্কিত নৈশ আক্রমণে সে আশা ব্যর্থ হইল। এই চরম সঙ্কটের দিনে রোমবাসী ভি-ই যুদ্ধ-বিজয়ী বীর ক্যামিলাসকে এক-নায়কত্বে বরণ করিল। কিন্তু তিনি আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ক্যাপিটলে আশ্রয় গ্রহণকারীগণ ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া প্রচুর অর্থ প্রদান করিবার সর্ত্তে গলদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল।

ফলাফল—(১) রোমের এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সুযোগে এট্রাস্কান, ল্যাটিন এবং অন্যান্য যে সমস্ত জাতি একদিন তাহার শত্রু ছিল, তাহারা রোমের সহিত পুনরায় শত্রুতা আরম্ভ করিল।

(২) প্লিবিয়ানদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়া গেল এবং রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য তাহাদের আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিল।

ঐতিহাসিক দলিল পত্রের ধ্বংসসাধন

(৩) রোম নগর অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় ফলে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রাচীন দলিলপত্র ধ্বংস হইয়া যায়। ফলে রোমের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বহু তথ্যই অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

পুনরায় গলজাতির আক্রমণ—গলজাতির পৌনঃপুনিক

আক্রমণে রোম বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া ক্যামিলাস স্বীয় খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই যে ম্যান্‌লিয়াস এক অতিকায় গল-সেনানীকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিহত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃতদেহ হইতে একটি স্বর্ণ শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া 'টর্কোয়েটাস' (Torquatus) আখ্যা লাভ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্লিবিয়ান ও প্যাট্রিসিয়ানদিগের মধ্যে বিবাদ

***প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ের অসুবিধা**—মুখ্যতঃ দারিদ্র্য এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই প্লিবিয়ান-দিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এই সমস্ত অসুবিধা এবং অক্ষমতাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক এই তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) অর্থনৈতিক—সাধারণভাবে বলিতে গেলে সমগ্র প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ই অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। এইজন্য ঋণের আইনের কঠোরতার ফলে তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা হইত। তাহা-দিগকে সৈন্যদলে যোগদান করিতে হইত। ফলে তাহারা নিজেদের কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দিতে পারিত না। সৈনিকের কার্য্য করিবার জন্য তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়ার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। সুতরাং দিনের পর দিন তাহারা দারিদ্র্য এবং ঋণের অতল তলে তলাইয়া যাইতেছিল। রোমে প্রচলিত আইন অনুযায়ী দেনাদার প্রকৃত প্রস্তাবে পাওনাদারদের ক্রীতদাস মাত্র ছিল।

ঋণ সংক্রান্ত আইনের কঠোরতা

সরকারী জমিতে প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার

রোম সাধারণতন্ত্রের বৈষম্যমূলক ভূমি-ব্যবস্থার ফলেও প্লিবিয়ানদিগের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্যাট্রিসিয়ানগণ সরকারী জমি, প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। অথচ এই সরকারী জমির অধিকাংশই প্লিবিয়ানদিগের অস্ত্রবলে শত্রুগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। নিজের বুকের রক্ত দিয়া যাহারা রোমকে বিজয়শ্রীমণ্ডিত করিত, বিজয়লব্ধ ফলে তাহাদের কোন অধিকারই ছিল না।

প্যাট্রিসিয়ান প্লিবিয়ান বিবাহ—আইনতঃ অসিদ্ধ

(২) **সামাজিক**—প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায় একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-শ্রেণী এবং স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য হইত। প্লিবিয়ানদিগকে সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করা হইত। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। প্লিবিয়ানদিগকে প্যাট্রিসিয়ানদিগের ধর্মোৎসব এবং ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করিতে দেওয়া হইত না।

রাজ্যশাসন ব্যাপারে সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব-বিহীনতা

(৩) **রাজনৈতিক**—প্লিবিয়ানদিগকে যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। কন্সাল ও অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উচ্চতর ধর্মযাজকদিগের পদে একমাত্র প্যাট্রিসিয়ানগণই নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন।

(৪) **আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা**—একমাত্র প্যাট্রিসিয়ান ব্যতীত অপর কাহারও রোমে প্রচলিত আইন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। সুতরাং অন্যান্য সকলে সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী ছিল।

সংক্ষিপ্তসার—(১) ঋণের আইনের কঠোরতার জন্য প্লিবিয়ানগণ অতিশয় উৎপীড়িত হইত। (২) সরকারী জমিতে তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। (৩) সামাজিক মর্য্যাদায় তাহারা প্যাট্রিসিয়ানদিগের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল। (৪) সরকারী চাকুরি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। (৫) দেশে প্রচলিত আইন-কানুন কি, তাহা তাহাদিগকে জানিতে দেওয়া হইত না।

প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সঙ্ঘর্ষ—প্রায় দুই শতাব্দীকাল স্থায়ী প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সঙ্ঘর্ষকে দুইটি পর্বে বিভক্ত করা যাইতে পারে। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৪ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দ পর্যান্ত স্থায়ী প্রথম পর্বে উৎপীড়িত প্লিবিয়ানগণ নিজেদের অস্তিত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল। প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কর্তৃত্বই এই যুগে তাহাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ পয্যন্ত স্থায়ী দ্বিতীয় পর্বে তাহারা রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্যাট্রিসিয়ানদিগের সমকক্ষতা লাভে সচেষ্ট হইয়াছিল।

***প্লিবিয়ানদিগের অভিযোগের প্রতিকার**—খ্রীঃ পূঃ ৫০৯ অব্দে লেক্স ভ্যালেরিও ডি প্রোভোকেশন (Lex Valerio de Provocatione) নামক আপিলের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে সাধারণ নাগরিকদিগের একটি গুরুতর অসুবিধা দূর হইয়াছিল। এই আইনে বলা হইল যে যদি কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের ফলে কোন রোমান নাগরিকের জীবন বিপন্ন হয় অথবা তাহার বৈধ অধিকারে বাধা পড়ে, তবে সেঞ্চুরি পরিষদের নিকট আপিল করা চলিবে। এই আইন পাশ হওয়ার পর প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে প্লিবিয়ানদিগের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল।

ক। ট্রিবিউন নিয়োগ—প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায় ঋণের আইনের কঠোরতা হ্রাস করিতে সম্মত না হওয়ায় খ্রীঃ পূঃ ৪৯৪ অব্দে ভল্সিয়ান-দিগের সহিত একটি যুদ্ধের পর প্লিবিয়ানগণ মন্স্ সেকার বা সেক্রেড মাউণ্ট-(Mons Sacer or Sacred Mount)-এ চলিয়া গেল। তাহারা এইখানে একটি নূতন নগর স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিল। রোমান সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই ছিল প্লিবিয়ান নাগরিক। সুতরাং প্লিবিয়ানদিগের একযোগে রোম হইতে প্রস্থান করার ফলে রোমের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিল। প্যাট্রি-

প্লিবিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রোম ত্যাগ (প্রথম বার): ফলাফল

ট্রিবিউন নিয়োগ : ট্রিবিউনের কর্ত্তব্য

সিয়ানগণ ভয় পাইয়া আপসের কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। অবশেষে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল এবং স্থির হইল যে—(১) প্লিবিয়ানদিগকে সমস্ত ঋণ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ সমস্ত নাগরিককে মুক্তি প্রদান করা হইবে ; এবং (২) প্লিবিয়ানদিগকে অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতি বৎসর দুইজন করিয়া ট্রিবিউন (Tribune) নির্ব্বাচিত হইবেন। প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কঠোর এবং অন্যায় দণ্ডাদেশ হইতে প্লিবিয়ানদিগকে রক্ষা করাই ট্রিবিউন-দিগের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। ট্রিবিউনগণ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন সেইজন্য তাঁহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের রায়, এমন কি, প্রবীণ-পরিষদ্‌ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োগ পর্য্যন্ত মুলতুবি রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। এই ক্ষমতাকে ইণ্টার-সেশিও (Intercessio) বলা হইত। ট্রিবিউনদিগের গায়ে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ হইল। তাঁহারা এক বৎসরের জন্য স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। কোন ট্রিবিউন স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে এক দিনের বেশী রোমের বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। উৎপীড়িত প্লিবিয়ানগণ যাহাতে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সাহায্য পাইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কালক্রমে ট্রিবিউনদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া দশ জন করা হইয়াছিল। (৩) এই সময় হইতেই ইডিল (Aedile) উপাধিধারী অপর দুইজন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্লিবিয়ানদিগের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যাবতীয় আইন-কানুনের ভার ইঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইল।

*দ্রঃ—ট্রিবিউন নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন রোমের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রোম ইতিহাসের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই ট্রিবিউনগণই প্লিবিয়ানদিগকে পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের আদেশ স্থগিত রাখিবার

ক্ষমতা (Intercessio or Veto) প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা এ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ক্ষমতা রোমের শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দিবার পক্ষে অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ ছিল।

খ। স্পুরিয়াস ক্যাসিয়াসের (Spurius Cassisus) ভূমি-সংক্রান্ত আইন—খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে কন্সাল স্পুরিয়াস ক্যাসিয়াসের চেষ্টায় বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে স্থির হইল যে (১) অতঃপর সরকারী জমির কিছুটা প্লিবিয়ানদিগকে দেওয়া হইবে এবং (২) প্যাট্রিসিয়ানদিগকে জমির খাজনা দিতে হইবে। রোমের ইতিহাসে এই প্রথম ভূমিসংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইল। প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায়ের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও বিধিবদ্ধ এই আইন তাহাদের বিরোধিতার জন্য কোনদিনই প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। ক্যাসিয়াস্ রাজ-ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিতেছেন এই অজুহাতে অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

গ। প্রথম পাব্লিলীয় আইন (First Publilian Law, খ্রীঃ পূঃ ৪১৭ অব্দ)—ট্রিবিউন পাব্লিলিয়াস ভোলেরোর (Publilius Volero) প্রস্তাবে বিধিবদ্ধ এই আইনে (১) প্লিবিয়ানদিগের সভায় ট্রিবিউন নির্ব্বাচনের এবং (২) প্লিবিয়ানদিগের ইডিল পদলাভের ব্যবস্থা হইল। এই আইনের ফলে প্লিবিয়ান সভাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ-স্বরূপ অন্যান্য পরিষদের সমমর্য্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করা হইল। প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায়ের ট্রিবিউন নির্ব্বাচনে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা লোপ পাইল।

***ঘ। দশের পরিষদ (The Decemvirate,** খ্রীঃ পূঃ ৪৫১ অব্দ)—আইন-কানুন বিধিবদ্ধ না থাকায় প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন উপাই ছিল না। সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে প্লিবিয়ান নাগরিকদিগের প্রতি অবিচার করিতে পারিতেন। শেষোক্তগণ এইজন্য দাবী করিল যে আইন-কানুন

বিধিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচার করিতে হইবে। অষ্টবর্ষস্থায়ী সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর তিনজন কমিশনারকে প্রচলিত আইন-কানুন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য গ্রীসে পাঠানো হইল। ইঁহারাও যথাকালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি বিবরণ পেশ করিলেন। অতঃপর এক বৎসরের জন্য "ডিসেম্ভির" (Decemvir) আখ্যাধারী দশ জন সদস্যের একটি পরিষদের হস্তে রোমের শাসনভার পরিচালনার এবং একটি ব্যবহারবিধি সঙ্কলন করিবার ভার অর্পিত হইল। কথা রহিল যে আপাততঃ কোন ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত হইবেন না। 'ডিসেম্ভির'গণ-সঙ্কলিত দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ব্যবহারবিধি সেঞ্চুরি পরিষদের অনুমোদন লাভ করিল। কিন্তু এই ব্যবহারবিধি পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় পুনরায় এক বৎসরের জন্য দশজন 'ডিসেম্ভির' নিযুক্ত করা হইল। ইঁহারা পূর্ব্ব সঙ্কলিত বিধিতে আরও দুইটি অধ্যায় যোগ করিলেন। এইভাবে দ্বাদশ অধ্যায় বিভক্ত রোমান ব্যবহার-বিধি সঙ্কলিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালের পূর্ণাঙ্গ এবং পরিণত রোমান ব্যবহার-বিধি এই সঙ্কলনের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল।

***ব্যবহারবিধির স্বরূপ**—দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এই ব্যবহার-বিধি রোমবাসীর ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অনুসৃত প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্কলন মাত্র। কোন নূতন আইন ইহাতে স্থান পায় নাই। সুতরাং প্লিবিয়ান সম্প্রদায় ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ উপকৃত হয় নাই। কিন্তু আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে যে প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কর্ত্তৃক প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ের অতি অন্যায় এবং পক্ষপাতমূলক বিচারের আশঙ্কা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

৬। **দশের পরিষদের পতন**—প্রথম দশের পরিষদ্ বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু

অত্যাচার

এ্যাপিয়াস ক্লডিয়াসের (Apius Claudius) নেতৃত্বে দ্বিতীয় দশের পরিষদ ক্রমশঃ অত্যাচারী এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্লডিয়াস যাহা খুসি তাহাই করিতে লাগিলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় গণস্বার্থের পৃষ্ঠপোষক ডেন্টাটাস (Dentatus) নিহত হইয়াছিলেন। ভার্জিনিয়ার (Virginia) রূপে কামোন্মত্ত ক্লডিয়াস এই মহিলারও শোচনায় মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন।

প্লিবিয়ানদিগের রোম ত্যাগ (২য় বার)

অত্যাচার-জর্জ্জরিত রাগান্বিত প্লিবিয়ানগণ খ্রীঃ পূঃ ৪৪৯ অব্দে পুনরায় রোম হইতে চলিয়া গেল। ইহারই ফলে দশের পরিষদ ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রাচীন শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইল, কন্সাল ভ্যালেরিয়াস (Consul Valerius) এবং কন্সাল হোরেসিয়াসের (Consul Horatius) প্রস্তাবে কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় প্লিবিয়ানদিগের বহু অভিযোগের প্রতিকার হইল। অতঃপর স্থির হইল যে—

ভ্যালেরিও-হোরেসীয় আইন (Valerio-Horatian Laws)

(১) প্লিবিয়ান-পরিষদে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তই আইন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সর্ব্বশ্রেণীর রোমান নাগরিকের উপর তাহা সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(২) সর্ব্বোচ্চ ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধেও প্রত্যেক রোমান নাগরিকের জনসাধারণের নিকট আপিল করিবার অধিকার থাকিবে।

(৩) প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ের যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ট্রিবিউনদিগের গায়ে হস্তক্ষেপ করিলে অপরাধী আইনের সর্ব্ববিধ সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং রোমান আইনে তাহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব থাকিবে না।

ভ্যালেরিও-হোরেসীয় আইন নামে পরিচিত এই সমস্ত আইনের বলে প্লিবিয়ান-পরিষদের সমুদয় সিদ্ধান্তই সেঞ্চুরি-পরিষদ্ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। আইন প্রণয়ন ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে যে অধিকার-বৈষম্য ছিল তাহা দূর হইয়া গেল এবং প্লিবিয়ানগণ এই ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিল।

সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব্ব

প্লিবিয়ানগণের রোম ত্যাগ (৩য় বার)

চ। খ্রীঃ পূঃ ৪৪৫ অব্দে প্লিবিয়ান সম্প্রদায় পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রোম হইতে চলিয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্তৃপক্ষ ক্যানুলীয় আইন (Lex Canuleia) পাশ করিলেন। এই আইনের দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইল। ফলে প্লিবিয়ান-দিগের সর্ব্বাপেক্ষা অপমানসূচক অসুবিধা দূরীভূত হইল।

অভিজাত সম্প্রদায়ের কৌশল—রোমের অভিজাতবর্গ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে একদিন না একদিন সর্ব্বোচ্চ পদসমূহে সাধারণ নাগরিকদিগের নিয়োগের অধিকার স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং নূতন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা কন্সালদিগের ক্ষমতা ভাগ করিয়া তাঁহাদের প্রতিপত্তি কমাইয়া দিলেন। কন্সালের পদ তুলিয়া তৎপরিবর্ত্তে ৩ হইতে ৬ জন সামরিক ট্রিবিউন (Military Tribune) নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। ইঁহারা ক্ষমতা এবং মর্য্যাদায় কেহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। স্থির হইল যে ইঁহা-দিগের মধ্যে ৩ জন প্যাট্রিসিয়ান এবং ৩ জন প্লিবিয়ান হইবেন। সেন্সর (Censor) আখ্যায় অভিহিত দুইজন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া অভিজাতগণ কন্সালদিগের বে-সামরিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। একমাত্র অভিজাতগণই সেন্সর পদ লাভ করিতেন। কন্সালদিগের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি ক্ষমতা সেন্সরদিগের হস্তে সমর্পণ করা হইল। এই শেষোক্ত কর্ম্ম-চারীগণ লোক-গণনা, পদমর্য্যাদা ও সম্পত্তি অনুযায়ী নাগরিকদিগের শ্রেণীবিভাগ এবং প্রবীণ-পরিষদের সদস্যতালিকা প্রণয়ন করিতেন।

ছ। খ্রীঃ পূঃ ৪২১ অব্দে প্লিবিয়ানদিগের কোয়েষ্টর-(Quaestor)-এর পদ লাভের অধিকার স্বীকৃত হইল। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে কোয়েষ্টারদিগের নিকট হইতে বেতন লইতে হইত। Pay master

জ। প্লিবিয়ানদিগের কন্সালের পদ লাভ—গল জাতির আক্রমণে রোম বিধ্বস্ত হইবার পর প্লিবিয়ানদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছিল। এই আক্রমণের ফলে তাহাদের ভূ-সম্পত্তি নষ্ট এবং বাড়ীঘর বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল। চাষবাসের কাজ এবং বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণের জন্য তাহারা প্যাট্রিসিয়ান মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা ঋণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া এই ঋণগ্রস্তদিগের মধ্যে অনেকে দাসত্ব বরণ করিতে বাধ্য হইল। গল আক্রমণের যুগে ক্যাপিটলের রক্ষাকর্ত্তা এম. ম্যান্‌লিয়াস (M. Manlius) এই হতভাগ্যগণের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অসন্তুষ্ট অভিজাতবর্গ ম্যান্‌লিয়াস রাজ-ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিতেছেন এই অজুহাতে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এই ঘটনা হইতে প্লিবিয়ানগণ বুঝিতে পারিল যে কন্সাল-এর পদ লাভের অধিকার না পাইলে তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্যাট্রিসিয়ানগণের সমকক্ষতা লাভের আশা সুদূর পরাহত। খ্রীঃ পূঃ ৩৭৬ অব্দে সি. লিসিনিয়াস ষ্টোলো (C. Licinius Stolo) এবং এল. সেক্সটিয়াস (L. Sextius) তিনটি আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করি-লেন। বিধিবদ্ধ হইবার পর এই প্রস্তাব তিনটি লিসিনীয় বিধানাবলী (Licinian Rogations) নামে পরিচিত হইল। স্থির হইল যে— **লিসিনীয় বিধানাবলী**

(১) ভবিষ্যতে সামরিক ট্রিবিউন নিয়োগ করা হইবে না। পুনরায় কন্সাল নিযুক্ত করা হইবে। কন্সাল দুইজনের মধ্যে একজনকে প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেই হইবে।

(২) কোন রোমান নাগরিকই ৫০০ জ্যুগেরার (Jugera) অধিক সরকারী জমি দখল করিতে পারিবে না।

(৩) ঋণী সুদ বাবদ মহাজনকে যত টাকা দিয়াছে তাহা আসল হইতে কাটা যাইবে। বাকী টাকা কিস্তিবন্দীভাবে ৩ বৎসরের মধ্যে শোধ করিতে হইবে।

অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও লিসিনিয়াস ষ্টোলো বা সেক্সটিয়াস বিচলিত হইলেন না। 'ভেটো' প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা শাসন-ব্যবস্থায় এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করিলেন। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ৩৬৭ অব্দে তাঁহাদের আনীত প্রস্তাবগুলি বিধিবদ্ধ হইল।

রাজনৈতিক সমকক্ষতা।

***লিসিনীয় বিধানাবলীর গুরুত্ব**—লিসিনীয় বিধানাবলী দরিদ্র ঋণীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিল। সরকারী জমিতে প্লিবিয়ানদিগের অধিকার স্বীকৃত হইল। তাহাদের শাসন-বিভাগীয় সর্ব্বোচ্চ পদ লাভে আর কোন বাধা রহিল না। প্লিবিয়ান-দিগকে কন্সালের পদ লাভের অধিকার প্রদান করিয়া লিসিনীয় বিধানাবলী তাহাদিগকে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের অবিসম্বাদী অংশীদার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এইভাবে রোমান নাগরিকদিগের মধ্যে অধিকার সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হইয়াছিল। এইজন্যই লিসিনীয় বিধানাবলীকে ইংলণ্ডের ইতিহাসের 'ম্যাগ্না কার্টা' বা মহাসনদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এতদিনে প্রকৃত প্রস্তাবে প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল।

প্রেটর (Praetor)—প্লিবিয়ানদিগের কন্সাল নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার স্বীকৃত হইবার পর প্রেটর আখ্যাধারী নূতন একজন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায় হইতে প্রেটর নিযুক্ত হইতেন। কন্সালদিগের বিচার করিবার যে ক্ষমতা ছিল তাহা প্রেটরকে দেওয়া হইল। এইভাবে প্যাট্রিসিয়ানদিগের আংশিক সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩৬৫ অব্দে প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকগণের এক-নায়ক অর্থাৎ Dictator-এর পদ লাভের অধিকার স্বীকৃত হইল।

বিঃ দ্রঃ—প্রেটর এবং সামরিক ট্রিবিউনের পদের প্রবর্ত্তন হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায় প্রাণপণে নিজের একাধিপত্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যখনই প্লিবিয়ান নাগরিক-

দিগের কোন পদে নিয়োগের অধিকার স্বীকার করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত, তখন সেই পদের ক্ষমতা এবং মর্য্যাদা হ্রাস করিবার চেষ্টা করা হইত।

ঝ। **দ্বিতীয় পাব্লিলীয় আইন** (খ্রীঃ পূঃ ৩৩৯)—এক-নায়ক পাব্লিলিয়াস (Publilius) কর্তৃক বিধিবদ্ধ এই আইনের বলে স্থির হইল যে—

(১) প্লিবিয়ান-পরিষদে বিধিবদ্ধ আইন সমস্ত রোমান নাগরিকের উপর প্রযোজ্য।

(২) প্রবীণ-পরিষদের প্যাট্রিসিয়ান সদস্যগণের অনুমোদন ব্যতীত সেঞ্চুরি-পরিষদে কোন আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে না।

(৩) সেন্সরদিগের মধ্যে একজন অবশ্যই প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন।

ঞ। **অগুলনিয়া বিধান** (Lex Ogulnia, খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ)—এই আইনের দ্বারা যাজক এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া প্লিবিয়ানদিগকে এই দুইটি পদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হইল।

ট। **হোর্টেন্সীয় আইন** (Lex Hortensia, খ্রীঃ পূঃ ২৮৭ অব্দ)—প্লিবিয়ানগণ কর্তৃক তৃতীয়বার রোম পরিত্যক্ত হইবার পর এবং তাহারই ফলে এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে পুনরায় ঘোষণা করা হইল যে প্লিবিয়ান-পরিষদে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্ব্বসাধারণের উপর প্রযোজ্য। কোন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর প্রবীণ-পরিষদের তাহা অনুমোদন করিবার অথবা না করিবার যে ক্ষমতা ছিল, তাহা লোপ করা হইল। প্লিবিয়ানদিগকে আইন প্রণয়ন করিবার অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইল এবং 'কমিশিয়া ট্রিবিউটা' (Comitia Tributa) রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থা-পরিষদের মর্য্যাদা লাভ করিল। এতদিনে রোমে সাম্প্রদায়িক সাম্য স্থাপিত হইল।

সংগ্রামের অবসান

প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সঙ্ঘর্ষের ফলাফল—দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ববিরোধের অবসানে রোমের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদিন একটিমাত্র সম্প্রদায় রোমের ভাগ্যবিধাতা ছিল। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক বৈষম্যের অবসান হওয়ায় এইবার রোমের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিপূর্ণ সাধারণতান্ত্রিক রূপ লাভ করিল। দ্বিতীয়তঃ, প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ানদিগের মধ্যে ঐক্য রোমের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তাহার দিগ্বিজয় এবং রাজ্যবিস্তারের পথ সুগম করিয়াছিল।

সংগ্রামের প্রকৃতি - প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ান এই উভয় দলই সংগ্রামের যুগে প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। এই বিরোধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং রক্তপাতের কথা প্রায় শোনা যায় না বলিলেও চলে; বিশ্বের ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিরোধের এত শান্তিপূর্ণভাবে এবং এই প্রকার নিয়ম-তান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসা হইয়াছে কি না সন্দেহ। (দ্রঃ—মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত ভারতীয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।) কি প্যাট্রিসিয়ান কি প্লিবিয়ান কেহই কোন সময় রাষ্ট্রের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় নাই এবং যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সঙ্ঘবদ্ধভাবে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে আইনানুগ এই প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সংগ্রাম পরিচালনায় সর্ব্বক্ষেত্রেই আইনানুগ এবং নিয়মতান্ত্রিক অস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছিল। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য এবং তীব্র দেশাত্মবোধ রোমানদিগের বিশ্ব-বিজয়ের স্বপ্ন সফল করিয়াছিল।

আলোচনা—সাধরণতন্ত্রের শৈশবে রোমকে আত্মরক্ষার জন্য এট্রাস্কান, ভল্‌সিয়ান এবং এ্যকুইয়ানদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মোটের উপর রোমই এই যুদ্ধে বিজয়-গৌরব অর্জ্জন

করিয়াছিল। রোমের রাজ্যসীমা যে কেবল অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা নহে, দক্ষিণে এট্রুরিয়াও তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

রোমের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে এই যুগে প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ানদিগের মধ্যে তীব্র বিরোধ চলিতেছিল। নূতন নূতন অধিকার লাভ করিয়া প্লিবিয়ানগণ সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্যাট্রিসিয়ানগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। রোমের বিপদ প্লিবিয়ানগণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল হইয়াছিল। সৈন্যবাহিনীতে তাহারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল। সুতরাং রোম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার হুমকি দিয়া তাহারা প্যাট্রিসিয়ানগণের নিকট হইতে সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছিল। খুব বেশী অসুবিধা বোধ করিলেই তাহারা দল বাঁধিয়া রোম হইতে চলিয়া যাইত এবং প্যাট্রিসিয়ানগণ অগত্যা তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আপসের আলোচনা আরম্ভ করিতে বাধ্য হইতেন।

প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সঙ্ঘর্ষের উল্লেখযোগ্য স্তরসমূহ

(১) প্লিবিয়ানগণ প্রথমবার রোম ত্যাগ করিবার ফলেই সর্ব-প্রথম ট্রিবিউন নিযুক্ত হইয়াছিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৪ অব্দ)। ট্রিবিউনগণ প্লিবিয়ানদিগকে প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেন।

(২) দশের পরিষদ (খ্রীঃ পূঃ ৪৫১ অব্দ)—এই পরিষদ রোমের প্রাচীন আইন-কানুন সংগ্রহ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলে প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিজেদের খুসী মত মামলার রায় দিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছিল।

(৩) ক্যানুলীয় বিধানের দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের বৈধতা স্বীকৃত হওয়ায় সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হইয়াছিল।

(৪) খ্রীঃ পূঃ ৩৬৭ অব্দে বিধিবদ্ধ লিসিনীয় বিধানাবলী প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক অন্তর্বিরোধের অবসান সূচনা করিয়াছিল। ইহার একটি বিধানের বলে প্লিবিয়ানগণ কন্সাল নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল।

(৫) হোর্টেন্সায় আইন অন্তর্বিরোধের উপর সমাপ্তির যবনিকা টানিয়া দিল। এই আইনে কমিশিয়া ট্রিবিউটাকে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম পরিষদ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

রোম কর্ত্তৃক ইটালিতে রাজ্যবিস্তার

স্যামনাইট সমরের গুরুত্ব

স্যামনাইট জাতি পর্ব্বতচারী, কষ্টসহিষ্ণু স্যামনাইট জাতি মধ্য এবং দক্ষিণ ইটালির মালভূমি অঞ্চলে বাস করিত। স্যামনাইট (Samnite) জাতি স্যাবাইন (Sabine) জাতির অন্যতম শাখা। এতদিন পর্যান্ত রোম যে সমস্ত জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা কেহই স্যামনাইটদিগের মত শক্তিশালী ছিল না। সুতরাং রোমান-স্যামনাইট সংগ্রাম প্রকৃত প্রস্তাবে ইটালির সার্ব্বভৌম ক্ষমতা লাভের জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ৫৩ বৎসর এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। তবে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকিত।

প্রথম স্যামনাইট সমর (খ্রীঃ পূঃ ৩৪৩—৪১ অব্দ)—স্যামনাইটগণ ক্যাম্পানিয়া (Campania) আক্রমণ করায় এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। স্যামনাইট আক্রমণে বিপন্ন ক্যাম্পানীয়গণ রোমের শরণাপন্ন হইল। প্রার্থিত সাহায্য পাইলে তাহারা ক্যাপুয়া (Capua)

রোমের হাতে ছাড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিল। স্যাম্‌নাইটগণের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইলেও রোম এই প্রলোভন উপেক্ষা করিতে পারিল না। ক্যাম্পানিয়াব সাহায্যের জন্য রোম হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। এইভাবে রোমান এবং স্যাম্‌নাইটদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

ঘটনাবলী—মাউণ্ট গবাস (Mount Gaurus), সুয়েস্থলা (Suessula) এবং সর্ব্বশেষ স্যাটিকুলা (Saticula)-র যুদ্ধে স্যাম্‌নাইট সৈন্য পর পর তিনবার রোমানদিগের নিকট পরাজিত হইল। এই সময় ক্যাপুযাতে মোতায়েন রোমান সৈন্যদল বিদ্রোহী হইল। এদিকে ল্যাটিনদিগেরও বিদ্রোহী হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। এই অবস্থায় রোম আর যুদ্ধ চালাইতে না পারিয়া খ্রীঃ পূঃ ৩৪১ অব্দে স্যাম্‌নাইটদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

প্রথম স্যাম্‌নাইট সমরের ফলে ক্যাম্পানিয়াতে রোমের প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ল্যাটিনগণ কর্ত্তৃক সমকক্ষতা দাবী

ল্যাটিন সমর (খ্রীঃ পূঃ ৩৪০—৩৮ অব্দ)—রোমের ক্ষমতা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকায় ল্যাটিনগণ অতিশয় ভয় পাইয়া গিয়াছিল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে রোম-ল্যাটিন মৈত্রী প্রকৃত প্রস্তাবে ল্যাটিন জাতি কর্ত্তৃক রোমের বশ্যতা স্বীকারের নামান্তর মাত্র। সুতরাং তাহারা দাবী করিল যে রোম এবং ল্যাটিয়ামের (Latium) সমবায়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে এবং পরিকল্পিত রাষ্ট্রের প্রবীণ পরিষদের সদস্যদিগের অর্দ্ধাংশ ও কন্সাল দুইজনের মধ্যে একজন ল্যাটিনজাতীয় হইবেন। রোম এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না। ফলে খ্রীঃ পূঃ ৩৪০ অব্দে রোম এবং ল্যাটিয়ামের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল।

ঘটনাবলী—বিসুবিয়াস পর্ব্বতের পাদদেশে ভেসেরিস (Vesoris) নদীর তীরে ল্যাটিন সমরের প্রধান যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রোমানগণ জয়লাভ করিয়াছিল। অতঃপর ট্রিফ্যানাম-(Trifanum)-এর

যুদ্ধেও ল্যাটিন সৈন্য রোমানদিগের নিকট হারিয়া গেল। রোমান সৈন্য কর্তৃক পেডুম (Pedum) বিজয়ের পর ল্যাটিন সমরের অবসান হইয়াছিল।

ল্যাটিনগণের প্রতি রোমের মনোভাব

ফলাফল—ল্যাটিন সমরের পর রোম ল্যাটিন রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিল। সঙ্ঘের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল। ল্যাটিয়ামের শহরগুলি যাহাতে রোমের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহরের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং তাহাদের অধিবাসীদিগের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান নিষিদ্ধ হইয়া গেল। রোম প্রত্যেক ল্যাটিন শহরের সহিত পৃথক্ পৃথক সন্ধি স্থাপন করিয়া এক-একটি শহরকে এক এক প্রকার সুবিধা এবং অধিকার প্রদান করিল। কাহাকেও রোমান নাগরিকের পূর্ণ অধিকার এবং কাহাকেও বা আবার আংশিক অধিকার দেওয়া হইল। রোম কোন কোন শহরের অধিবাসীদিগের সমস্ত জমিজমা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল। রোমের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে ল্যাটিয়ামের সমস্ত নগরের অধিবাসীদিগকেই একদিন রোমান নাগরিকের পূর্ণ অধিকার প্রদান করিবার আশ্বাস প্রদান করা হইল।

ল্যাটিন সমর সংক্রান্ত কাহিনী—কন্সাল টি. ম্যান্লিয়াস টর্কোয়েটাস আদেশ দিয়াছিলেন যে কোন রোমান সৈন্য যেন কোন ল্যাটিন যোদ্ধার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়। তাঁহার পুত্র এই আদেশ অমান্য করিয়া জনৈক টাস্কুলামবাসী সামরিক কর্ম্মচারীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেন। সামরিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে ম্যান্লিয়াস স্বীয় পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

এই সময়ের আর একটি কাহিনী হইতে রোমানদিগের রাষ্ট্র-কল্যাণে স্বার্থত্যাগ এবং রাষ্ট্রানুগত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। কন্সাল পাব্লিয়াস ডেসিয়াস মুস (Consul Pablius Decius Mus) এবং তদীয় সহকর্মী কন্সাল একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে যুদ্ধে এক পক্ষের সমগ্র সৈন্যবাহিনী এবং অপর পক্ষের সেনাপতি নিহত হইবেন।

এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া পাব্লিয়াস শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

দ্বিতীয় স্যাম্‌নাইট সমর—পেলোওপলিস (Palæopolis) এবং নিয়াপলিসের (Neapolis) গ্রীক অধিবাসীগণ ক্যাম্পানিয়ার রোমান ঔপনিবেশিকদিগের কৃষিক্ষেত্র বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়ায় রোম তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। রোমের শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যান্বিত স্যাম্‌নাইটগণ এই যুদ্ধে গ্রীকদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। এইজন্য রোম পেল্যোওপলিস এবং নিয়াপলিসকে শায়েস্তা করিবার পর স্যাম্‌নিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কারণ

ঘটনাবলী—খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৩০৪ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী দ্বিতীয় স্যাম্‌নাইট সমরের প্রথম পর্ব্বে মোটের উপর রোমানগণই জয়লাভ করিয়াছিল। পর্য্যুদস্ত স্যাম্‌নাইটগণ অবশেষে সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইল। এই সমরের দ্বিতীয় পর্ব্বে (খ্রীঃ পূঃ ৩২১—৩১৫ অব্দ) সঙ্ঘটিত সমস্ত যুদ্ধেই স্যাম্‌নাইট সৈন্য বিজয়-লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ করিয়াছিল। বিখ্যাত স্যাম্‌নাইট সেনাপতি কোয়াস পন্টিয়াসের (Caius Pontius) কৌশলে কডাইন ফর্কস (Caudine Forks) নামক গিরিসঙ্কটে অবরুদ্ধ রোমান বাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। বিজয়ী পণ্টাস বন্দী রোমান কন্সালদ্বয় এবং তাহাদের অধীন সৈন্যবাহিনীকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু মুক্তিপ্রদানের পূর্ব্বে তিনি বন্দী কন্সালদিগের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন যে রোম স্যাম্‌নাইট-দিগকে রোমানদিগের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা-দিগের নিকট হইতে যে সমস্ত জায়গা কাড়িয়া লইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিয়া সন্ধি স্থাপন করিবে। প্রবীণ-পরিষদ্ এই সমস্ত সর্ত্ত অনুমোদন না করায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। স্যাম্‌নাইট সমরের তৃতীয় পর্ব্বে ঘটনাস্রোতের গতি পুনরায় রোমের অনুকূলে

কডাইন ফর্কস: স্যাম্‌নাইট-দিগের জয়লাভ

অবর্ত্তিত হইল। এট্রাস্কান এবং আম্ব্রীয়গণ (Umbrians) এই সময় রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় স্যাম্‌নাইটদিগের কিছু সুবিধা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু রোমান চরিত্রের অসামান্য সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায় শেষ পর্য্যন্ত রোমকে বিজয়শ্রী মণ্ডিত করিয়াছিল। পেরুসিয়া (Perusia) এবং মেভানিয়ার (Mevania) যুদ্ধে রোমান সৈন্য এট্রাস্কান এবং তাহাদের মিত্রবর্গকে পরাস্ত করিল। রোমান সৈন্য অতঃপর স্যাম্‌নাইটদিগকে পরাজিত করিয়া স্যাম্‌নিয়ামের প্রধান নগর বোভিয়ানাম (Bovianum) অধিকার করিয়া লইল। স্যাম্‌নাইটগণ ভগ্নোৎসাহ ও জয়লাভে হতাশ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল। রোমও সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইল। রোমান-স্যাম্‌নাইট সন্ধির ফলে মধ্য ইটালিতে রোমান কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল। স্যাম্‌নাইটগণ রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল।

স্যাম্‌নাইট শক্তির বিলোপ

তৃতীয় স্যাম্‌নাইট সমর (খ্রীঃ পূঃ ২৯৮—২৯০ অব্দ)—স্যাম্‌নাইটদিগের আক্রমণ এবং লুঠতরাজে ব্যতিব্যস্ত ল্যুকানীয়গণ (Lucanians) রোমের সহায়তা প্রার্থনা করিল। দুর্দ্দান্ত স্যাম্‌নাইটদিগকে দমনের এই সুযোগ হাতছাড়া না করিয়া রোম তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এট্রাস্কান, আম্ব্রিয়ান এবং গলগণ স্যাম্‌নাইটদিগের পক্ষাবলম্বন করায় এই যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহারা সকলেই রোমের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

ঘটনাবলী—খ্রীঃ পূঃ ২৯৫ অব্দে রোমান সেনাপতি ফেবিয়াস ম্যাক্সিমাস (Fabius Maximus) সেন্টিনামের যুদ্ধে সম্মিলিত শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করিলেন। বহু শত্রুসৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। রোমের বিরুদ্ধে গঠিত চতুঃশক্তি-চক্র সেন্টিনামের যুদ্ধের পর ভাঙ্গিয়া গেল। স্যাম্‌নাইটগণ কিন্তু ইহাতেও নিরুৎসাহ হইল না। ইহার পরও তাহারা রোমের বিরুদ্ধে পাঁচ বৎসর কাল একক যুদ্ধ

চালাইয়াছিল। এই সময়েই অসমসাহসী স্যামনাইট সেনাপতি সি. পন্টিয়াস (C. Pontius) শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ২৯০ অব্দে স্যামনাইটগণ রোমের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

ফলাফল—স্যামনাইট সমরের ফলে ক্যাম্পানিয়া, এ্যপুলিয়া এবং ল্যুকানিয়া (Lucania) অর্থাৎ সমগ্র মধ্য ইটালিতে রোমান প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। এইভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ইটালীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া রোম স্বীয় শক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

উত্তর ইটালি—তৃতীয় স্যামনাইট সমরের পর রোম গল এবং এট্রাস্কানদিগকে দমন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। রোম যখন অন্যত্র প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন ইহারা উত্তর ইটালিতে রোমের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভ্যাডিমো হ্রদের (Lake Vadimo) অনতিদূরে সঙ্ঘটিত বড় রকমের একটি সঙ্ঘর্ষে সম্মিলিত গল এবং এট্রাস্কান বাহিনী রোমান সৈন্যের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হইল। এই পরাজয় চিরকালের জন্য এট্রাস্কানদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল। গলদিগেরও পরবর্ত্তী ৬০ বৎসরের মধ্যে উত্থিত হইবার ক্ষমতা রহিল না। **গলদিগের পরাজয়**

***দক্ষিণ ইটালি: ট্যারেন্টামের (Tarentum) সহিত যুদ্ধ**—দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ইটালির গ্রীক নগরগুলির সহিত রোমের পরিচয় ঘটে। একদা সমৃদ্ধির উচ্চ শীর্ষে সমারূঢ় এই নগরগুলি অন্তর্বিরোধের ফলে পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহারা যে কোন সময় ল্যুকানায় এবং অন্যান্য স্যাবেলিয়ান জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারিত। একতার অভাবে তাহারা শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিত না। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রোম হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করিত। একমাত্র **দক্ষিণ ইটালির গ্রীক নগরসমূহের অবস্থা**

ট্যারেণ্টামের শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। দক্ষিণ ইটালিতে রোমের ক্ষমতা বিস্তার তাহার চক্ষুঃশূল হইয়াছিল।

ট্যারেণ্টীয় (Tarentine) যুদ্ধের কারণ—দক্ষিণ ইটালিতে রোমের হস্তক্ষেপ তত্রত্য গ্রীক নগরগুলির উপর আধিপত্য স্থাপনাভিলাষী ট্যারেণ্টামের গাত্রদাহের কারণ হইয়াছিল। রোম এবং ট্যারেণ্টামের মধ্যে সম্পাদিত একটি সন্ধিতে রোম ট্যারেণ্টাম উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ না করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ২৮২ অব্দে ল্যুকানিয়ার আক্রমণে বিপন্ন থুরিয়াই-(Thurii)-র সাহায্যার্থ প্রেরিত দশখানি রোমান যুদ্ধজাহাজের ক্ষুদ্র একটি বহর ট্যারেণ্টাম পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর করিল। সন্ধিভঙ্গে ক্রুদ্ধ ট্যারেণ্টীয়গণ এই বহর আক্রমণ করিয়া চারখানি জাহাজ ধ্বংস করিয়া দিল। বহরের অধ্যক্ষ নিহত হইলেন। ট্যারেণ্টীয় সৈন্য অতঃপর রোমান সৈন্যদলকে থুরিয়াই ত্যাগে বাধ্য করিয়া থুরিয়াই লুণ্ঠন করিল। রোমান কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া ট্যারেণ্টামে দূত প্রেরণ করিলেন। ট্যারেণ্টাম ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হওয়া দূরের কথা, রোমান দূতকে অতিশয় অপমান করিল। অতঃপর রোম ট্যারেণ্টামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী—একক রোমের সহিত যুঝিতে অক্ষম ট্যারেণ্টাম এপিরাসের (Epirus) রাজা পিরহাসের (Pyrrhus) শরণাপন্ন হইল। দুঃসাহসী এবং উচ্চাভিলাষী পিরহাস সানন্দে স্বজাতীয়গণের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং সসৈন্যে ট্যারেণ্টামে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভোগ-বিলাসপ্রিয় ট্যারেণ্টামবাসীকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২৮০ অব্দে হেরাক্লিয়ার (Heraclea) যুদ্ধে রোমান সৈন্য তাঁহার সৈন্যদলের নিকট হারিয়া গেল। পিরহাস জয়লাভ করিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগের মধ্যে অনেকেই এই যুদ্ধে নিহত

গ্রীকরাজ পিরহাস

হইলেন। অতঃপর তিনি কতকগুলি সুবিধাজনক সর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। রোম কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না। ইহার পর এ্যাস্কুলামের (Asculum) যুদ্ধে রোমানগণ পুনরায় তাঁহার নিকট পরাস্ত হইল। যুদ্ধে পিরহাসের বহু সৈন্য ক্ষয় হইল। অতঃপর কার্থেজের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত সায়রাকুসের (Syracuse) আহ্বানে তিনি সিসিলিতে (Sicily) প্রস্থান করিলেন। পিরহাস কর্ত্তৃক ইটালি ত্যাগের পূর্ব্বে রোমের সহিত সাময়িকভাবে তাঁহার একটা বোঝাপড়া হইয়াছিল। পিরহাস প্রায় দুই বৎসরকাল ইটালিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রথমদিকে আংশিক সফলতা লাভ করিলেও কিছু দিনের মধ্যেই স্বীয় উদ্ধত স্বভাবের জন্য সায়রাকুসবাসীর বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২৭৬ অব্দে পিরহাস ইটালিতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় লোক্রি (Locri) নগরটি রোমের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। তিনি লোক্রিকে পুনরায় গ্রীকদিগের পক্ষে আনয়ন করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২৭৫ অব্দে বেনিভেণ্টামের (Beneventum) যুদ্ধে কন্সাল কিউরিয়াস (Consul Curius) পিরহাসকে গুরুতররূপে পরাস্ত করিলেন। ইহার পর পিরহাস স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ট্যারেণ্টামে তিনি যে সৈন্য রাখিয়া গেলেন, খ্রীঃ পূঃ ২৭২ অব্দে তাহারা রোমান সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। পিরহাসের পরাজয়

ফলাফল—ট্যারেণ্টীয় সমরের ফলে রোম সমগ্র দক্ষিণ ইটালির ভাগ্যবিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত হইল। রুবিকন (Rubicon) নদীর দক্ষিণে অবস্থিত সমগ্র ইটালি তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল।

সংক্ষিপ্তসার

***ইটালিতে রোমের একাধিপত্য স্থাপন**—প্রথমতঃ শত্রু-ভাবাপন্ন প্রতিবেশী জাতিসমূহের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এবং

রোমের রাজ্য-বিস্তার: বিভিন্ন স্তর

যে সমস্ত ইটালীয় রাষ্ট্র তাহার বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হয় নাই তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া রোম সমগ্র ইটালির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছিল। রোমান শক্তির অভ্যুদয়ের পথে নিম্নবর্ণিত স্তরগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সার্দ্ধ শতবর্ষকাল রোমকে বিভিন্ন প্রতিবেশী জাতির সহিত অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই যুগে পূর্ব্বদিক হইতে একুয়ীয় (Acquian), দক্ষিণদিক হইতে ভল্‌সীয় (Volscian) এবং উত্তরদিক হইতে এট্রাস্কান জাতির আক্রমণে রোমের গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। প্রথম দিকে রোম কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টাই করিয়াছিল। ল্যাটিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত পুরাতন সন্ধি নূতন করিয়া স্থাপন করিয়া রোম আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রথম দিকে কয়েকটি যুদ্ধে শোচনীয়রূপে পরাস্ত হইলেও রোম শেষে একুয়ীয় ও ভল্‌সীয়দিগের শক্তি খর্ব্ব করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর রোম এট্রাস্কানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। প্রাথমিক ভাগ্য-বিপর্য্যয় সত্ত্বেও রোমসৈন্য শেষ পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ এট্রাস্কান নগর ভি-ই অধিকার করিয়া লইল। ভি-ই-র পতন এট্রাস্কানদিগের শক্তি চূর্ণ করিয়া দক্ষিণ এট্রুরিয়ায় রোমের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিল। এইভাবে খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে রোম টাইবার নদীর উভয়তীরস্থ সমভূমি অঞ্চলে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

এট্রাস্কানদিগের পরাজয়: দক্ষিণ এট্রুরিয়ায় রোমান আধিপত্য

ইহার পর অল্পদিনের মধ্যেই রোমের ভাগ্যাকাশে দুর্য্যোগের কৃষ্ণমেঘ ঘনাইয়া আসিল। গলগণ রোম অধিকার করিয়া নগরটি আগুনে পোড়াইয়া দিল। রোমের এই চরম সঙ্কটের দিনে তাহার পূর্ব্বশত্রু একুয়ীয়, ভল্‌সীয় এবং এট্রাস্কানগণ রোমের শাসনাধীন রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আক্রমণ করিল। ল্যাটিন মিত্রদিগের কেহ কেহ ঠিক এই সময়েই বিদ্রোহী হওয়ায় রোমের বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া

গলজাতি কর্ত্তৃক রোম লুণ্ঠন

উঠিল : চতুর্দ্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া রোম এক নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হইল। কিন্তু সমস্ত বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া রোম পুনরায় ইটালির সমতল অঞ্চলের ভাগ্যবিধাতার আসন অধিকার করিয়া লইল। শত্রুদলের দর্প চূর্ণ হইল।

ল্যাটিনদিগের বশ্যতা স্বীকার

এতদিন পর্য্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী জাতিসমূহের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় এবং স্বীয় শক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনেই রোমকে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল। ইহাদিগের সহিত বোঝাপড়া শেষ হইলে রোম ইটালির অন্যান্য অংশের উপর আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হইল। রাজ্যবিস্তারের প্রথম পর্ব্বেই রোম ল্যাটিয়াম জয় করিয়া লইল। রোমের শক্তি ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকায় ল্যাটিন জাতীয় মিত্রগণ আর তাহার সমকক্ষ রহিল না। ক্ষুব্ধ ল্যাটিনগণ সর্ব্বপ্রকারে রোমের সহিত সমকক্ষতার দাবী করিল। রোম কর্ত্তৃক এই দাবী প্রত্যাখ্যানের ফলে ল্যাটিন সমর আরম্ভ হইল। এই সমরের অবসানে সমগ্র ল্যাটিয়ামে রোমের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

স্যামনাইট সমর : রোমান আধিপত্য বিস্তার

ল্যাটিন সমরের পর রোমকে স্যামনাইট জাতির সহিত দীর্ঘদিন-স্থায়ী সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। স্যামনাইট জাতি মধ্য এবং দক্ষিণ ইটালির মালভূমি অঞ্চলে বাস করিত। রোমের রাজ্য-বিস্তারের পথে ইহারাই প্রবলতম বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাদের বিক্রমে রোমান সৈন্যকে বহু যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রোমান চরিত্রের সহিষ্ণুতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য বিজয়লক্ষ্মী পরিণামে রোমের অঙ্কগতা হইয়াছিলেন। প্রথম স্যামনাইট সমরের ফলে ক্যাম্পানিয়ায় রোমের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। স্যামনাইট জাতি ইহার পর আরও দুইবারে রোমের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ফলে স্যামনাইটদিগের শক্তি একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মধ্য ও দক্ষিণ ইটালির এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে রোমের প্রভুত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়।

রোম কর্তৃক দক্ষিণ ইটালির গ্রীক নগরসমূহ অধিকার

রাজ্য বিস্তারের ফলে দক্ষিণ ইটালির শক্তিমান্ গ্রীক উপনিবেশ ট্যারেণ্টামের সহিত রোমের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। এপিরাস-রাজ পিরহাস বিপন্ন ট্যারেণ্টামের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। প্রথম প্রথম কয়েকটি যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী পিরহাসের প্রতি সদয়া হইলেও বেনিভেণ্টামের যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইলেন। বেনিভেণ্টামের যুদ্ধের ফলে রোম সমগ্র দক্ষিণ ইটালির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। এইভাবে রোম মার্কা (Marca) এবং রুবিকন নদীর দক্ষিণে অবস্থিত সমগ্র ইটালির প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল।

উত্তর ইটালির গলজাতি কর্তৃক রোমের বশ্যতা স্বীকার

উত্তর ইটালির অধিবাসী গলজাতি রোমের ঘোরতর শত্রু ছিল। তৃতীয় স্যামনাইট-সমরের পর রোম গল এবং গল-মিত্র এট্রাস্কান-দিগকে ভাডিমো হ্রদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া উত্তর এট্রুরিয়ায় আধিপত্য স্থাপন করিল। প্রথম পিউনিক সমরের পর গলজাতি পুনরায় উপদ্রব আরম্ভ করায় রোম টেলামনের (Telamon) যুদ্ধে তাহাদিগকে গুরুতররূপে পরাস্ত করিয়া পো নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। দ্বিতীয় পিউনিক সমরের পর গলজাতি স্থায়ীভাবে রোমের পদানত হইয়াছিল এবং কালক্রমে সর্ব্বপ্রকার রোমান ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

রোমান চরিত্রের একনিষ্ঠতা

***রোমের সফলতার কারণ**—মুখ্যতঃ অদম্য উৎসাহ এবং অসাধারণ অধ্যবসায়বলেই রোমানগণ শত্রুর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া পরিণামে জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিল। বহুবার পরাজিত হইয়াও তাহারা নিরুৎসাহ হয় নাই বা নিজেদের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ বিস্মৃত হয় নাই। ফলে শেষ পর্য্যন্ত বিজয়লক্ষ্মী তাহাদের প্রতি প্রসন্না হইয়াছিলেন। রোমানগণ অসামান্য সংগঠন-প্রতিভা এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অধিকারী ছিল। তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এবং সদয় ব্যবহারে বিজিত জাতিদিগের হৃদয় জয় করিয়া বিজিত রাজ্য-সমূহে নিজেদের ক্ষমতার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিল। বিজিত

জাতিকে কি করিয়া বিজেতার স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় করিয়া তুলিতে হয়, রোম ভালরকমেই তাহা জানিত। এইজন্য রোমান প্রাধান্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হইয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীগণের পারস্পরিক অনৈক্য রোমের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল হইয়াছিল। এই অনৈক্যের জন্যই তাহারা সমগ্র ইটালির স্বাধীনতার শত্রু রোমের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে সমর্থ হয় নাই।

***বিজিত রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা**—বিবিধ উপায়ে রোম বিজিত দেশগুলিতে স্বীয় ক্ষমতার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিল। এই উপায়গুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

(ক) উপনিবেশ স্থাপন—রোম বিজিত রাজ্যগুলিতে অনেক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইটালির বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত এই সমস্ত উপনিবেশ প্রকৃত প্রস্তাবে রোমের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই উপনিবেশগুলি একদিকে যেমন দখলদার সৈন্যবাহিনীর ন্যায় বিজিত দেশের অধিবাসীদিগকে সংযত রাখিত, অপর দিকে তেমনই আবার রোমান ভাবধারা প্রচারে সহায়তা করিত।

(খ) রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ—রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে রোমানদিগের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সৈন্যবাহিনীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য তাহারা বহু রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। রোম হইতে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত রাজপথগুলির সহায়তায় রোম বিজিত অঞ্চলগুলির উপর সহজেই কর্তৃত্ব করিতে পারিত।

(গ) ইটালির রাজনৈতিক সংগঠন :

(১) **রোমান নীতি**—ইটালীয় শাসন-ব্যবস্থায় রোম ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যাবতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ ধ্বংস করিয়া দিয়া এবং রাষ্ট্র সংহতি বিলুপ্ত করিয়া রোম ইটালির নগরগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। ফলে ইহারা রোমের নেতৃত্ব মানিয়া

লইতে বাধ্য হইয়াছিল। পদানত কোন কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী-বর্গকে কোন কোন বিষয়ে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। রোম কোন কোন রাষ্ট্রের সহিত আবার পৃথক্ সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল। রোম বিজিত রাজ্যসমূহ কর্ত্তৃক অনুসৃত সাধারণ নীতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত সত্য, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে ইহারা যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত। ইহাদিগের আঞ্চলিক বিধি-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হইত না বলিয়াই ইহারা রোমের অনুগত ছিল।

শ্রেণীবিভাগ

(২) **সংগঠন-পদ্ধতি**—রোমানগণ ইটালিবাসীকে রোমান নাগরিক, মিউনিসিপিয়া-(Municipia)-বাসী এবং মিত্র-গোষ্ঠী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিল।

রোমান নাগরিকের পূর্ণ অধিকার-ভোগী

রোমান নাগরিক—রোম নগরের ৩৫টি পল্লীর ও রোমান উপনিবেশসমূহের অধিবাসীবর্গ এবং ইটালির যে সমস্ত নগরের অধিবাসীদিগকে রোমে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনসমূহে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল তাহারা সকলে রোমান নাগরিকরূপে গণ্য হইত। ইহাদিগকে লইয়া রোমের শাসন-পরিষদ গঠিত হইত।

আংশিক অধিকার-ভোগী

মিউনিসিপিয়ার অধিবাসীগণও রোমান নাগরিক ছিল সত্য; কিন্তু তাহারা রোমে অনুষ্ঠিত কোন নির্ব্বাচনে ভোট দিতে বা রোম সরকারের অধীনে কোন চাকুরিতে নিযুক্ত হইতে পারিত না। তবে তাহারা রোমানদিগের সহিত বাণিজ্য করিতে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিত।

সোশিয়াই (Socii) অর্থাৎ মিত্রগণ ল্যাটিন মিত্র এবং স্বাধীন মিত্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যে সমস্ত উপনিবেশ ল্যাটিন নাগরিকের অধিকার ভোগ করিত, তাহাদিগকে ল্যাটিন মিত্র বলা হইত। তাহাদিগের বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য কতকগুলি সুবিধা ছিল। ল্যাটিন উপনিবেশবাসী কোন নাগরিক নিজ নগরে

ম্যাজিষ্ট্রেটের পদলাভ না করিলে রোমান নাগরিকের অধিকার লাভের যোগ্য বিবেচিত হইত না।

বিশেষ সন্ধি : সুযোগ সুবিধার তারতম্য

স্বাধীন মিত্র শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রবর্গের সকলের রোমের সহিত এক-প্রকার সম্পর্ক ছিল না। ইহাদিগের সহিত সম্পাদিত পৃথক্ পৃথক্ সন্ধি অথবা ইহাদিগকে প্রদত্ত সনদের সর্ত্তাবলী অনুযায়ী এই সম্পর্কের তারতম্য ঘটিত। তবে ইহাদিগের প্রত্যেকের সহিতই রোমের ঘনিষ্ঠ সামরিক সম্পর্ক ছিল এবং প্রত্যেককেই রোমান সৈন্যবাহিনীর জন্য সৈন্য জোগাইতে হইত। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করিলেও ইহাদিগের পররাষ্ট্রনীতি রোমের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

বিঃ দ্রঃ—অতীতে রোম-মিত্র ল্যাটিন রাষ্ট্রসমূহ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করিত, তাহা ল্যাটিন ভোটাধিকার (Latin Franchise) বা ল্যাটিন নাগরিকের অধিকার আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত অধিকারভোগী ল্যাটিন এবং অ-ল্যাটিন সমস্ত রাষ্ট্রকেই ল্যাটিন নাগরিকের অধিকারভোগী রাষ্ট্র বলা হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে রোমান রাষ্ট্রবিধি

অভিজাত তান্ত্রিক শাসন : সাধারণ তান্ত্রিক রূপ

রাষ্ট্রবিধির স্বরূপ—রোমান রাষ্ট্রবিধির বাহ্যরূপ ছিল সাধারণ তান্ত্রিক। বংশানুক্রমিক পদ বা মর্য্যাদা প্রাচীন রোমে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। জনসাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন করিত। অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রবীণ-পরিষদের সদস্য হইতেন। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কোন বেতন পাইতেন না বলিয়া সাধারণতঃ বিত্তবান্ নাগরিকগণই

ম্যাজিষ্ট্রেটের পদপ্রার্থী হইতেন। ফলে এই পদগুলিতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি অভিজাত পরিবারের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং রোমে প্রকৃত প্রস্তাবে অভিজাত-শাসনই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রবিধির অংশ

প্রবীণ-পরিষদ: ক্ষমতা এবং অধিকার

১। **প্রবীণ-পরিষদ**— গোড়ার দিকে মন্ত্রণা-সভামাত্র হইলেও প্রবীণ-পরিষদ কালক্রমে রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। সদস্যদিগের ব্যক্তিগত মর্য্যাদা এবং দীর্ঘকাল প্রচলিত প্রথার বলেই পরিষদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাক্তন ম্যাজিষ্ট্রেটমণ্ডলী গঠিত এই পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০০। এই সদস্যগণই রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিক বহুদর্শী এবং বিচক্ষণ নাগরিক ছিলেন। প্রবীণ-পরিষদ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান ছিল।

(ক) আইন-প্রণয়ন প্রবীণ-পরিষদ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত কোন আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা চলিত না। (খ) রাষ্ট্রের আর্থিক বিধিব্যবস্থা, প্রাদেশিক শাসন, এবং পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষদ অবাধ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। পরিষদই আবার সরকারী তহবিলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতেন, বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেন এবং স্বীয় সদস্য-বর্গের মধ্য হইতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করিতেন।

২। (ক) **কিউরিয়া পরিষদ**— রোমের সর্ব্বপ্রাচীন গণ-প্রতিষ্ঠান এই পরিষদের সদস্যগণ সকলেই অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকে ইহার কোন ক্ষমতাই ছিল না বলিলেও চলে। কতকগুলি ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং বাঁধাধরা কাজের জন্য মধ্যে মধ্যে ইহার অধিবেশন হইত।

(খ) সেঞ্চুরি-পরিষদ—প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ান নাগরিক-গণকে লইয়া সেঞ্চুরি-পরিষদ গঠিত হইত। ক্রমে প্রবীণ-পরিষদের সমুদয় ক্ষমতা ইহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকের প্রথম পাদে সেঞ্চুরি-পরিষদই রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। রোমের অধিবাসীগণ ৩৫টি Tribe অর্থাৎ গোষ্ঠীতে, প্রত্যেক গোষ্ঠী সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী ৫টি শ্রেণীতে এবং প্রত্যেক শ্রেণী আবার দুইটি শাখা বা সেঞ্চুরিতে বিভক্ত ছিল। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীগণ সেঞ্চুরি-পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। যুদ্ধ এবং সন্ধি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এই পরিষদেই আলোচিত হইত। সেঞ্চুরি-পরিষদই রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ ছিলেন। চরমদণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে একমাত্র ইহার নিকটই আপিল করা চলিত।

গঠনপদ্ধতি : প্যাট্রিসিয়ান এবং সম্পন্ন প্লিবিয়ান সদস্য

ক্ষমতা

(গ) ট্রিব্যুটা-পরিষদ—প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ান এই উভয় শ্রেণীর নাগরিকই ট্রিব্যুটা-পরিষদের সদস্য হইতে পারিতেন। এই পরিষদের সদস্যগণ গোষ্ঠী অনুসারে বিভক্ত হইয়া ভোট দিতেন। ইঁহারা প্রথম প্রথম বিচারকের কাজও করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের ভারও এই পরিষদের হাতেই ছিল। প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ানদিগের মধ্যে বৈষম্য দূর হওয়ার পর ট্রিব্যুটা-পরিষদ রোমের সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থা-পরিষদে পরিণত হইয়াছিল।

বিঃ দ্রঃ—কমিশিয়া ট্রিব্যুটা এবং প্লিবিয়ানদিগের প্রতিষ্ঠান কন্সিলিয়াম প্লেবিস ট্রিব্যুটিয়াম (Concilium Plebis Tributium) দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। সর্ব্বশ্রেণীর রোমান নাগরিক লইয়া গঠিত প্রথমোক্ত পরিষদটি কন্সাল (Consul) বা প্রোটর (Praetor)-গণ কর্ত্তৃক আহূত হইত এবং এই সমস্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যে কোন একজন ইহার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেন। দ্বিতীয়টির সদস্যগণ সকলেই প্লিবিয়ান-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ট্রিবিউন ব্যতীত অপর

কেহ ইহার অধিবেশন আহ্বান করিতে বা ইহার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারিতেন না।

৩। **ম্যাজিষ্ট্রেট-মণ্ডলী**—ম্যাজিষ্ট্রেটগণ (ক) কিউরুল (Curule) বা উচ্চপদস্থ (খ) নন্-কিউরুল (Non-Curule) বা নিম্নপদস্থ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।

(ক) কিউরুল ম্যাজিষ্ট্রেট—কন্সাল, প্রেটর, সেন্সর।

(খ) নন্-কিউরুল ম্যাজিষ্ট্রেট—কোয়েষ্টর (Quæster) ইডিল এবং ট্রিবিউন।

প্রবীণ-পরিষদের অধিবেশনে উচ্চশ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট পদাধিকারীগণ কারুকার্য্য খচিত আসনে (Sella Curulis) উপবেশন করিতেন। এই আসনের জন্য তাঁহারা কিউরুল ম্যাজিষ্ট্রেট আখ্যায় অভিহিত হইতেন। কন্সাল পদ লাভ করিতে হইলে প্রথম কোয়েষ্টরের পদে কাজ করিতে হইত। পরে উচ্চ হইতে উচ্চতর ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিলে তবেই কন্সালের পদ লাভ করা যাইত।

সর্ব্বোচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী

(১) **কন্সাল**—রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ার পর রাজার যাবতীয় ক্ষমতা কন্সাল অভিধেয় দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। সামরিক এবং বে-সামরিক যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহারাই রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারা প্রবীণ-পরিষদ এবং অন্যান্য পরিষদ্ আহ্বান করিতেন এবং তাহাদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেন। সেনাবাহিনীর অধিনায়কও তাঁহারাই ছিলেন। কন্সালগণ যে কোন সৈনিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। তাঁহারা এক বৎসর কাল স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন এবং মামলা মোকদ্দমার বিচার করিতেন।

কন্সালের অব্যবহিত নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী

(২) **প্রেটর**—প্রথম প্রথম একজনমাত্র প্রেটর নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাকে প্রেটর আর্ব্বেনাস (Prætor Urbanus) বলা হইত। যে সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদী উভয়

পক্ষই রোমান নাগরিক হইত ইনি প্রধানতঃ সেই সমস্ত মামলার বিচার করিতেন। যে সমস্ত মোকদ্দমায় বিদেশীয়গণ জড়িত থাকিত, তাহাদের বিচারের জন্য পরবর্ত্তীকালে প্রোটর পেরিগ্রিনাস (Praetor Perigrinus) আখ্যায় অভিহিত অপর একজন প্রোটর নিযুক্ত হইতেন। প্রোটরগণ প্রবীণ-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান এবং সৈন্য পরিচালনা করিবার অধিকারী ছিলেন। ইটালির বাহিরে রোমের রাজ্যবিস্তারের পর এই দুইজন ব্যতীত আরও চারিজন প্রোটর নিযুক্ত করা হইত। ইঁহারা রোমের অধীন বিভিন্ন প্রদেশে প্রদেশপালের কার্য্য করিতেন।

* (৩) **সেন্সর** (Censor)—সাধারণতঃ দুইজন অবসর-প্রাপ্ত কন্সাল সেন্সর নির্ব্বাচিত হইতেন এবং পাঁচ বৎসরকাল স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। ইঁহারাই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। সেন্সরগণ প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতেন। সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী নাগরিকগণের মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট এবং কর ধার্য্য করা হইত। প্রবীণ-পরিষদের কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে সেন্সরগণ সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেন। সেন্সরগণ নাগরিকদিগের নৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিতেন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সর্ব্ববিধ নীতিবিগর্হিত আচরণের জন্য দণ্ডবিধান করিতেন। তাঁহারা প্রবীণ-পরিষদের সদস্যদিগকে পদচ্যুত করিতে এবং যে কোন নাগরিককে তদীয় গোষ্ঠী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিতেন। সুতরাং যে কোন ব্যক্তিকে তাঁহারা মর্য্যাদাভ্রষ্ট করিতে পারিতেন। প্রবীণ-পরিষদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সেন্সরগণ আর্থিক কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিতেন এবং পথঘাট ও সরকারী ইমারতের তত্ত্বাবধান করিতেন। কর্ত্তব্য

(৪) **কোয়েষ্টর** (Quæstor)—কোয়েষ্টরগণ রাজস্ব-আদায়কারী কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া যাবতীয় সামরিক ও বে-সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। সর্ব্বনিম্নপদস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট

(৫) **ইডিল**—গোড়ার দিকে প্যাট্রিসিয়ানদিগের মধ্য হইতেই ইডিল নির্ব্বাচন করা হইত। পরবর্ত্তীকালে অতিরিক্ত দুইজন ইডিল নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইঁহারা প্লিবিয়ানও হইতে পারিতেন। ইডিলগণ সরকারী ইমারতের রক্ষণাবেক্ষণ ও নগরের জল নিকাশের ব্যবস্থা এবং পুলিশবিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ইঁহারা সরকারী উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করিতেন। প্রথম প্রথম সরকারী ব্যয়ে এই সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও পরে ইডিলদিগকেই এই ব্যয়ভার বহন করিতে হইত।

(৬) **ট্রিবিউন**—প্লিবিয়ান ব্যতীত কাহারও ট্রিবিউন হইবার অধিকার ছিল না। স্বশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই ইঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। 'ভেটো' (Veto) ক্ষমতাবলে ইঁহারা সেন্সরগণ কর্ত্তৃক প্রবীণ-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান এবং আইনের প্রস্তাব উত্থাপন বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। ট্রিবিউনদিগের দেহ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং ইঁহাদিগের উপর প্রবীণ-পরিষদের কোন কর্ত্তৃত্বই ছিল না। ট্রিবিউনগণ কন্সালদিগকেও কারারুদ্ধ করিতে পারিতেন। প্রথম প্রথম দুইজনমাত্র ট্রিবিউন নির্ব্বাচিত হইতেন। পরে এই সংখ্যা বাড়াইয়া দশজন করা হইয়াছিল।

(৭) **এক-নায়ক** (Dictator)—আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে বা বাহির হইতে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ছয়মাসের জন্য এক-নায়ক আখ্যায় অভিহিত বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হইত। কার্থেজীয় সমরের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এক-নায়ক নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তীকালেও এক-নায়ক নিযুক্ত করা হইত। এক-নায়ক নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন।

রোমান রাষ্ট্র-বিধির দোষগুণ

বিঃ দ্রঃ—সমালোচনা—রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের সমন্বয়ে রোমান রাষ্ট্রবিধি রচিত হইয়াছিল।

কন্সাল দুইজনকে রাজার ক্ষমতার উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ট্রিবিউনগণ কন্সালদিগের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিতেন। অবসরভোগী ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে লইয়া গঠিত প্রবীণ-পরিষদ প্রকৃত প্রস্তাবে অভিজাততন্ত্রেরই নিদর্শন। পরিষদ যে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন তাহার ভিত্তি কোন বিধিবদ্ধ আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সুতরাং পরিষদ কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি করিতে পারিতেন না। প্রবীণ-পরিষদ ব্যতীত আরও কয়েকটি পরিষদ থাকায় কোন পরিষদই বিশেষ শক্তিশালী হইতে পারেন নাই। সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিবার এবং তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার মত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অভাবই রোমান রাষ্ট্রবিধির সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি। বিভিন্ন সরকারী কর্ম্মচারী এবং পরিষদগুলির মধ্যে মনোমালিন্য এবং সঙ্ঘর্ষের সুযোগে প্রবীণ-পরিষদ একের বিরুদ্ধে অপরকে প্ররোচিত করিয়া স্বীয় ক্ষমতাবৃদ্ধির সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইটালির বাহিরে রোমের রাজ্যবিস্তার

কার্থেজ : রাষ্ট্রবিধি—এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত টায়ার (Tyre) নগরবাসী ফিনিসীয় জাতি খ্রীঃ পূঃ ৮২৫ অব্দে কার্থেজ নগর স্থাপন করে। বাণিজ্যের কল্যাণে শ্রী এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়া কার্থেজ অতি অল্পদিনের মধ্যেই নৌবলে এবং বাণিজ্যে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বত্র বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করিয়া কার্থেজ উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে স্বীয় কার্থেজীয় উপনিবেশ

আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কার্থেজ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম বিজিত রাজ্যগুলির মধ্যে কর্সিকা (Corsica) এবং সার্ডিনিয়ার (Sardinia) নাম উল্লেখযোগ্য। সিসিলির এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলও কার্থেজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। হিব্রু ভাষাভাষী কার্থেজীয়গণ মানব-জাতির সেমেটিক (Semetic) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

কার্থেজীয় রাষ্ট্রবিধিকে অভিজাত প্রভাবাধীন (Aristocratic Republic) সাধারণতন্ত্র এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত সুফেট (Suffete) আখ্যাধারী দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট, একটি প্রবীণ-পরিষদ এবং ১৪ জন সদস্যের অপর একটি ক্ষুদ্রতর পরিষদ কার্থেজের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রোম এবং কার্থেজের রাষ্ট্রবিধির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন গুরুতর পার্থক্য ছিল না। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটি অভিজাত পরিবারের বংশধর ব্যতীত অপর কাহারও কার্থেজের প্রধান প্রধান সরকারী চাকুরিগুলিতে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার ছিল না।

***পিউনিক সমরের প্রাক্কালে রোম এবং কার্থেজের অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা**—সাধারণভাবে বলিতে গেলে পরস্পরের সহিত সঙ্ঘর্ষের প্রাক্কালে রোম এবং কার্থেজ কেহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। ইহাদের মধ্যে উভয়েই কোন কোন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় হীনবল হইলেও অন্যান্য বিষয়ে আবার তাহার তুলনায় শক্তিমান ছিল। ধনবল এবং সমর-সম্ভারে কার্থেজ নিঃসন্দেহে রোম অপেক্ষা সমৃদ্ধতর ছিল। দূরপ্রসারী সুবিশাল সাম্রাজ্যের ধনবল এবং জনবলের অধিকারী কার্থেজের পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বাণিজ্যক্ষেত্রে রোম তখন বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। সুতরাং ধনবলে সমসাময়িক কার্থেজের সহিত তাহার তুলনা চলে না।

কার্থেজের সমৃদ্ধি

সামরিক শক্তিতে রোম কার্থেজ অপেক্ষা অনেক শক্তিমান ছিল।

রোমের সামরিক শক্তির উৎকর্ষ

নাগরিক সৈন্যে গঠিত রোমান বাহিনীর নিজের এবং তাহার স্বদেশের ভালমন্দ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বলিয়া স্বদেশ এবং স্বজাতিপ্রীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ রোমান সৈন্য নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে দ্বিধা করিত না। পক্ষান্তরে ভাগ্যান্বেষী ভাড়া করা এবং বেতন ও লুণ্ঠনের লোভে যুদ্ধে প্রবৃত্ত কার্থেজীয় সৈন্য বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই স্বীয় কর্তব্য পালনে বিমুখ হইত।

কার্থেজের নৌ-বল

কার্থেজ নৌ-বলে রোম অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তিশালী ছিল। সমুদ্র-বক্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজের মত উৎকৃষ্ট জাহাজ এবং কার্থেজীয় নাবিকদিগের মত নিপুণ, শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ নৌ-যোদ্ধা সে যুগে ছিল না। কিন্তু স্বীয় নৌ-শক্তির উন্নতিসাধনে শৈথিল্যের ফলে কার্থেজের নৌবহরের উন্নতি ব্যাহত হইয়াছিল; ফলে নৌ-যুদ্ধে অনভিজ্ঞ হইলেও রোম কার্থেজীয় আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কার্থেজের প্রজাপুঞ্জের অসন্তোষ

সাম্রাজ্যাধিকারী কার্থেজের প্রজাবর্গের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ তাহার শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। শাসক-গোষ্ঠীর কঠোর শাসন ও অযথা পীড়নে উৎপীড়িত কার্থেজীয় প্রজাগণ সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করিত। পক্ষান্তরে রোমের শাসনগুণে বিজিত জাতিসমূহ রোমের দারুণ সঙ্কটের দিনেও অবিচল নিষ্ঠার সহিত তাহার সেবা এবং তাহার সহিত সহযোগিতা করিয়াছে।

জাতীয় ঐক্য বোধের অভাব: কার্থেজের কুশাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম

আভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং সংহতির অভাবে কার্থেজ পঙ্গু এবং শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় অভিজাত কার্থেজের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জাতীয়-স্বার্থের সংরক্ষণ এবং জাতির মঙ্গল সাধন অপেক্ষা ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হউক, নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখিতেই ইঁহারা সচেষ্ট থাকিতেন। প্রতিভাশালী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদিগকে

ইঁহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং বিচক্ষণ সেনানায়কদিগকে যথোপযুক্ত সাহায্য প্রদান করিতে একান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। অভিজাতবর্গের এই স্বার্থান্ধ এবং অদূরদর্শী নীতির জন্যই বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত কার্থেজীয় সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। পক্ষান্তরে রোমান প্রবীণ-পরিষদের দৃঢ়তা এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতা দ্বিতীয় পিউনিক সমরের সঙ্কটের দিনেও রোমানদিগকে অভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছিল।

কার্থেজের সুযোগ

বহুবিধ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও কার্থেজের কতকগুলি সুবিধা ছিল। ফলে পূর্ব্বে বা পরে রোম যত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোনটিই পিউনিক সমরের মত ভীষণ আকার ধারণ করে নাই। কার্থেজের একটি পরিবারে এই সময় অতুলনীয় সামরিক প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। হ্যামিল্কার (Hamilcar) এবং তাহার পুত্র হ্যানিবলের (Hannibal) অপূর্ব্ব সামরিক কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। পিতা-পুত্রের প্রতাপে রোমের ধনবল ও জনবল এবং রোমবাসী ও রোমের প্রজাদিগের রাষ্ট্রানুগত্যের অগ্নি-পরীক্ষা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত হ্যানিবলের কৌশলে রোমের চিরশত্রু গল এবং স্যাম্‌নাইট জাতি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় পিউনিক সমরের গুরুত্ব—বিস্তার প্রয়াসী রোম এবং কার্থেজ সিসিলিতে প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে এই সঙ্ঘর্ষই রোমের পক্ষে জীবন-মরণ যুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সমগ্র জগতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সমস্যার সমাধানও রোম-কার্থেজ সংগ্রামের সহিত জড়িত ছিল। পিউনিক সমর আসলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডে আর্য্য ও সেমেটিক জাতি এবং দুইটি বিভিন্ন

সভ্যতার মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইউরোপ এবং সমগ্র জগতের ভবিষ্যৎ এই সংগ্রামের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছিল। আর্য্য সভ্যতা এবং সেমেটিক সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টি পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিবে, রোম-কার্থেজ সঙ্ঘর্ষ দ্বারা তাহা নির্ণীত হইয়াছিল। আর্য্য জাতির শাসন-প্রতিভা, আইন-প্রণয়ন-প্রতিভা এবং সামরিক প্রতিভার নিকট অনার্য্য সেমেটিক জাতির শ্রমশীলতা, বাণিজ্য-পটুতা এবং নৌচালন দক্ষতা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

প্রথম পিউনিক সমরের প্রাক্কালে সিসিলির অবস্থা—বহুদিন হইতেই সিসিলির অধিকার লইয়া গ্রীক জাতি এবং কার্থেজীয়দিগের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছিল। গ্রীকগণ সিসিলির পূর্ব্বাঞ্চলে এবং কার্থেজীয়গণ এই দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীক-স্থাপিত নগরগুলির মধ্যে সর্ব্বাধিক শক্তিমান্ সায়রাক্যুস (Syracuse) পূর্ব্বদিকে কার্থেজীয় ক্ষমতা বিস্তারের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক ছিল। গ্রীক নগরগুলির মধ্যে ঐক্যের অভাব সায়রাক্যুস্-কার্থেজ সঙ্ঘর্ষকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। সায়রাক্যুসের শ্রীবৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যান্বিত গ্রীক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কোন কোনটির তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে আপত্তি ছিল না। সিসিলির গ্রীক নগরসমূহের মধ্যে ঐক্যের অভাব এবং প্রতিটি নগরে বিদ্যমান দলীয় বিরোধের ফলে যে কোন বিদেশীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সিসিলিতে হস্তক্ষেপের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

গ্রীক এবং কার্থেজীয়দিগের মধ্যে পার্থক্য

প্রথম পিউনিক সমরের কারণ—ম্যামার্টাইন (Mamertine —Son of Mars অর্থাৎ মঙ্গল দেবের পুত্র) আখ্যায় অভিহিত ক্যাম্পানিয়াবাসী একদল বেতনভুক সৈন্য বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা মেসানা (Messana) অধিকার করিয়া সেখানে একটি রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করিয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠপাট চালাইয়া

সিসিলিতে কার্থেজের ক্ষমতা বিস্তারে রোমের ঈর্ষ্যা

ক্রমে ইহারা বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগের দস্যুবৃত্তি পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল। অবশেষে ইহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে সায়রাক্যুসরাজ হায়েরো (Hiero) ইহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত মামর্টাইনগণ (Mamertines) মেসানাতে অবরুদ্ধ হইল। ইহা-দিগের মধ্যে একদল কার্থেজের এবং অপরদল রোমের সহায়তা প্রার্থনা করিল। সাহায্যের জন্য অনুরুদ্ধ রোমান কর্ত্তৃপক্ষ সহসা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে কার্থেজ হইতে প্রেরিত একদল সৈন্য মেসানায় উপস্থিত হইয়া নগর-দুর্গ অধিকার করিল। কার্থেজ কর্ত্তৃক মেসানা অধিকার রোমের বিপদের কারণ হইবে এই আশঙ্কায় রোমান কর্ত্তৃপক্ষ কার্থেজীয় সৈন্যদলকে বহিষ্কৃত করিয়া রোমান সৈন্যকে মেসানা প্রবেশের অনুমতি দিতে মামার্টাইনদিগকে সম্মত করিলেন। ক্রুদ্ধ কার্থেজীয় সৈন্য সায়রাক্যুসের পক্ষাবলম্বন করিয়া মেসানা অবরোধ করিল। কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রোম ইহার পাল্টা জবাব দিল (খ্রীঃ পূঃ ২৬৪ অব্দ)। রোম এবং কার্থেজের মধ্যে কে সিসিলির ভাগ্যবিধাতা হইবে এই যুদ্ধ দ্বারা তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ঘটনাবলী—২৪ বৎসর স্থায়ী প্রথম পিউনিক সমরে বিজয়লক্ষ্মী কখনও রোমের এবং কখনও বা কার্থেজের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেও অবশেষে রোমের অঙ্কগত হইয়াছিলেন।

প্রথম পর্ব্ব—সায়রাক্যুস এবং কার্থেজের সৈন্যবাহিনীকে একে একে পরাস্ত করিয়া রোমান সৈন্য সায়রাক্যুস অবরোধ করিতে অগ্রসর হইল। সায়রাক্যুসরাজ হায়েরো ভয় পাইয়া রোমের সহিত সন্ধি করিলেন। রোমান সৈন্য অতঃপর এগ্রিজেণ্টাম (Agrigentum) অবরোধ করিল। অবরুদ্ধ নগরবাসীর তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও এগ্রিজেণ্টাম অধিকৃত হইল (খ্রীঃ পূঃ ২৬২ অব্দ)।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

সিসিলির উপকূলবর্ত্তী নগরসমূহ হইতে কার্থেজীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া দিতে এবং ইটালির উপকূলে তাহাদিগের অতর্কিত অবতরণ বন্ধ করিবার জন্য রোম একটি নৌ-বহরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া নৌ-বহর গঠন করিল। লিপারার (Lipara) নিকট সঙ্ঘটিত প্রথম নৌ-যুদ্ধে রোমানগণ কার্থেজীয়দিগের নিকট পরাস্ত হইল। ইহার পর কন্সাল ডুইলিয়াস (Consul Duilius) মাইলোর (Mylae) যুদ্ধে কার্থেজীয় বহরকে গুরুতররূপে পরাস্ত করিলেন। বিজয়োৎফুল্ল রোমান কর্ত্তৃপক্ষ কার্থেজ আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। কন্সাল রেগুলাসের (Consul Regulus) নেতৃত্বে একটি রোমান বহর কার্থেজ অভিমুখে যাত্রা করিল। পথে একনোমাসের (Economus) যুদ্ধে একটি কার্থেজীয় বহরকে পরাজিত করিয়া রোমান নৌ-বহর আফ্রিকার উপকূলে নোঙ্গর করিল। ক্লুপিয়া (Clupea) এবং টিউনিস (Tunis) অধিকার করিয়া রেগুলাস কার্থেজ-অধিকৃত রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দখল করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপদে পড়িয়া কার্থেজ সন্ধির প্রস্তাব করিল। কিন্তু রোমের অনমনীয় মনোভাব এবং অযৌক্তিক দাবীর জন্য এই প্রস্তাব বিফল হইল। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে রেগুলাস যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কার্থেজীয় সৈন্যদলের স্পার্টান সেনানী জান্থিপ্পাসের (Xanthippus) হস্তে বন্দী হইলেন। রেগুলাসের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণের উদ্ধারের জন্য প্রেরিত রোমান নৌ-বহর ঝড়ের মুখে বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

তৃতীয় পর্ব্ব—আফ্রিকায় রোমের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর সিসিলিতে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। খ্রীঃ পূঃ ২৫৪ অব্দে প্যানোরমাসের (Panormus) যুদ্ধে রোমানগণ জয়লাভ করিলে ভগ্নোৎসাহ কার্থেজীয়গণ পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বন্দী রেগুলাসকে দৌত্যে প্রেরণ করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি কথা দিয়াছিলেন যে তাঁহার দৌত্য ব্যর্থ হইলে তিনি কার্থেজে প্রত্যাবর্ত্তন

করিবেন। রেগুলাস প্রবীণ-পরিষদকে সন্ধি করিতে নিষেধ করিলেন। কার্থেজে ফিরিয়া যাইবার পর কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তিনি নৃশংসভাবে নিহত হইলেন।

চতুর্থ পর্ব্ব—প্রথম পিউনিক সমরের শেষ এবং চতুর্থ পর্ব্বে সিসিলির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রণাঙ্গনে পরিণত হইয়াছিল। রোমান সৈন্য এই সময় লিলিবোয়াম (Lilybaeum) এবং ড্রেপানাম (Drapanum) অধিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। লিলিবোয়াম অধিকার করিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল এবং ড্রেপানামের নৌ-যুদ্ধে রোমান নৌবহর কার্থেজীয়দিগের নিকট হারিয়া গেল। ঠিক এই সময়েই অপর একটি রোমান বহর ঝটিকায় পড়িয়া ধ্বংস হইয়া গেল। ফলে রোমানগণ কিছুকাল নৌ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই।

কার্থেজের ভাগ্যাকাশে এই সময় সুদিনের সূচনা দেখা দিয়াছিল। বহুদর্শী বিচক্ষণ সেনানায়ক হ্যামিল্কার বার্কা (Hamilcar Barca) কার্থেজীয় সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া আর্কট পর্ব্বতে (Mt. Ercte) সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। তিনি তিন বৎসর কাল রোমের বিরুদ্ধে লঘু যুদ্ধ (Guerilla war) চালাইয়াছিলেন। রোমান সৈন্য বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে আর্কট পর্ব্বত হইতে হটাইতে পারিল না। হ্যামিল্কার অতঃপর এরিক্স (Eryx) অধিকার করিয়া দুই বৎসর পর্যান্ত তাহা নিজের অধিকারে রাখিয়াছিলেন। রোমান কর্ত্তৃপক্ষ অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে সমুদ্র-

কার্থেজের পরাজয়

বক্ষে কার্থেজের প্রাধান্য খর্ব্ব করা ব্যতীত কার্থেজীয়দিগকে সিসিলি হইতে বিতাড়িত করা যাইবে না। নূতন নৌবহর গঠন করিয়া খ্রীঃ পূঃ ২৪২ অব্দে এ্যাগেট্‌স্ (Aegates) দ্বীপপুঞ্জের অদূরে সঙ্ঘটিত একটি নৌযুদ্ধে রোম কার্থেজকে ভীষণভাবে পরাস্ত করিল।

সন্ধির সর্ত্তাবলী

ইহার ফলে কার্থেজ হইতে লিলিবোয়াম, ড্রেপানাম এবং এরিক্সে সরবরাহ পাঠাইবার পথ বন্ধ হইয়া গেল এবং ইহারা খাদ্যাভাবে

আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। রণ-শ্রান্ত কার্থেজ তৃতীয় বার সন্ধির প্রস্তাব করিল। নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হইল—

(১) কার্থেজকে সিসিলি এবং তৎসন্নিহিত দ্বীপসমূহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(২) মুক্তি-পণ ব্যতীত সমস্ত রোমান্ যুদ্ধ-বন্দীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(৩) কার্থেজ ক্ষতিপূরণ বাবদ রোমকে একটা মোটা টাকা দিবে এবং ১০ বৎসরের মধ্যে এই টাকা শোধ করিতে হইবে।

(ক) সায়রাক্যুস ব্যতীত সমগ্র সিসিলি রোমের পদানত হইল। সিসিলি শাসনের জন্য একজন প্রেটর নিযুক্ত হইলেন। এই প্রেটর এক বৎসরের জন্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। যুদ্ধের ফলাফল

(খ) সমুদ্র-বক্ষে কার্থেজীয় প্রাধান্য অতীতের স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় পিউনিক সমরের অন্তর্বর্ত্তী কাল

(১) রোম কর্ত্তৃক কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া অধিকার—বেতন বাকী পড়ায় কার্থেজের বেতনভুক সৈন্যদল বিদ্রোহ করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ দমন করিতে কার্থেজকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সার্ডিনিয়াতে রক্ষিত কার্থেজীয় সৈন্যদলও এই সময়ে বিদ্রোহী হইয়া রোমের সহায়তা প্রার্থনা করিল। কার্থেজের এই বিপদের সুযোগে রোম তাহাকে কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া দ্বীপ দুইটি তাহার (রোমের) হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিল। এই দুইটি দ্বীপ লইয়া একটি নূতন রোমান প্রদেশ গঠিত হইল।

(২) ইলিরীয় সমর (Illyrian War)—এ্যাড্রিয়াটিক

তীরবাসী ইলিরীয় জাতি বোম্বেটেগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহারা প্রায়ই ইটালির উপকূল অঞ্চল লুণ্ঠন করিত। এই উৎপাতের প্রতিকার দাবি করিয়া রোম ইলিরিয়াতে দূত প্রেরণ করিল। ইলিরীয়গণ রোমান দূতগণকে অপমান ত করিলই, উপরন্তু দেশে ফিরিবার পথে তাহাদিগকে হত্যা করিল। ইলিরিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরিত রোমান সৈন্য করকায়রা (Corcyra) অধিকার করিয়া তথাকার রাণী টিউটাকে-(Teuta)-কে রোমের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে একসঙ্গে দুইখানির অধিক ইলিরীয় জাহাজ লিসাসের (Lissus) দক্ষিণে যাইবে না। এইভাবে রোম এবং গ্রীসের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়াছিল।

(৩) **গল সমর (Gallic War)**—রোম ভূমি-সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে সেনোনীয় গলদিগের নিকট হইতে বিজিত অঞ্চল অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রোমান নাগরিক-দিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। রোম হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরে অবস্থিত রোমান উপনিবেশ এ্যারিমিনিয়ামের (Ariminium) আশেপাশে নূতন রোমান বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্তও এই সময় গ্রহণ করা হয়। বই-বাসী গলগণ ইহাতে ভয় পাইয়া ইন্‌সুব্রে (Insubre) নামক শক্তিমান্ জাতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য রোম যথাযোগ্য সমরায়োজন করিল। খ্রীঃ পূঃ ২২৫ অব্দে টেলামনের (Telamon) যুদ্ধে রোমান সৈন্য গলদিগকে গুরুতররূপে পরাস্ত করিয়া দিল। অতঃপর রোম বই-ই আক্রমণ করিয়া বই-বাসী গল এবং তাহাদের মিত্র ইন্‌সুব্রে জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহা-দিগের শাসিত মিলান (Milan) নগরটি অধিকার করিয়া লইল। অতঃপর বই-ই এবং ইন্‌সুব্রেগণ রোমের বশ্যতা স্বীকার করায় গল-যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

গলযুদ্ধের ফলে পো (Po) নদী পর্য্যন্ত রোমের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিল। আল্পস পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত রোমান প্রভাব প্রসারিত হইয়া পড়িল। প্ল্যাসেণ্টা (Placenta) এবং ক্রেমোনাতে (Cremona) উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এবং একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া রোম এই অঞ্চলে স্বীয় ক্ষমতার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিল। ফলাফল

কার্থেজ কর্ত্তৃক স্পেনে সাম্রাজ্য স্থাপন—সিসিলি, কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া হস্তচ্যুত হইয়া যাওয়ায় কার্থেজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই ক্ষতি পূরণ করিবার আশায় হ্যামিল্কার বার্কা প্রথম পিউনিক সমরের পরবর্ত্তী যুগে স্পেনে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রোম আক্রমণের জন্য শক্তিসঞ্চয় এবং সম্ভব হইলে এই ঘৃণ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি স্পেনে অর্থ এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেখান হইতে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া রোমের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কূটনীতি এবং বাহুবলের সহায়তায় হ্যামিল্কার বার্কা স্পেনের এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল বশীভূত করিয়া লইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা হ্যাস্‌ড্রুবল (Hasdrubal) তাঁহার স্থান গ্রহণ করিলেন। সদয় ব্যবহারে স্পেনবাসীর হৃদয় জয় করিয়া তিনি রোম-বিরোধী কার্য্য-কলাপে তাহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। নব-কার্থেজ (New Carthage) নামক একটি নগর স্থাপন করিয়া তিনি কার্থেজের স্পেনীয় সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্পেনে কার্থেজের ক্ষমতা বিস্তারে ভয় পাইয়া রোম হ্যাসড্রুবলের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। এই সন্ধি দ্বারা এব্রো (Ebro) নদী কার্থেজীয় অধিকারের উত্তর সীমান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। খ্রীঃ পূঃ ২৩১ অব্দে আততায়ী-হস্তে হ্যাস্‌ড্রুবল নিহত হইলে সৈন্যগণ হ্যামিল্কারের পুত্র বিশ্রুত-কীর্ত্তি হ্যানিবলকে সৈন্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিল। তিনিও

পিতার ন্যায় রোমের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিতেন এবং রোমের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পিউনিক সমর (খ্রীঃ পূঃ ২১৮-২০২ অব্দ): ইহার স্বরূপ এবং গুরুত্ব—দ্বিতীয় পিউনিক সমর একটি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে এক অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন মহাবীরের অসম সাহসিক সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে একক হ্যানিবল সমগ্র রোমান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কার্থেজ সরকার এই যুদ্ধ পরিচালনার যাবতীয় কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব সর্ব্বাধিনায়ক হ্যানিবলের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিও স্বাধীন-ভাবেই দ্বিতীয় পিউনিক সমর পরিচালনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় পিউনিক সমরকে হ্যানিবলের বিস্ময়কর সামরিক প্রতিভার সহিত সমগ্র রোমান জাতির সুসংহত শক্তি, সম্পদ এবং সামর্থ্যের শক্তিপরীক্ষারূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

কেবলমাত্র স্পেনের আধিপত্য লইয়াই দ্বিতীয় পিউনিক সমরের সূচনা হইলেও কালক্রমে ইহা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে রোমের স্বাতন্ত্র্য এবং জাতীয় সত্তা বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সমগ্র স্পেন এবং আফ্রিকার সম্পদ ও সমর্থন-পুষ্ট, সমসাময়িক ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণ-নায়ক এই যুদ্ধে রোমের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু রোমের অদম্য উৎসাহ এবং অন্তহীন অধ্যবসায়ের নিকট তাঁহার প্রতিভা, রণ-কৌশল এবং কূটনৈতিক চাতুর্য্য পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যুদ্ধান্তে স্পেনে রোমান্ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পিউনিক সমরই রোম কর্তৃক ইটালির বাহিরে সাম্রাজ্য-বিস্তারের সূচনা করিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে ভূমধ্যসাগর-সন্নিহিত সমগ্র অঞ্চলে রোমের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডের ম্যাসিডন, গ্রীস, সিরিয়া, মিশর রোমের সহিত সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণামে স্বাধীনতাভ্রষ্ট হইয়াছিল।

*যুদ্ধের কারণ

(১) প্রথম পিউনিক সমরে রোমের নিকট গুরুতররূপে পরাজিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত কার্থেজ বিজেতার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। সন্ধির সর্তানুযায়ী কার্থেজকে সিসিলি রোমের হাতে সমর্পণ করিতে হইয়াছিল। পরে রোম অন্যায়ভাবে কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়ায় কার্থেজীয় শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিল। সিসিলি, কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া হস্তচ্যুত হইয়া যাওয়ার ফলে কার্থেজ বাণিজ্যক্ষেত্রে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং কার্থেজ যে তাহার পরম শত্রু রোমকে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিবে তাহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। ১ কার্থেজের প্রতিশোধ-স্পৃহা

(২) প্রথম পিউনিক সমরের ফলে কার্থেজের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে হ্যামিল্কার বার্কা স্পেনে একটি বিশাল কার্থেজীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হ্যানিবল এই সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পিতার আদেশে হ্যানিবল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি রোমের সহিত শত্রুতাচরণ করিবেন। তিনি রোমের সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। রোমের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি স্পেনের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে অবস্থিত রোমের মিত্র-শ্রেণীভুক্ত কিন্তু কার্থেজের প্রভাবাধীন অঞ্চলের অন্তর্গত সেগেণ্টাম (Segentum) নগর আক্রমণ করিলেন। সেগেণ্টামের পতনের পর রোম দাবী করিল যে কার্থেজকে এই অন্যায়ের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে এবং হ্যানিবলকে রোমানদিগের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। কার্থেজ এই দাবীতে কর্ণপাত না করায় খ্রীঃ পূঃ ২১৮ অব্দে রোম কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। হ্যানিবল কর্তৃক সেগেণ্টাম আক্রমণ দ্বিতীয় পিউনিক সমরের প্রত্যক্ষ কারণ। হ্যানিবল কর্তৃক রোমের মিত্র সেগেণ্টাম নগর আক্রমণ

হ্যানিবলের আক্রমণ-পরিকল্পনা—উত্তর দিক হইতে

হানিবলের আশা

ইটালি আক্রমণ করিয়া হ্যানিবল শত্রুর মর্ম্মস্থানে প্রচণ্ড আঘাত হানিবার দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। প্রথম পিউনিক সমরের ফলে সমুদ্র-বক্ষে কার্থেজের প্রাধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং হ্যানিবল স্থল-পথে ইটালি অভিযানের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে উত্তর ইটালির সদ্য স্বাধীনতাভ্রষ্ট গলজাতি তাঁহার পক্ষে যোগদান করিবে। তিনি আরও মনে করিয়াছিলেন যে রোমের অন্যান্য ইটালীয় মিত্রবৃন্দও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া রোমের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে গলজাতির সহায়তায় একটি বা দুইটি যুদ্ধে রোমকে পরাস্ত করিতে পারিলেই ইটালিবাসী বিভিন্ন জাতি কার্থেজের পতাকামূলে সমবেত হইয়া রোমের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে।

রোমের কর্ত্তৃপক্ষ হ্যানিবলের অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে যুদ্ধ স্পেনের বাহিরে বিস্তার লাভ করিবে না। সুতরাং হ্যানিবলের অগ্রগতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে কন্সাল পি. সিপিওকে (Consul P. Scipio) স্পেনে প্রেরণ করা হইল।

হ্যানিবলের ইটালি অভিযান—খ্রীঃ পূঃ ২১৮ অব্দে হ্যানিবল সসৈন্যে নব-কার্থেজ হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও এব্রো নদী উত্তীর্ণ হইলেন। অতঃপর বিভিন্ন শত্রুজাতিকে বশীভূত করিয়া হ্যানিবল পিরিনিজ (Pyrenees) পর্ব্বতমালা পার হইয়া রোন (Rhone) নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত রোমান কন্সাল পাব্লিয়াস সিপিও (Publius Scipio) অপেক্ষা দ্রুতগতিতে সৈন্য চালনা করিয়া তিনি রোন নদীর অপর তীরে অবতরণ করিলেন। গলগণ তাঁহাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিল না। দুরতিক্রম্য প্রাকৃতিক বাধা এবং বর্ব্বর জাতিসমূহের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ইহার পর আল্পস পর্ব্বত পার হইয়া পো নদী-বিধৌত

সমভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্য্যন্ত পৌঁছিতে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর প্রায় অর্দ্ধাংশ ধ্বংস হইয়াছিল।

***ইটালিতে হ্যানিবল—দ্বিতীয় পিউনিক সমরের প্রথম পর্ব্ব (খ্রীঃ পূঃ ২১৮—২১৬ অব্দ)**—খ্রীঃ পূঃ ২১৮ অব্দে হ্যানিবল ট্যুরিন (Turin) অধিকার করিয়া টিসিনাসের (Ticinus) যুদ্ধে সিপিওকে পবাজিত করিলেন। পরাজিত এবং আহত সিপিও পশ্চাদপসরণ করিয়া ট্রেবিয়া (Trebia) নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। কন্সাল সেম্প্রোনিয়াস (Sempronius) এইখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই সম্মিলিত বাহিনী ট্রেবিয়াতীরে হ্যানিবলের হাতে পরাজিত হইল। ইহার পর গলগণ দলে দলে হ্যানিবলের পক্ষে যোগদান করিতে আরম্ভ করিল। হ্যানিবলের সফলতার যুগ

হ্যানিবল অতঃপর আর্ণো (Arno) নদীর তীরবর্ত্তী জলাভূমির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলেন। এই অভিযান-কালে তাঁহার বহু সৈন্য, অশ্ব এবং ভারবাহী পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার নিজের একটি চক্ষুও অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাতেও কিন্তু হ্যানিবল দমিলেন না। ট্র্যাসিমিন হ্রদের (Lake Trasimene) তীরে তাঁহার অতর্কিত আক্রমণে কন্সাল ফ্ল্যামিনিয়াস (Flaminius) পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে রোমান সৈন্যবাহিনী প্রায় সমূলে ধ্বংস হইল। হ্যানিবল এই সময় ইচ্ছা করিলেই রোম আক্রমণ করিতে পারিতেন। কিন্তু রোম আক্রমণ না করিয়া হ্যানিবল এইবার ইটালির দক্ষিণাঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইটালির অধিবাসী বিভিন্ন জাতিকে রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। রোম ইতিমধ্যে ফ্যাবিয়াস ম্যাক্সিমাসকে (Fabius Maximus) এক-নায়ক নিযুক্ত করিয়াছিল। হ্যানিবলের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া নানা প্রকারে তাঁহার অসুবিধা উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া অবশেষে একেবারে শক্তিহীন করিয়া

ফেলাই ফ্যাবিয়াস ম্যাক্সিমাসের উদ্দেশ্য ছিল। তদবলম্বিত রণ-কৌশলের জন্য ফ্যাবিয়াসকে কাঙ্কটেটর (Cunctator) অর্থাৎ বিলম্বকারী এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। রোমের জনমত কিন্তু ফ্যাবিয়াস-অবলম্বিত রণ-কৌশল অনুমোদন করিল না। হ্যানিবলের পরাজয় বিলম্বিত হইতেছে দেখিয়া বিরক্ত রোমানগণ ভ্যারো (Varro) এবং প্যাল্লাসকে (Pallus) কন্সাল নির্ব্বাচিত করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার নির্দ্দেশ প্রদান করিল। এদিকে হ্যানিবল অতর্কিত আক্রমণে ক্যান্নেতে (Cannae) অবস্থিত রোমান অস্ত্রাগারটি অধিকার করিয়া লইয়া স্বীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য শস্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২১৬ অব্দে ক্যান্নের যুদ্ধক্ষেত্রে রোমান সৈন্য হ্যানিবলের নিকট পরাজিত হইল। রোমের বহু সৈন্য এই যুদ্ধে হতাহত হইল। কন্সালদিগের একজন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। কার্থেজীয় সৈন্য অবরোধ-যুদ্ধে (Siege-warfare) পারদর্শী ছিল না বলিয়া ক্যান্নের বিরাট সাফল্যের পরও হ্যানিবল রোম আক্রমণে অগ্রসর হইলেন না। ইটালির বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্র তাঁহার পক্ষে যোগদান করিবে এই আশায় তিনি কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দক্ষিণ ইটালির প্রায় সমুদয় জাতিই হ্যানিবলের পক্ষে যোগদান করিল। একমাত্র ল্যাটিন উপনিবেশগুলি কিছুতেই রোমের বিরুদ্ধাচরণে সম্মত হইল না। হ্যানিবল অতঃপর ক্যাম্পানিয়া (Campania) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ধন-জন সমৃদ্ধ ক্যাপুয়া (Capua) নগরী বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এদিকে শীত আসিয়া পড়ায় হ্যানিবল ক্যাপুয়াতে শীতকাল অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। এইখানেই দ্বিতীয় পিউনিক সমরের প্রথম পর্ব্বে পূর্ণচ্ছেদ পড়িল। এই পর্ব্বে হ্যানিবল সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়াছিলেন।

ক্যান্নের যুদ্ধ

দ্বিতীয় পর্ব্ব (খ্রীঃ পূঃ ২১৬—২০৭ অব্দ)—এই পর্ব্বে ইটালি, সিসিলি এবং স্পেন প্রধান রণাঙ্গণে পরিণত হইয়াছিল।

ইটালি—ক্যাপুয়াতে শীত ঋতু যাপন হ্যানিবলের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের সূচনা করিয়াছিল। দুর্নীতি এবং প্রলোভনের লীলাভূমি ক্যাপুয়ার আল্লায়াসলভ্য ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাঁহার সৈন্য-বাহিনীর গুরুতর নৈতিক অবনতি ঘটাইয়া সামরিক শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। এদিকে রোম স্বীয় রণনীতি পরিবর্ত্তিত করায় হ্যানিবলের ইটালীয়দিগের সহায়তায় রোম জয় করিবার আশাও পূর্ণ হইল না। ক্যান্নের যুদ্ধে রোমের শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যায় ফ্যাবিয়ান-অবলম্বিত রণ-কৌশলের কার্য্যকারিতা সপ্রমাণ করিয়াছিল। ক্যান্নের যুদ্ধের পর রোম আর হ্যানিবলের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। রোমের সৈন্য গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলি রক্ষা করিতে এবং শত্রুর গতিবিধিতে বাধা উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইল। হ্যানিবল কর্ত্তৃক কুম্যে (Cumae) এবং নিপোলিস (Neapolis) অধিকার করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল এবং তিনি নোলা (Nola) হইতে বিতাড়িত হইলেন। হ্যানিবল অতঃপর টারেণ্টাম অধিকার করিলেন। এদিকে রোমান সৈন্য ক্যাপুয়া অবরোধ করিয়াছিল। হ্যানিবল চেষ্টা করিয়াও ক্যাপুয়াকে অবরোধমুক্ত করিতে পারিলেন না। রোমান সৈন্য অল্পদিনের মধ্যে ক্যাপুয়া এবং ট্যারেণ্টাম পুনরধিকার করিয়া লইল। এত ক্ষতি এবং পরাজয়ের পরও হ্যানিবল কন্সাল ক্যারিস্পিনাশ (Consul Crispinus) এবং কন্সাল ম্যার্সেলাসকে (Consul Marcellus) যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রোমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক মার্সেলাস এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২০৭ অব্দে হ্যানিবলের সহোদর হ্যাস্‌ড্রুবল তাঁহার সাহায্যার্থ উত্তর ইটালিতে উপস্থিত হইলেন। রোমান সৈন্য তাঁহার পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। মিটরাসের যুদ্ধে হ্যাস্‌ড্রুবল পরাজিত ও নিহত হইলেন। হ্যানিবলের ইটালি জয়ের স্বপ্ন-সৌধ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। আক্রমণাত্মক রণকৌশল

রোম কর্ত্তৃক যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্ত্তন

মিটরাসের যুদ্ধ হ্যাস্‌ড্রুবলের পরাজয় এবং ইটালির বিপন্মুক্তি

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি সসৈন্যে ব্রুটিয়াই (Brutii) উপত্যকার অন্তর্দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২০৪ অব্দে কর্তৃপক্ষের আদেশে কার্থেজে ফিরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন।

সিসিলি—রোমের বিশ্বস্ত মিত্র হায়রোর মৃত্যুর পর সায়রাক্যুস কার্থেজের পক্ষে যোগদান করিলে কন্সাল মার্সেলাস সায়রাক্যুস অবরোধ করিলেন। বিখ্যাত গণিতবিৎ আর্কিমিডিসের (Archimedes) উদ্ভাবিত যন্ত্রের সহায়তায় সায়রাক্যুস অবরোধকারী রোমান বাহিনীকে হঠাইয়া দেওয়া হইল। এইভাবে রোম কর্তৃক সায়রাক্যুস পুনরুদ্ধারের প্রয়াস আপাততঃ ব্যর্থ হইয়া গেলেও শেষ পর্য্যন্ত রোম সায়রাক্যুস অধিকার এবং লুণ্ঠন করিয়াছিল। ইহার পর সমগ্র সিসিলি রোমের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

সিপিওর অভ্যুদয়

স্পেন—সিপিওরা (The Scipios) দুই ভাই স্পেনে কয়েকটি যুদ্ধে কার্থেজীয় সৈন্যকে পরাজিত করিয়া হ্যাস্‌ড্রুবলের ইটালি যাত্রায় বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় ভ্রাতাই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করায় স্পেনে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সঙ্কটের সময় নিহত ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতর পাব্লিয়াস সিপিওর (Publius Scipio) পুত্র কর্ণেলিয়াস সিপিও (Cornelius Scipio) স্বেচ্ছায় স্পেনে অবস্থিত রোমান সৈন্য দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া অতর্কিত আক্রমণে নব-কার্থেজ অধিকার করিলেন। ব্যেকুলার (Bæcula) যুদ্ধে হ্যাস্‌ড্রুবল তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন। ব্যেকুলার দ্বিতীয় যুদ্ধেও রোমান সৈন্য জয়লাভ করিল। ফলে সমগ্র স্পেন প্রকৃত প্রস্তাবে রোমের অধীনস্থ হইয়া পড়িল। কর্ণেলিয়াস সিপিও অতঃপর আফ্রিকায় উপস্থিত হইয়া পশ্চিম নিউমিডিয়ার (Western Numidia) রাজা ম্যাসিনিসার (Massinissa) সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। এদিকে কর্ণেলিয়াসের স্পেন হইতে অনুপস্থিতির সুযোগে স্পেনীয়গণ বিদ্রোহ করিলে তিনি স্পেনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত

বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করিলেন। স্পেনে কার্থেজীয়দিগের সর্ব্বশেষ ঘাঁটি গেড্‌স্ (Gades) তাঁহার হস্তগত হইল। খ্রীঃ পূঃ ২০৬ অব্দে কর্ণেলিয়াস রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় পর্ব্ব (খ্রীঃ পূঃ ২০৬—২০১ অব্দ)—স্পেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর খ্রীঃ পূঃ ২০৬ অব্দে প্রবীণ-পরিষদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কর্ণেলিয়াস কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন। সিসিলির শাসনভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া তাহাকে আফ্রিকা মহাদেশে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। সিসিলিতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি আফ্রিকায় চলিয়া গেলেন। ম্যাসিনিসা তাঁহার পক্ষে যোগদান করিলেন। রোমান সৈন্য অতঃপর উটিকা (Utica) অবরোধ করিল। জিসগোর (Gisgo) পুত্র হ্যাস্‌ড্রুবল এবং পূর্ব্ব নির্উমিডিয়ার রাজা সাইফ্যাক্স (Syphax) রোমান সৈন্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। কার্থেজীয় কর্তৃপক্ষ ভয় পাইয়া হ্যানিবলকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে সঙ্ঘটিত জামার (Zama) যুদ্ধে হ্যানিবল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। ইহার পর কার্থেজের সন্ধি করা ব্যতীত উপায়ান্তর রহিল না। নিম্নলিখিত সর্ত্তে রোম এবং কার্থেজের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল—

আফ্রিকায় যুদ্ধ : সিপিও

জামার যুদ্ধ : হ্যানিবলের পরাজয়

(১) আফ্রিকাতে কার্থেজের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে ; কিন্তু তাহাকে আফ্রিকার বাহিরে সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(২) রোমের সম্মতি ব্যতীত কার্থেজ কোন যুদ্ধে যোগদান করিবে না।

(৩) দশ খানি জাহাজ ব্যতীত সমগ্র কার্থেজীয় নৌবহর রোমের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে এবং যাহারা রোমের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কার্থেজের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল তাহাদিগকে রোমের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

(৪) কার্থেজ ক্ষতিপূরণ বাবদ রোমকে একটা মোটা টাকা দিবে ৫৯ বৎসরের মধ্যে এই টাকা শোধ করিতে হইবে।

রোমের সফলতার কারণ

***হানিবলের ব্যর্থতার কারণ**—(১) রোমানদিগের অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অপূর্ব্ব নিষ্ঠার জন্যই মুখ্যতঃ হানিবলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ শোচনীয় পরাজয় এবং নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্যায় সত্ত্বেও রোমানগণ নিরুৎসাহ না হইয়া নিরলস নিষ্ঠা এবং অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সহিত উদ্দেশ্যসাধনে সচেষ্ট হইয়াছিল।

(২) হানিবল আশা করিয়াছিলেন যে রোমের মিত্রবর্গ তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিবে। কিন্তু রোমের মিত্রদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ ল্যাটিন জাতি, কিছুতেই মিত্র-দ্রোহিতায় সম্মত হয় নাই।

(৩) মিটরাসের প্রান্তরে ভ্রাতা হাসড্রুবলের পরাজয় হানিবলের ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ। এই পরাজয়ের ফলে হানিবলের পক্ষে নূতন সৈন্য আমদানি করিয়া নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিবার যাবতীয় সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছিল।

(৪) কার্থেজীয় সরকার হানিবলকে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সাহায্য না করায় তাঁহাকে পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ক। বিদেশে

***দ্বিতীয় পিউনিক সমরের ফলাফল**—কি দেশে, কি বিদেশে, রোমের পক্ষে দ্বিতীয় পিউনিক সমরের ফলাফল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমর রোমের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিল। কার্থেজের গৌরব, তাহার প্রতিপত্তি এবং স্বাধীনতা সমস্তই লোপ পাইল। স্পেন রোমের পদানত হইল। প্রতিদ্বন্দী কার্থেজের পতন এবং স্পেনে আধিপত্য স্থাপনের ফলে রোম পশ্চিম ভূমধ্য-সাগরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। ইহার পর অত্যল্পকালের মধ্যে

রোম প্রাচ্য ভূখণ্ডের ঘটনা-প্রবাহের সহিত জড়িত হইয়া পড়িল এবং কালে ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চল তাহার পদানত হইল। এইভাবে ক্ষুদ্রায়তন নগণ্য রোম সুদূর-বিস্তার সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে পদক্ষেপ করিয়াছিল।

রোমের ভূমধ্য-সাগরীয় শক্তিতে রূপান্তর

রোম তথা ইটালির আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের উপরও দ্বিতীয় পিউনিক সমরের ফলাফল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই সময়ে প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ফলে তাহার আয়ুষ্কালও দীর্ঘতর হইয়াছিল। হানিবলের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের যুগে রোমে যে সমস্ত জটিল সামরিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছিল, বহুদর্শী সেনানায়ক এবং রাজনীতি-বিশারদদের সমবায়ে গঠিত এই পরিষদ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে তাহার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব ছিল না। প্রবীণ-পরিষদের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং নিপুণ নেতৃত্বের গুণেই রোম দ্বিতীয় পিউনিক সমরের বিপর্যয় কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং পরিষদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

খ। স্বদেশে

(১) প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি

বিজয়-গর্ব্বে গর্ব্বিত রোমানগণ শীঘ্রই মিত্রবর্গকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিল। যে ল্যাটিন মিত্রগণের সহায়তা ব্যতীত রোমের পক্ষে জয়লাভ কোনক্রমেই সম্ভব হইত না, তাহাদিগকেও রোমের নাগরিক অধিকারের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইল। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমের নাগরিক অধিকারের বলে ব্যবহারিক জীবনে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাইত। রোমানগণ রোমবাসী ব্যতীত অপর কাহাকেও ইহার অংশ দিতে প্রস্তুত ছিল না। এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার জন্য অনুগত মিত্রমণ্ডলী ক্রমশঃ রোমের উপর বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল। মিত্রবর্গের অসন্তোষ ভবিষ্যতে গুরুতর অনর্থের কারণ হইয়াছিল।

(২) মিত্রবর্গের প্রতি মনোভাব এবং আচরণের পরিবর্ত্তন

রোমের অর্থনৈতিক সংগঠন এবং নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে দ্বিতীয়

(৩) অর্থনৈতিক ফলাফল

পিউনিক সমর গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছিল। সমর্থ এবং কর্ম্মক্ষম কৃষকদিগকে যুদ্ধের সময়ে সৈন্যদলে কাজ করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া যাইবার ফলে বাস্তুভিটা এবং গোলাবাড়ীসমূহ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। পল্লী-অঞ্চল জন-বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধান্তে সৈন্যদল হইতে ছাড়া পাইয়া কৃষকগণ পুনরায় ঘরে ফিরিল। কিন্তু দীর্ঘকাল সামরিক শিবির এবং রণক্ষেত্রের উত্তেজনা এবং উন্মাদনাময় জীবনে অভ্যস্ত এই সমস্ত প্রাক্তন সৈনিকের নিকট পল্লীর পরিবেশ এবং বৈচিত্র্যহীন জীবন একান্তই নিরানন্দ এবং বিরক্তিকব বলিয়া মনে হইল। সুতরাং নিজেদের জমি-জমা বিক্রয় করিয়া ইহারা দলে দলে রোমে চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে সম্পন্ন কৃষক এবং ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের অবনতি হইল এবং পল্লী-অঞ্চলের জনসংখ্যা হ্রাস পাইল। এই সময় ক্ষেতের কাজে ক্রীতদাস নিয়োগের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। জমি-জমাও কয়েক জনের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে সম্পন্ন কৃষককুল এবং ক্ষুদ্র ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অবনতি এবং পল্লী-অঞ্চলে জনসংখ্যা হ্রাসের বেগ দ্রুততর হইয়াছিল। স্বল্পায়াসলভ্য দাস-শ্রমিক স্বাধীন শ্রমিকের এবং বড় বড় ভূম্যধিকারী ক্ষুদ্র কৃষক-দিগের স্থান গ্রহণ করিলেন। এইভাবে সমগ্র ইটালির পল্লী-অঞ্চলে এক বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছিল।

দাস-শ্রমিক নিয়োগ

পো নদী পর্য্যন্ত রোমান সভ্যতা বিস্তার

উত্তর ইটালিবাসী গলজাতি কর্ত্তৃক চিরকালের মত রোমের বশ্যতা স্বীকার দ্বিতীয় পিউনিক সমরের অন্যতম ফল। গলজাতি রোমের বিরুদ্ধে হ্যানিবলকে সহায়তা করায় রোমানগণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত না করিলে চলিবে না। কাজেও তাহাই করা হইল। ফলে রোমান সভ্যতা এবং সংস্কৃতি পো নদী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। ভবিষ্যতে আল্পস্ পর্ব্বতের পথে রোম আক্রমণের সম্ভাবনা লোপ পাইল।

সেনাপতিরূপে

* **হ্যানিবল : সমালোচনা**—অপূর্ব্ব সামরিক প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহাবীর হ্যানিবল্ সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক। রোমান ঐতি-হাসিকগণ তাঁহাকে নৃশংসতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার মূর্ত্ত অবতাররূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার চরিত্রে মসীলেপন করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অভিযোগের পরিপোষক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। হ্যানিবলের কার্য্যকলাপে তাঁহার প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ বর্ত্তমান। তাঁহার পরিকল্পনার দুঃসাহসিকতা এবং পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার তৎপরতা দুই-ই অতুলনীয়। সসৈন্যে আল্পস্ পর্ব্বত লঙ্ঘন তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব নিদর্শন। বিদ্যুৎ-গতিতে সৈন্য চালনা করিয়া তিনি বারবার রোমানদিগকে ছত্রভঙ্গ এবং বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পিউনিক সমরের নিদারুণ সঙ্কটের দিনে ঘটনা প্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা আগাগোড়াই হ্যানিবলের হাতে ছিল। বিভিন্ন জাতীয় ভাড়া-করা সৈনিক দ্বারা গঠিত তদীয় সৈন্যবাহিনী তাঁহার আদেশে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সৈন্যগণ কোনদিনই তাঁহার অবাধ্য হয় নাই। ইহা হইতে হ্যানিবলের নেতৃত্ব-প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে অপূর্ব্ব তৎপরতার সহিত তিনি বার বার যুদ্ধের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সংগঠন-প্রতিভার পরিচায়ক। রোমানদিগের স্বদেশেই তিনি তাহাদিগকে বিব্রত এবং ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রোমানবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার প্রতাপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হ্যানিবলের আলোকসামান্য সামরিক প্রতিভা না থাকিলে ইহা কোনক্রমেই সম্ভব হইত না। অপূর্ব্ব সৈন্যপরিচালনা-নৈপুণ্যের জন্যই তিনি ক্যান্নের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রোম অধিকার

করিতে পারেন নাই সত্য। মনে রাখিতে হইবে যে রোমানদিগের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা এবং অপূর্ব্ব নিষ্ঠাই তাঁহার ব্যর্থতার কারণ।

রাজনীতিবিৎ-রূপে

রাজনীতিবিশারদরূপেও হ্যানিবল ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন। জামার যুদ্ধে পরাজয়ের পর তিনি কার্থেজীয় শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইলেন। অসংখ্য দোষ-ত্রুটিপূর্ণ এই ব্যবস্থার অকর্ম্মণ্যতা তাঁহার পরাজয়ের প্রধান কারণ, বাধা না পাইলে তিনি হয়ত কার্থেজকে নবরূপ প্রদান করিয়া পুনর্জন্ম দিতে পারিতেন। কিন্তু রোমের ক্ষমাহীন শত্রুতা তাঁহাকে দেশান্তরী করিয়াছিল। হ্যানিবলের স্বপ্ন, তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল সত্য; কিন্তু গৌরবোজ্জ্বল এই ব্যর্থতা তাঁহার কীর্ত্তিকে ম্লান করিতে পারে নাই।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাচ্য মহাদেশে রোমের সাম্রাজ্যবিস্তার

গ্রীক জগৎ: রোমের সহিত সম্পর্ক

প্রাচ্য জগৎ: সমসাময়িক অবস্থা—মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর প্রাচ্য ভূখণ্ডের গ্রীক জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। সিরিয়া, মিশর এবং ম্যাসিডনের রাজগণ তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

সিরিয়া

সেলুকসের বংশধরগণ সিরিয়াতে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু সিরিয়ার অন্তর্গত বহু প্রদেশ এই সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। টলেমি (Ptolemy) উপাধিধারী গ্রীকরাজগণ মিশরে

মিশর

রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। সিরিয়া এবং ম্যাসিডনের ভয়ে

ভীত মিশর রোমের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের ভয়েই রোড্‌স (Rhodes) এবং পারগেমাস (Pergamus) স্বেচ্ছায় রোমের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।

উচ্চাভিলাষী রাজা পঞ্চম ফিলিপ (Philip V) ম্যাসিডনে রাজত্ব করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পর্য্যন্ত ম্যাসিডনের ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল। প্রায় সমগ্র গ্রীসই এই সময় ফিলিপের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রাচ্য-ভূখণ্ডে রোমের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ম্যাসিডনের সহিতই তাহার প্রথম সঙ্ঘর্ষ হয়। গ্রীক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্পার্টা এবং এথেন্সের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিলেও ইহাদের পূর্ব্ব-গৌরব এবং প্রতিপত্তির কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। পেলোপনেসাসের এ্যাক্যেয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Achæans League) এবং মধ্যগ্রীসের ইটোলীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Aetolian League) ম্যাসিডনিয়ার শক্তিবৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ম্যাসিডন গ্রীস

প্রথম ম্যাসিডনীয় সমর—দ্বিতীয় পিউনিক সমরের যুগে ম্যাসিডনের প্রতি সর্ব্বপ্রথম রোমের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ক্যান্সের যুদ্ধের পর পঞ্চম ফিলিপ এবং হ্যানিবলের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহারই ফলে প্রথম ম্যাসিডনীয় সমর (খ্রীঃ পূঃ ২১৫-২০৫ অব্দ) আরম্ভ হয়। মন্থর গতিতে কয়েক বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর রোম ফিলিপের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। রোম এই সময় আফ্রিকায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল। এই সন্ধিদ্বারা যুদ্ধের গতি বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কারণ

দ্বিতীয় ম্যাসিডনীয় সমর—ফিলিপের উচ্চাভিলাষ এবং আক্রমণাত্মক নীতির ফলে শীঘ্রই রোমের সহিত তাঁহার পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। ফিলিপ রোম-ম্যাসিডন সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া রোম এবং তদীয় মিত্রবর্গের স্বার্থ-বিরোধী কার্য্যকলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি জামার যুদ্ধে হ্যানিবলকে সৈন্য সাহায্য করিয়াছিলেন এবং রোমের ফিলিপ কর্ত্তৃক রোমের মিত্রবর্গকে আক্রমণ

মিত্রশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন গ্রীক রাষ্ট্রের সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। ফিলিপ এবং সিরিয়া-রাজ এ্যান্টিয়োকাস (Antiochus) এই সময় নিজেদের মধ্যে রোমের মিত্ররাজ্য মিশর ভাগাভাগি করিয়া লইবার চক্রান্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে রোম পুনরায় ম্যাসিডনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল।

গ্রীসের ম্যাসিডনীয় দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ

ঘটনাবলী—যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই রোমান সৈন্য ফিলিপ কর্তৃক অবরুদ্ধ এথেন্সের অবরোধ মোচন করিল। খ্রীঃ পূঃ ১৯৭ অব্দে কন্সাল ফ্লামিনিনাস (Consul Flamininus) সাইনোসেফালোর (Cynocephalæ) যুদ্ধে ফিলিপকে গুরুতররূপে পরাস্ত করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিলেন। সন্ধির সর্তানুযায়ী ফিলিপ—(১) গ্রীস হইতে ম্যাসিডনীয় সৈন্য অপসারণ করিয়া সমগ্র ম্যাসিডনীয় নৌ-বহর রোমের হস্তে সমর্পণ করিতে ও যুদ্ধের ব্যয় বাবদ রোমকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন এবং (২) রোমের সম্মতি ব্যতীত কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবেন না এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

গ্রীসে অনুসৃত রোমান নীতি

ফলাফল—সাইনোসেফালোর যুদ্ধের ফলে গ্রীস ম্যাসিডনের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিল। ইস্‌থ্‌মীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার (Isthmian Games) অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে ফ্লামিনিনাস গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। ইহার পর রোমান সৈন্যও গ্রীস হইতে চলিয়া আসিল। এই সময় রোম স্বদেশের অর্থাৎ ইটালির বাহিরে কোন দেশে স্থায়ীভাবে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্যই গ্রীস এই যুগে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও এই সময় হইতেই গ্রীসে রোমান প্রভাব অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল।

তৃতীয় ম্যাসিডনীয় সমর:

কারণ—দ্বিতীয় ম্যাসিডনীয় সমরের পর ফিলিপের জীবনের

অবশিষ্টাংশ রোমের সহিত পুনরায় শক্তি-পরীক্ষার আয়োজনেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র পার্সিয়াস (Perseus) গ্রীস এবং এশিয়ার রাজন্যবৃন্দের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া স্বীয় শক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার কার্য্য কলাপে রোম সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। রোম-মিত্র পারগেমাসরাজ ইউমিনিস (Eumenes) প্রবীণ-পরিষদের নিকট অভিযোগ করিলেন যে পার্সিয়াস রোমের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক অভিসন্ধি পোষণ করেন। রোম হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে পার্সিয়াস কর্ত্তৃক ইউমিনিসের প্রাণনাশের চেষ্টার জন্য রোম তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া খ্রীঃ পূঃ ১৭১ অব্দে ম্যাসিডনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ফিলিপ-পুত্র পার্সিয়াসের অ-মিত্রোচিত মনোভাব

ঘটনাবলী—এই যুদ্ধে পার্সিয়াসই প্রথম দিকে জয়লাভ করিতে থাকিলেও কন্সাল পল্লাসের (Consul Paullus) রণকৌশলে অবশেষে যুদ্ধের গতি রোমের অনুকূলে আবর্ত্তিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১৬৮ অব্দে পিড্নার (Pydna) যুদ্ধে পার্সিয়াসের সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া তিনি পার্সিয়াসকে বন্দী করিলেন। পিড্নার যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্যের শ্মশান-শয্যা রচিত হইয়াছিল। ম্যাসিডন ইহার পর রোমের করদরাজ্যে পরিণত হইল। ইহাকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের শাসনভার অল্প কয়েকজন সদস্যে গঠিত একটি পরিষদের উপর অর্পণ করা হইল।

ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের পতন

গ্রীস এবং ম্যাসিডন-বিজয়

(১) **চতুর্থ ম্যাসিডনীয় সমর**—দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী এ্যাণ্ড্রিস্কাস (Andriscus) নিজেকে পার্সিয়াসের পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া ম্যাসিডনিয়ার সিংহাসন দাবী করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম জয়লাভ করিলেও তিনি অবশেষে পরাজিত হইয়া বন্দী

হইলেন। এ্যাণ্ড্রিস্কাসের বিদ্রোহের ফলে ম্যাসিডন রোমশাসিত প্রদেশে পরিণত হইল।

(২) **এ্যাকেয়্য় সমর**—পিড্‌নার যুদ্ধের পর রোম গ্রীকদিগের প্রতি অতিশয় অত্যাচার এবং উদ্ধত আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পার্সিয়াসকে সাহায্য করিয়াছে এই সন্দেহে প্রায় ১,০০০ এ্যাকেয়্য নাগরিককে গ্রেপ্তার করিয়া ইটালিতে পাঠানো হইয়াছিল। ইহাদিগকে সতের বৎসর কাল জামিনস্বরূপ ইটালিতে বন্দী অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। ইহাদের ৭০০ জন বন্দী অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যেরা সতের বৎসর পর দেশে ফিরিল। ইহারা রোমের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিত। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে বা পরে স্পার্টা এবং এ্যাকেয়ার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষায় অসমর্থ স্পার্টা রোমের শরণাপন্ন হইল। এ্যাকেয়্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত রোমান রাজপুরুষদিগের আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন না। করিন্থে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গেল। শান্তি স্থাপনের জন্য প্রেরিত রোমান কমিশনারগণ অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। খ্রীঃ পূঃ ১৪৭ অব্দে রোম এ্যাকেয়্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ঘটনাবলী—স্কার্ফিয়ার (Scharphea) নিকট সঙ্ঘটিত একটি যুদ্ধে ক্রিটোলসের (Critolaus) নেতৃত্বাধীন এ্যাকেয়্যগণ পরাজিত হইল। রোমসৈন্য করিন্থ অধিকার করিয়া নগরে অগ্নিসংযোগ করিল। করিন্থ হইতে সমস্ত ধনসম্পদ এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি ইটালিতে স্থানান্তরিত হইল। ম্যাসিডনিয়া এবং এপিরাসের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ লইয়া নূতন এ্যাকেয়া জেলা গঠিত হইল। এ্যাকেয়াকে ম্যাসিডনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এইভাবে খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে গ্রীসের স্বাধীনতা লোপ পাইল।

গ্রীসে রোমান প্রাধান্য

বিঃ দ্রঃ—স্পার্টা, সিরিয়া-রাজ এবং ইটোলীয়গণ রোমের বিরুদ্ধে

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং সিরীয় সমরের পর রোমানগণ ইটোলীয়দিগের প্রধান দুর্গ এ্যাম্ব্রাসিয়া (Ambrascia) অধিকার করিয়া তাহাদিগকে অপমানজনক সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য করিল। এইভাবে ইটোলীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। ইটোলীয় সমর

সিরীয় সমর (Syrian War)—সিরিয়া-রাজ তৃতীয় এ্যাণ্টিয়োকাস এবং রোমের মধ্যে বহুদিন যাবৎ মনোমালিন্য চলিতেছিল। ম্যাসিডনরাজ পঞ্চম ফিলিপের সহিত মিত্রতা করিয়া মিশরের রোম-আশ্রিত অঞ্চলগুলি অধিকার করিবার চক্রান্ত করিবার জন্য তিনি রোমের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাসিডনীয় সমারের পর রোমান কর্ত্তৃপক্ষ এ্যাণ্টিয়োকাসকে ইউরোপে পদার্পণ করিতে নিষেধ করায় তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এদিকে দ্বিতীয় ম্যাসিডনীয় সমরের পর রোম গ্রীস সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা রোম-মিত্র ইটোলীয়গণের মনঃপূত হয় নাই। স্পার্টা-রাজ ন্যাবিস (Nabis) এবং এ্যাণ্টিয়োকাস ইটোলীয়দিগকে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন এবং তাহাদের আহ্বানে গ্রীসে আসিয়া ডেমেট্রিয়াস (Demetrias) অধিকার করিলেন। ফলে খ্রীঃ পূঃ ১৯১ অব্দে রোমের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইটোলীয়গণ কর্ত্তৃক এ্যাণ্টিয়োকাসের সাহায্য প্রার্থন

ঘটনাবলী—এ্যাণ্টিয়োকাস প্রথম প্রথম দু-একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া থার্ম্মোপাইলি গিরিসঙ্কটে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এইখানে পিছন হইতে রোমান সৈন্যের আক্রমণে পরাস্ত হইয়া তিনি গ্রীস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কন্সাল এল. সিপিও (L. Scipio) (পরে ইনি এশিয়াটিকাস—Asiaticus এই উপনামে অভিহিত হইয়াছিলেন) তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া খ্রীঃ পূঃ ১৯০ অব্দে ম্যাগনেসিয়ার যুদ্ধে তাঁহাকে অনায়াসে হারাইয়া দিলেন। ইহার পর সন্ধি ভিক্ষা ব্যতীত এ্যাণ্টিয়োকাসের উপায়ান্তর রহিল না। রোম এবং সিরিয়ার মধ্যে নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হইল—(১) সিরিয়া এ্যাণ্টিয়োকাসের ম্যাগনেসিয়ার যুদ্ধ : এ্যাণ্টিয়োকাসের পরাজয়

অধীনে রহিল; কিন্তু তাঁহাকে এশিয়া মাইনরের উপর সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করিতে হইল; (২) তাঁহার সমস্ত হস্তী এবং রণতরী রোমের হাতে সমর্পণ করিতে হইল। তিনি রোমকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে এবং হ্যানিবল ও সিরিয়ার রাজদরবারে আশ্রয়গ্রহণকারী অন্যান্য সকলকে রোমের নিকট সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন।

রোম এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে রোমান নীতি

এশিয়ার শাসন-ব্যবস্থা—এ্যান্টিয়োকাসের শক্তি চূর্ণ করিবার পর এশিয়া সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য রোম দশ জন কমিশনার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে এশিয়ায় প্রেরণ করিল। রোমান কর্তৃপক্ষ এশিয়া মহাদেশে আরও অধিকার বিস্তার করিয়া নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিলেন না। এইজন্যই তাঁহারা এশিয়া মহাদেশে রাজ্যজয়ের পরিবর্তে শক্তি-সাম্য (Balance of Powor) রক্ষা করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরিয়া-রাজের উচ্চাভিলাষ পূরণের পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এশিয়া মাইনরের বৃহত্তর অংশ পারগেমাস-রাজ ইউমিনিসকে এবং অবশিষ্টাংশ রোড্‌সকে দেওয়া হইল। এইভাবে পারগেমাস এবং রোড্‌সের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া সিরিয়াকে পঙ্গু করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। রোম আপাততঃ এশিয়া মাইনরের শাসনভার গ্রহণ না করিলেও তাহার ভাগ্যনিয়ন্তার আসনে অধিষ্ঠিত হইল।

তৃতীয় পিউনিক সমর (খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দ):

কার্থেজের পুনরভ্যুদয়: রোমের আতঙ্ক

কারণ:—দ্বিতীয় পিউনিক সমরের পর পররাষ্ট্র-নীতি ক্ষেত্রে রোমের কর্তৃত্বাধীন হইলেও কার্থেজ বহুলাংশে স্বীয় আর্থিক এবং বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কার্থেজের পুনরভ্যুদয়ে ঈর্ষ্যান্বিত রোম নিউমিডিয়া-রাজ ম্যাসিনিসাকে কার্থেজের সীমান্ত মধ্যে অত্যাচার করিতে প্ররোচিত করিল। কার্থেজ বার বার রোমের নিকট এই অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা করিল।

কিন্তু রোমান কর্তৃপক্ষ নিউমিডিয়া-রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। এদিকে কার্থেজের গণতান্ত্রিক দল (Popular Party) শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া ম্যাসিনিসার অত্যাচার বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কার্থেজ এবং নিউমিডিয়ার বিরোধ মিটাইবার জন্য রোম একটি কমিশন পাঠাইল। কিন্তু গণতান্ত্রিক দল এই কমিশনের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে রাজি হইল না। ফলে রোম কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার অজুহাত পাইল। এই সময় রোমান নেতা ক্যাটো (Cato) স্বদেশীয়দিগকে অনবরত কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন। "কার্থেজ ধ্বংস করিতেই হইবে" এই মন্তব্য করিয়া তিনি প্রবীণ-পরিষদে তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার উপসংহার করিতেন। এদিকে ম্যাসিনিসার সহায়তায় কার্থেজের অভিজাত দল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কার্থেজ আক্রমণ করিয়া গণতান্ত্রিক দলের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। পাছে রোমও কার্থেজ আক্রমণ করে এই ভয়ে অভিজাত দল বিনাসর্তে রোমের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহার সন্তোষ বিধানের প্রয়াস পাইল। রোমের দাবী অনুযায়ী কার্থেজ জামিন-স্বরূপ ৩০০ কার্থেজীয় নাগরিককে রোমে পাঠাইতে সম্মত হইল। ইহার পর রোম দাবী করিল যে কার্থেজের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র রোমের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। কার্থেজ এই দাবীও মানিয়া লইল। ইহাতেও কিন্তু রোম সন্তুষ্ট হইল না। সে ইহার পর দাবী করিয়া বসিল যে কার্থেজীয়দিগকে কার্থেজ ধ্বংস করিয়া সমুদ্রতীর হইতে ১০ মাইল দূরে নূতন নগর নির্মাণ করিতে হইবে। এই বার কার্থেজ-বাসীদিগের ধৈর্য্যের সীমা রহিল না। তাহারা এই দাবী অগ্রাহ্য করিল। ফলে খ্রীঃ পূঃ ১৪৯ অব্দে তৃতীয় পিউনিক সমর আরম্ভ হইল।

ক্যাটো কর্তৃক কার্থেজ ধ্বংসের প্ররোচনা

ঘটনাবলী—পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিয়া নগর রক্ষা করিবার জন্য কার্থেজীয়গণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। বিশাল নগরীর সর্বত্র

কার্থেজীয়দিগের জীবন-পণ প্রতিরোধ

নরনারী একযোগে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কাজে লাগিয়া গেল। ধনুকের ছিলা করিবার জন্য বিলাসিনীগণ শিরঃশোভা বর্দ্ধনকারী সুদীর্ঘ কেশদাম কর্ত্তন করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। দুই বৎসর কাল রোমের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কার্থেজ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ১৪৭ অব্দে জামার-যুদ্ধজয়ী বীর সিপিও আফ্রিকানাসের (Scipio Africanus) পোষ্যপুত্রের পুত্র ছোট সিপিও আফ্রিকানাসকে (Scipio Africanus Minor) কন্সাল নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধ পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। সমুদ্র-পথে সরবরাহ বন্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি কার্থেজ পোতাশ্রয়ের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। নূতন খাল কাটিয়া কার্থেজবাসী তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। কিন্তু রোমের সহিত নৌ-যুদ্ধে কার্থেজীয় বহর বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে সিপিও কার্থেজের উপর চরম আঘাত হানিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর হতাবশিষ্ট স্বল্পমাত্র কার্থেজীয় সৈন্য রোমানদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। রোম-সৈন্য কার্থেজকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া সমভূমিতে পরিণত করিয়া দিল।

কার্থেজ রোম সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশে পরিণত হইল

ফলাফল—তৃতীয় পিউনিক সমরের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গেল। তাহার সাম্রাজ্যের কিয়দংশ ইউটিকা-(Utica)-কে দেওয়া হইল। অবশিষ্টাংশ রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আফ্রিকা নামে পরিচিত হইল।

সমালোচনা—রোম কর্তৃক কার্থেজের ধ্বংসসাধন কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। আফ্রিকার বাণিজ্যক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই রোম এই কাজ করিয়াছিল। কার্থেজ ধ্বংস করিয়া রোম অমার্জ্জনীয় নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। রোমান কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বাধাইবার উদ্দেশ্যেই ম্যাসিনিসাকে কার্থেজের রাজ্যমধ্যে উৎপাত করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধ যাহাতে না হয়

সেজন্য কার্থেজ রোমের সমস্ত দাবীই মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ঈর্ষ্যা এবং অতিলোভের বশবর্ত্তী রোম আফ্রিকার মানচিত্র হইতে কার্থেজকে মুছিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে নিরস্ত হয় নাই। তৃতীয় পিউনিক সমর ঃ অন্যায় এবং আক্রমণ-মূলক

উত্তর ইটালিতে যুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ২০০-১৭৫ অব্দ):

প্রাচ্যভূখণ্ডে স্বীয় আধিপত্য স্থাপনে ব্যাপৃত থাকিবার যুগেই রোমকে উত্তর ইটালিতে গল এবং লিগুরীয় (Ligurian) জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

(১) ইন্‌সুব্রে. সেনোমানি এবং বই-ই গল জাতির এই তিনটি শাখা হ্যামিল্কার নামক জনৈক কার্থেজীয় কর্ম্মচারীর প্ররোচণায় রোমান উপনিবেশ প্ল্যাসেন্টিয়া (Placentia) ধ্বংস করিয়া ক্রেমোনা (Cremona) অবরোধ করে। রোমানগণ ইনসুব্রে এবং সোনোমানিদিগকে দমন করিল। বই-ই গণ কিছুকাল আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও খ্রীঃ পূঃ ১৯১ অব্দে তাহারাও রোমের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ফলে সিজাল্পাইন গল (Cisalpine Gaul) রোমের অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত হইল। সৈন্যবাহিনীর চলাচলের জন্য ভায়া ইমিলিয়া (Via Aemilia) নামক একটি রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া এবং কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রোম নব-বিজিত ভূখণ্ডে স্বীয় অধিকারের দৃঢ়তা সম্পাদন করিল।

(২) **লিগুরীয় যুদ্ধ**—আল্পস্ পর্ব্বতমালা হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী লিগুরীয় জাতি রোমের বিরুদ্ধে গলদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। ফলে রোম লিগুরীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। মধ্যে মধ্যে থামিয়া ৮ বৎসর কাল যুদ্ধ চলিবার পর লিগুরীয়গণ অবশেষে রোমের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। এই জয় রোমের স্পেনজয়ের পথ সুগম করিয়া দিল।

বিঃ দ্রঃ—উপরে বর্ণিত যুদ্ধ দুইটির ফলে রোমান সভ্যতা এবং রোমান প্রভাব পো-নদী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই সময় হইতে এ্যাপেনাইন পর্ব্বতের পরিবর্ত্তে পো-নদী ইটালির উত্তর সীমান্তরূপে পরিগণিত হইল। গলজাতি বশ্যতা স্বীকার করায় আল্পস্ পর্ব্বতমালার পথে কেল্টগণের ইটালি প্রবেশের সম্ভাবনা লোপ পাইল।

স্পেনের শাসন-ব্যবস্থা—দ্বিতীয় পিউনিক সমরের সময় সিপিও আফ্রিকানাস কার্থেজীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া স্পেনে রোমান প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। শাসন-সৌকর্য্যের জন্য স্পেনকে 'ফার্দার স্পেন' (Further Spain) এবং 'হিদার স্পেন' (Hither Spain) নামক দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করা হইল। এব্রো (Ebro) নদী ইহাদের সীমান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং প্রেটর আখ্যায় অভিহিত একজন কর্ম্মচারীর উপর ইহাদের প্রত্যেকটির শাসনভার অর্পিত হইল। শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উভয় প্রদেশে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হইল। এই সৈন্য-দলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অধিবাসীদিগের উপর কর ধার্য্য করা হইল। রোমের কর্তৃত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে স্পেনীয় উপদ্বীপের পূর্ব্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্য স্পেনের কেল্টিবেরীয় জাতি (The Celti-berians), পর্ত্তুগালের লুসিটানীয় জাতি (The Lusitanians) এবং উত্তর-পশ্চিম স্পেনের ক্যান্টাব্যারীয় জাতি (The Canta-barians) কোনদিনই রোমের অধীনতা স্বীকার করে নাই।

স্পেনে শান্তি স্থাপন

স্পেনে রোমের অনুসৃত নীতি হইতে স্পেনবাসী বুঝিতে পারিল যে তাহাদিগকে চিরকাল পদানত করিয়া রাখাই রোমের উদ্দেশ্য। ফলে তাহারা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কন্সাল ক্যাটো অতিশয় নৃশংসতার সহিত এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু স্পেন হইতে তাঁহার প্রস্থানের পর ক্রুদ্ধ দেশবাসী পুনরায়

রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ষোল বৎসর কাল তাহারা রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিল। অবশেষে টাইবেরিয়াস সেম্প্রোনিয়াস গ্র্যাকাস (Tiberius Sempronius Gracchus) বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হইলেন। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে কেল্টিবেরিয়ানদিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং সদয় ব্যবহারে স্পেনবাসীর হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। তদনুসৃত নীতির ফলে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল স্পেনের শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

স্পেনে পুনরায় অশান্তি

লুসিটানীয় যুদ্ধ—লুসিটানীয়গণ সর্ব্বদাই রোম-শাসিত স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে উপদ্রব করিত। প্রেটর এস. গ্যাল্বা (S. Galba) এই জন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আত্মরক্ষায় অসমর্থ লুসিটানীয়গণ আত্মসমর্পণ করিলে গ্যাল্বার আদেশে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অতিশয় নৃশংসতার সহিত তাহাদিগকে হত্যা করা হইল। সাহসী যুবক ভিরিয়াথাস (Viriathus) এই হত্যালীলার মধ্যে কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। হতাবশিষ্ট, ছত্রভঙ্গ লুসিটানীয়দিগকে পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তিনি সাত বৎসর পর্য্যন্ত সাফল্যের সহিত রোমের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন। এক যুদ্ধে জনৈক রোমান সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া ভিরিয়াথাস তাঁহাকে সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন। অবশেষে কন্সাল স্থেপিওর (Caepio) প্ররোচনায় বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ভিরিয়াথাসকে হত্যা করা হইলে লুসিটানীয় প্রতিরোধের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। লুসিটানীয়গণ আর বেশীদিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। খ্রীঃ পূঃ ১৩৮ অব্দে তাহারা রোমের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

ন্যুম্যেন্টীয় বা কেল্টিবেরীয় সমর (Numantine or Celtiberian War)—সেগাডা-(Segada)-বাসীগণ কর্ত্তৃক

সন্ধিভঙ্গই এই যুদ্ধের কারণ। সেম্প্রোনিয়াস গ্র্যাকাসের সহিত সম্পাদিত সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী সেগাডার নগরপ্রাচীরের পুনর্নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই নিষেধ অমান্য করিয়া সেগাডাবাসীগণ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে রোম আপত্তি করিল। কিন্তু তাহাতে ফলোদয় না হওয়াতে খ্রীঃ পূঃ ১৫৩ অব্দে রোম সেগাডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কেল্টিবেরীয় সেনাপতি সসৈন্যে সেগাডার পক্ষে যোগদান করিলেন। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ১৫২ অব্দে রোম শত্রুকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিল।

স্পেনে সিপিও

খ্রীঃ পূঃ ১৪৪ অব্দে কেল্টিবেরীয়গণ পুনরায় বিদ্রোহ করিল। প্রথম দিকে রোমানগণ বার বার গুরুতররূপে পরাস্ত হয়। রোমান কন্সাল ম্যানসিনাস (Mancinus) এক যুদ্ধে সসৈন্যে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ম্যানসিনিয়াস কেল্টিবেরীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু প্রবীণ-পরিষদ্ এই সন্ধি অনুমোদন না করায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং সিপিও আফ্রিকানাস স্পেনে প্রেরিত হইলেন। তিনি ন্যুমান্টিয়া অবরোধ করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে প্রবল প্রতিরোধের পর ন্যুম্যান্টিয়া আত্মসমর্পণ করিল এবং ইহার অধিবাসীগণ ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল।

বিঃ দ্রঃ—লুসিটানীয় এবং কেল্টিবেরীয় সমরের ফলে প্রায় সমগ্র স্পেন রোমের পদানত হইল। কেবল উত্তর উপকূলের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল।

এশিয়া (খ্রীঃ পূঃ ১২৯ অব্দ)—খ্রীঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে পারগেমাসের নৃপতি এট্টালাস (Attalus) তাঁহার রাজ্য এবং যাবতীয় সম্পত্তি রোমানদিগকে দান করিলেন। এট্টালাসের পিতা ইউমিনিসের ঔরসপুত্র এ্যারিষ্টোনিকাস (Aristonicus) ইহাতে আপত্তি করিলেন। তিন বৎসর যুদ্ধের পর রোমানগণের হাতে তাঁহার পরাজয় হইল।

খ্রীঃ পূঃ ১২৯ অব্দে পারগেমাস রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এশিয়া নামে পরিচিত হইল।

*খ্রীঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে রোমের অবস্থা

ভূমধ্যসাগরীয় সমগ্র অঞ্চলের অধীশ্বর রোম—ক্ষুদ্রায়তন রোম নগরী এই সময় সমগ্র সভ্য জগতের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব এবং প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। সমগ্র ইটালি জয় করিয়া রোম ভূমধ্য-সাগর তীরে অবস্থিত দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সিসিলি, সার্ডিনিয়া, কর্সিকা, স্পেন, ম্যাসিডনিয়া, গ্রীস এবং আফ্রিকা রোমের অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। এশিয়াও অল্প দিনের মধ্যেই রোমের পদানত হইল। খ্রীঃ পূঃ ১২৯ অব্দ এসিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ এই তিনটি মহাদেশেই রোম শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিত। স্বীয় প্রতিভাবলেই রোমান জাতি এই বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। শোচনীয় পরাজয় এবং নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও রোমান চরিত্রের অনন্য-সাধারণ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা এবং দেশপ্রেমিকতার গুণে তাহারা সমস্ত বিপদ কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, যুদ্ধান্তে শান্তি স্থাপনের পর বিজিত দেশ শাসনেও তাহারা অপূর্ব্ব শাসন-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। বিজিত দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং স্থানীয় আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রোম স্বীয় প্রজাপুঞ্জের হৃদয় জয় করিতে এবং তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।

খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকের ৩য় দশকে রোমে প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান বিরোধ মিটিয়া যাবতীয় অধিকার-বৈষম্য দূর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিদেশে রাজ্য-বিস্তারের ফলে দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া অভিনব অভিজাত-গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। তবে ইহাদিগের আভিজাত্য

ঐশ্বর্য্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বংশমর্য্যাদার উপর নহে। অল্পদিনের মধ্যেই রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব লাভের জন্য পুরাতন শ্রেণী-বিদ্বেষ নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

অষ্টম অধ্যায়

দ্বিতীয় পিউনিক সমরের পরবর্ত্তী যুগে রোমের পররাষ্ট্র নীতি

দ্বিতীয় পিউনিক সমরের পর প্রথম প্রথম কেবল আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টাই রোমের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল। তাহার নিজের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রচক্র গঠনে বাধা দেওয়া এই প্রকার রাষ্ট্রচক্রের নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রকে পঙ্গু করিয়া ফেলাই এই সময় রোমান নীতির লক্ষ্য ছিল। রোম-অনুসৃত এই নীতির ফলেই প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাসিডনীয় এবং সিরীয় যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ম্যাসিডন-পতি ৫ম ফিলিপ এবং সিরিয়া-রাজ ৩য় এ্যান্টিয়োকাসের উচ্চাভিলাষ সংযত করিয়া ইঁহাদের রাজ্য-বিস্তার প্রচেষ্টার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল যে সমস্ত রাষ্ট্রের বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, রোম তাহাদিগকে স্বীয় রক্ষণাধীনে গ্রহণ করিয়াছিল। রোম-অনুসৃত এই নীতি প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তি-সাম্য (Balance of Power) রক্ষার নীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। দ্বিতীয় পিউনিক সমরের পর রোম কিছুকাল নূতন রাজ্য জয়ের চেষ্টা করে নাই। বিস্তারশীল এবং উচ্চাভিলাষী শক্তিমান্ রাষ্ট্রগুলিকে দুর্ব্বল করিয়া সে তাহাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র-সমূহের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিল। এই শেষোক্ত রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রহিল সত্য; কিন্তু আভ্যন্তরীণ যাবতীয়

আশ্রিত রাজ্য

বিরোধ-নিষ্পত্তিতে ইহাদিগকে রোমের রোয়েদাদ (Award) মানিয়া লইতে হইত। ইহারা রোম ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ করিতেও পারিত না।

প্রত্যক্ষ শাসন

খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে রোমান কর্তৃপক্ষ এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া আশ্রিত রাজ্যগুলিকে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত করিলেন।

বিঃ দ্রঃ—সাইনোসেফাল্যে, ম্যাগ্নেসিয়া এবং পিড্‌নার যুদ্ধের পর রোম-অনুসৃত নীতি লক্ষ্যনীয়।

প্রদেশ

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা—কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীন রাজ্যখণ্ড প্রদেশ নামে অভিহিত হইত। ইটালির বাহিরে রোম-শাসিত যে সমস্ত অঞ্চলে প্রবীণ-পরিষদ রচিত বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী রোমান ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কর্তৃক শাসিত হইত তাহাদিগকে প্রদেশ বলা হইত। বৃহত্তর প্রদেশগুলির শাসনভার প্রো-কন্সাল (Pro-Consul)-দিগের উপর এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন প্রদেশ-গুলিব শাসনভার প্রো-প্রেটর-(Pro-Praetor) দিগের উপর অর্পিত হইত। প্রদেশপাল নিজ এলাকায় সর্বোচ্চ দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কর ধার্য্য এবং কর সংগ্রহ করিবার যাবতীয় ক্ষমতাও তাঁহারই হাতে ছিল। তিনি সাধারণতঃ এক বৎসর কাল স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। প্রাদেশিক নগর-গুলির মধ্যে কোন কোনটি স্বাধীনতা ভোগ করিত। ইহারা কোন কর দিত না। এই সমস্ত নগর প্রদেশপালের কর্তৃত্ব-নিরপেক্ষ ছিল। তবে ইহাদিগের সংখ্যা খুবই কম ছিল। করদাতার ইচ্ছানুযায়ী নগদ টাকা অথবা ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য দ্বারা কর দেওয়া চলিত।

শাসন-ব্যবস্থা

রোমান কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ স্থানীয় আইন-কানুন এবং রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ না করিলেও প্রদেশগুলির পররাষ্ট্র নীতি রোমের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত। ইহারা যুদ্ধ করিতে বা কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের

সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিত না। ইহাদিগকে পরস্পরের সহিত শান্তিরক্ষা করিয়া চলিতে হইত।

ত্রুটি

প্রদেশপাল কাগজে-কলমে প্রবীণ-পরিষদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য ছিলেন সত্য; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কাহারও অধীন ছিলেন না। প্রবীণ-পরিষদ্ বা অন্যান্য পরিষদ্গুলির পক্ষে বহুদূরে অবস্থিত প্রদেশপালদিগের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর ছিল না। প্রদেশপাল স্বৈরাচারী নৃপতির ন্যায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। অর্থ সঞ্চয়ই প্রদেশপালদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং রোমান প্রদেশপালের শাসন লুণ্ঠন এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে জবরদস্তি টাকা আদায়ের নামান্তর মাত্র। রাজস্ব ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে সাধারণ প্রজার দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা-পরিসীমা ছিল না। 'পাব্লিকানি' (Publicani) আখ্যায় অভিহিত ব্যক্তি-দিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার ভার দেওয়া হইত। বলাই বাহুল্য ইহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে যত বেশী সম্ভব টাকা আদায় করিয়া নিজেদের লাভের অঙ্ক মোটা করিবার চেষ্টা করিত।

ক্যাল্পার্নীয় আইন

খ্রী: পূ: ১৪৯ অব্দে ক্যাল্পার্নীয় আইন (Lex Calpurnia) প্রণয়ন করিয়া প্রদেশপালদিগের বিরুদ্ধে আনীত জোরজুলুম করিয়া টাকা আদায়ের অভিযোগের বিচারের নিমিত্ত প্রবীণ-পরিষদ্ হইতে কয়েকজন সদস্য লইয়া একটি স্থায়ী আদালত গঠিত হইল।

দ্রষ্টব্য ঃ—অগাষ্টাসের (Augustus) যুগ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার কোন উন্নতি সাধিত বা প্রদেশসমূহের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

*রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন

(১) অভিনব অভিজাত সম্প্রদায়—দ্বিতীয়। পিউনিক

চাকুরিজিবী অভিজাত সম্প্রদায়

সময়ের পর রোমে এক অভিনব অভিজাত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। প্যাট্রিসিয়ান সম্প্রদায় ব্যতীত অল্প কয়েকটি প্লিবিয়ান পরিবার হইতেও ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হইত। এই সমস্ত প্লিবিয়ান পরিবার এবং প্যাট্রিসিয়ানদিগকে লইয়া রোমের শাসক-গোষ্ঠী গঠিত হইল। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে প্রথম ক্যুরুল (Curule) ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিতে হইত। ক্যুরুল ম্যাজিষ্ট্রেটের বংশে জন্মগ্রহণ সাধারণের দৃষ্টিতে অতিশয় মর্য্যাদাজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। আইনতঃ যে কোন নাগরিক ক্যুরুল ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু চাকুরিজিবী সম্প্রদায় চাকুরিতে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদিগকে লইয়া অপ্টিমেট (Optimate) নামক রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্য হইতেই প্রবীণ-পরিষদের সদস্য মনোনীত হইতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবীণ-পরিষদ্‌কে সমর্থন করা 'অপ্টিমেট' দলের নীতি ছিল। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী 'পপুলেয়ার' (Populare) দল কমিশিয়ার ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করিয়া চাকুরিতে অভিজাতবর্গের একচেটিয়া অধিকার লোপ করিতে সচেষ্ট হইল।

পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ

(২) **প্রবীণ-পরিষদের প্রাধান্য**—আইন অনুসারে প্রবীণ-পরিষদ্ কেবল পরামর্শ দিতে পারিতেন। আইনের দৃষ্টিতে পরিষদের কোন নিজস্ব ক্ষমতা ছিল না। আসলে কিন্তু পরিষদ্‌ই রোমের প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদে পরিণত হইয়াছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদই প্রবীণ-পরিষদের প্রাধান্য লাভের কারণ। ইটালির বাহিরে রাজ্য বিস্তার এবং বার বার বৈদেশিক যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত জটিল এবং নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছিল, অন্যান্য পরিষদসমূহ কর্ত্তৃক তাহাদের সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব ছিল না। ভোটদাতার সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। অনেক ভোটদাতাই রোম হইতে বহু দূরে

বাস করিতেন। অনেকে সৈন্যদলে যোগদান করিয়া বিদেশে অবস্থান করিতেন। সুতরাং ইঁহাদিগকে এক জায়গায় পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। সমবেত হইলেও ইঁহারা সামরিক এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলির উপর সুচিন্তিত মতামত দিতে পারিতেন না। এই সমস্ত বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত দিতে হইলে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এইজন্যই প্রবীণ-পরিষদের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল। রোমের সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিশারদ নাগরিকগণের সমবায়ে গঠিত এই পরিষদের সদস্যগণ সকলেই অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট। শাসন-কার্য্য পরিচালনায় ইঁহাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। চাকুরিজীবী অভিজাতগোষ্ঠীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিয়াছিল। ইহার সদস্যগণ সকলেই এক সময় 'ক্যুরুল' ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং এই পরিষদ্ অভিজাত সম্প্রদায়ের মুখপাত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। স্বার্থের খাতিরেই অভিজাতগোষ্ঠীর প্রবীণ-পরিষদের প্রাধান্য স্থাপনের সহায়ক হইয়াছিলেন। রোমান রাষ্ট্রের অধীন কর্ম্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা এবং সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য্য ছিল। প্রবীণ-পরিষদ এই প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছিল।

প্রবীণ-পরিষদ্ এবং অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

গঠনতন্ত্র : কর্ত্তব্য

অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মধ্য হইতে ৩০০ জনকে লইয়া প্রবীণ-পরিষদ গঠিত হইল। সেন্সর (Censor) অভিধেয় কর্ম্মচারীগণ পরিষদের সদস্য মনোনয়ন করিতেন। তাঁহারা পদচ্যুত না করিলে সদস্যগণ যাবজ্জীবন স্ব-স্ব আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। আইনতঃ কোন ক্ষমতার অধিকারী না হইলেও শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে পরিষদের মতামত সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইহার সম্মতি ব্যতীত কোন আইনের প্রস্তাব পেশ করা চলিত না। অনেক ক্ষেত্রে

পরিষদের সিদ্ধান্তই (Senatus Consulta) আইনের স্থান গ্রহণ করিত। সাম্রাজ্যের আর্থিক নীতি, প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণে প্রবীণ-পরিষদই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

(৩) **ট্রিবিউনগণ**—প্রথম প্রথম অভিজাতবর্গের অত্যাচার হইতে প্লিবিয়ানদিগকে রক্ষা করাই ট্রিবিউনদিগের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু সামাজিক বৈষম্য বিলোপের পর খুব কমই ট্রিবিউনদিগের সহায়তা প্রয়োজন হইত। এই সময় হইতে ইঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কমিশিয়া ট্রিবিউটাতে আইনের প্রস্তাব পেশ করিতেন এবং সমস্ত বিষয়েই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এইভাবে ইঁহারা কন্সালগণ কর্তৃক প্রবীণ-পরিষদের আহ্বান বন্ধ করিয়া দিতে এবং তাঁহাদিগের দ্বারা আইনের প্রস্তাব উত্থাপনে বাধা দিতে পারিতেন। ট্রিবিউনদিগের গায়ে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং প্রবীণ-পরিষদ্ তাঁহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। কিন্তু কোন ট্রিবিউন ইচ্ছা করিলে কন্সালদিগকে কারারুদ্ধ করিতে পারিতেন। প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে অনেক সময় ট্রিবিউনদিগের সহায়তা প্রার্থনা করা হইত। ফলে ইঁহারা ক্রমেই রাজনৈতিক দলবিশেষের সমর্থক হইয়া উঠিলেন। ক্ষমতা বৃদ্ধি

(৪) **এক-নায়কত্ব (Dictatorship)**—রোমান সাধারণতন্ত্রের প্রথম দিকে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এক-নায়ক নিয়োগ করা হইত। কিন্তু দ্বিতীয় পিউনিক সমরের পর হইতে আর এই প্রকার রাজপুরুষের কথা শোনা যায় না বলিলেও চলে। এই যুগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে এক-নায়কের মত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আর প্রয়োজন হইত না। তবে আভ্যন্তরীণ সঙ্কট উপস্থিত হইলে প্রবীণ-পরিষদ

কন্সালদিগের হস্তে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিতেন। প্রবীণ-পরিষদের এই কার্য্য আইনানুগ কিনা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

* রোমের শাসন-ব্যবস্থা : প্রকৃত প্রস্তাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের শাসন

ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অবৈতনিক : একমাত্র সম্পন্ন নাগরিকদিগের পক্ষেই উচ্চপদে কার্য্য করিবার সামর্থ্য

নামে সাধারণতন্ত্র হইলেও রোমের শাসন-ক্ষমতা কার্য্যতঃ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। বিদেশে রাজ্যবিস্তারের ফলে রোমে ঐশ্বর্য্যের ভিত্তিতে গঠিত অভিনব আভিজাত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল।

(১) বংশগত সুযোগ-সুবিধা দূর হওয়ার ফলে ক্ষমতা ক্রমেই বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের কবলিত হইতে আরম্ভ করিল এবং বিত্তবান্ নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ পদগুলিতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিলেন। উচ্চতর ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কোন বেতন ত পাইতেনই না উপরন্তু জনসাধারণের চিত্তবিনোদন-ব্যবস্থার জন্য তাঁহাদিগকে অপরিমিত অর্থব্যয় করিতে হইত। ভোটাধিকারী নাগরিকগণের মনোরঞ্জনের জন্যই তাঁহারা এই ব্যয় করিতে বাধ্য হইতেন। অনেক সময়ই তাঁহাদিগকে অর্থদ্বারা ভোট ক্রয় করিতে হইত। সুতরাং বিত্তবান্ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে উচ্চপদ লাভের আশা আকাশকুসুম মাত্র ছিল। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বিত্তবান্ অভিজাতবর্গের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই গণ্ডীর বহির্ভূত কেহ সহজে দলে স্থান পাইতেন না।

(২) রাষ্ট্রের আসল কার্য্যনির্ব্বাহক প্রতিষ্ঠান প্রবীণ-পরিষদের সদস্যগণ সকলেই অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সুতরাং এই পরিষদকে অভিজাতবর্গের প্রতিনিধি স্থানীয় মনে করা যাইতে পারে। এইভাবে প্রবীণ-পরিষদ্ সমগ্র জাতির মুখপাত্র না হইয়া সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটার

গঠন হইতে বোঝা যায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিবর্ত্তে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য রক্ষার জন্যই ইহার গঠনতন্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছিল।

(৩) প্রবীণ-পরিষদ দশজন ট্রিবিউনের মধ্যে অন্ততঃ এক জনকে 'ভেটো' প্রয়োগে সম্মত করিয়া বাকী নয় জনের সমস্ত কাজ স্থগিত রাখিয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিতেন। সুতরাং রোমের রাষ্ট্রব্যবস্থা বাহ্যতঃ সাধারণতান্ত্রিক হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অভিজাত-তন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল।

বিজয়-সম্বর্দ্ধনা (Triumph)—চতুরশ্ব-বাহিত রথে শোভাযাত্রা সহকারে সমরজয়ী রোমান সেনাপতির নগরপ্রবেশ বিজয়-সম্বর্দ্ধনা নামে অভিহিত হইত। যুদ্ধবন্দীগণ এবং যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার এই বিজয়যাত্রার পুরোভাগে এবং বিজয়ী সৈন্যবাহিনী ইহার পৃষ্ঠ-দেশে স্থাপিত হইত। বিজয়যাত্রা দ্বারা সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা রোমান সেনানায়কের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ সম্মান বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রবীণ-পরিষদ ব্যতীত অপর কাহারও বিজয়যাত্রার অনুমতি দিবার অধিকার ছিল না।

নবম অধ্যায়

রোম কর্ত্তৃক ইটালির বাহিরে রাজ্যজয়ের পরিণাম

গ্রীক প্রভাব: ইহার স্বরূপ ও পরিণাম—রোমান সভ্যতার তুলনায় পূর্ণ, পরিণত এবং উন্নত গ্রীক সভ্যতা রোমের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রোমের বাহুবলের নিকট পরাজিত গ্রীস

রোমান জনসাধারণ কর্তৃক গ্রীক চরিত্রের দোষ ক্রটির অনুকরণ

রোমে গ্রীক প্রভাব

ভাব-জগতে বিজেতার উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীসের শিল্প, সাহিত্য এবং রীতি-নীতি বিশেষভাবে রোমকে প্রভাবিত করিয়াছিল। গ্রীক আচার্য্যগণ রোমের যুবসম্প্রদায়ের আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইটালির রাজনীতিক্ষেত্রে রোমের প্রভাব অটুট থাকিলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীকপ্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক রোমান নাগরিকই গ্রীসীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রভাবে যথার্থ উপকৃত হইয়াছিল। গ্রীক সভ্যতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের রসগ্রহণে অক্ষম সাধারণ রোমবাসীর অধিকাংশই গ্রীসের বিলাসিতার জন্যই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহারা গ্রীকদিগের দোষগুলি অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। ফলে সর্ব্বশ্রেণীর রোমবাসীর মধ্যে বিলাসিতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এইভাবে গ্রীক প্রভাব রোমের সমাজ-জীবনে বিরাট আলোড়নের ঢেউ তুলিয়া তাহার ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ রোমের গণ-মানসে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং নির্ব্বিচারে সুপ্রাচীন প্রথা এবং কর্ত্তৃত্বভোগীদিগের আনুগত্য স্বীকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিল।

রোমবাসীর নৈতিক অধোগতি

১। **সামাজিক ফলাফল**—বিদেশে রাজ্যবিস্তারের ফলে রোম সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। নবলব্ধ সমৃদ্ধি এবং গ্রীক-সংস্কৃতির অবাঞ্ছিত প্রভাবে রোমে বিলাসিতা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ব্যাকাস (Bacchus) দেবের উৎসব এবং গ্ল্যাডিয়েটরদিগের মল্লক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসনে রোমবাসীর আসক্তি হইতে তাহাদের অধঃপতনের প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমবাসীর নৈতিক জীবন ক্রমেই দুর্নীতি-কলুষিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

২। **রাজনৈতিক ফলাফল**—ঐশ্বর্য্যের ভিত্তিতে গঠিত এক অভিনব অভিজাত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে পুরাতন শ্রেণী-বৈষম্য অন্তর্হিত হইল সত্য; কিন্তু সমাজ বিত্তবান্ এবং বিত্তহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রথমোক্ত শ্রেণী 'অপ্টিমেট্স্' (Optimates) এবং শেষোক্ত শ্রেণী 'পপুলেয়ারস্' (Populares) নামে পরিচিত হইল।

নির্ব্বাচনকালে উৎকোচ প্রদান এবং উৎকোচ গ্রহণ

প্রত্যেক উচ্চাভিলাষী রোমান নাগরিক একান্তভাবে প্রদেশপালের পদলাভের কামনা করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বে যাঁহারা অন্যান্য উচ্চপদে কাজ করিয়াছেন সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই এই পদ দেওয়া হইত। সুতরাং উচ্চাভিলাষী রোমান নাগরিকগণ সদসৎ যে কোন উপায়ে সরকারী চাকুরি লাভের চেষ্টা করিতেন। ফলে নির্ব্বাচনকালে অবাধে উৎকোচ প্রদান এবং উৎকোচ গ্রহণ চলিতে লাগিল। পদপ্রার্থীদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা দিতেন, দরিদ্র ভোটদাতাগণ তাঁহাদিগকেই ভোট দিতেন। এইভাবে রোমের রাজনৈতিক জীবন কলুষিত হইয়া পড়িল।

প্রবীণ-পরিষদের কর্তৃত্ব লাভ

ইটালির বাহিরে যুদ্ধের যুগে বহু নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছিল। বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী রাজনীতিবিশারদ নাগরিকদিগের প্রতিষ্ঠান প্রবীণ-পরিষদের উপর এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের ভার পড়িয়াছিল। ফলে শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে পরিষদ্‌ই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কন্সালগণ কর্ত্তৃক পরিষদের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হওয়া দূরের কথা, তাঁহারাই ইহার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৩। **অর্থনৈতিক ফলাফল**—বিদেশে দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধের ফলে চাষের কাজ উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষক-ভূম্যধিকারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল। যাহারা যুদ্ধ করিতে বিদেশে গিয়াছিল, দেশে ফিরিবার পর চাষের কাজে আর তাহাদের মন বসিল না। সুতরাং

পরিষদের অযোগ্য সদস্যগণ বহিষ্কৃত হইলেন। স্পেনের প্রদেশপাল গ্যাল্বা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক লুসিটানীয়দিগকে হত্যা করিয়া রোমের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া ক্যাটো গ্যাল্বাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। অপরাধী উচ্চ পদাধিকারী হইলেও ক্যাটোর হাতে তাঁহার নিস্তার ছিল না। এই সমস্ত কঠোরতার ফলে অনেকেই ক্যাটোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাটো তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

গ্রীক সংস্কৃতির প্রতি মনোভাব

সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার একনিষ্ঠ সমর্থক ক্যাটো বিদেশ হইতে আমদানি করা বিলাসপরায়ণতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহাকে প্রাচীন রোমান আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক বলিয়া গণ্য করা হইত। তাঁহার চরিত্রে বদ্ধমূল গ্রীক-বিদ্বেষের জন্য তিনি রোমে গ্রীক ভাবধারা এবং গ্রীক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ক্যাটো বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে গ্রীক প্রভাব রোমের জাতীয় জীবনের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিবে। পরে বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবশেষে ক্যাটোই শেষজীবনে গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ব্যর্থতা

ক্যাটোর অদূরদর্শী-নীতি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। তিনি রোমবাসীকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু তিনিই আবার দাস-শ্রমিক নিয়োগের সমর্থনও করিতেন। অথচ এই দাস শ্রমিকগণই শ্রমিকদিগকে বৃত্তিহীন করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। মূর্খ-বৈদ্য যেমন রোগের মূল কারণের প্রতি মনোযোগী না হইয়া তাহার উপসর্গগুলি দূর করিতে সচেষ্ট হন ক্যাটোও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। পরিবর্ত্তন এবং প্রগতিবিরোধী ক্যাটোকর্ত্তৃক যুগধর্ম্মের বিরোধিতা জলপ্রপাতের গতি পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টার সহিত তুলনা করা যায়।

শত্রু-মিত্র, দাস-দাসী ইত্যাদি সকলের প্রতি আচরণেই ক্যাটো নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু দুর্নীতির স্রোত যে যুগে রোমের রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছিল, সে যুগেও কর্ত্তব্যে অবিচল ক্যাটো কোনদিনই উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। শেষজীবনে তিনি কার্থেজ ধ্বংসের চেষ্টায় কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাহার চরিত্র

দশম অধ্যায়

বিপ্লবের সূচনা

খ্রীঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে রোমে যে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হয়, সাধারণ-তন্ত্রের অস্তিত্বলোপে এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় তাহার পরি-সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। এই বিপ্লব মূলতঃ প্রবীণ-পরিষদ এবং জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সঙ্ঘর্ষ। প্রবীণ-পরিষদ অন্যায়ভাবে লব্ধ ক্ষমতার সংরক্ষণের এবং জনগণ হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের আশায় পরস্পরের সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। জনসাধারণ প্রথমতঃ সমস্ত সরকারী জমি সমভাবে বণ্টন করিয়া দিবার দাবী জানাইল। পরে তাহারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ফলে যে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল, তাহাতে রোমে ক্রমে দলীয় বিরোধ এবং এক-নায়কত্বের যুগ আসিয়া পড়িল। এই এক-নায়কত্ব সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাভাষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিভিন্ন দলের কলহ

***গ্র্যাক্কি ভ্রাতৃদ্বয়-প্রবর্ত্তিত সংস্কারের প্রাক্কালে রোমের অবস্থা**—(১) খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকের মধ্যভাগে সমাজের মেরুদণ্ড-স্বরূপ সম্পন্ন কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের ঘোরতর ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। *গ্র্যাকীয় সংস্কারের উদ্দেশ্য

বিত্তবান্ ভূম্যধিকারী এবং জোতদারগণ কর্ত্তৃক পরস্পর সংলগ্ন বহু জমি চাষ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত এবং বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে শস্য আমদানির ব্যবস্থা হওয়ার ফলে ইহারা জীবন-সংগ্রামে হটিয়া গিয়াছিল। অনেকে স্বেচ্ছায় বাড়ীঘর ছাড়িয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশে চলিয়া গেল। বিদেশে মূলধন খাটাইয়া তাহারা দেশের তুলনায় অনেক বেশী লাভ করিতে পারিত। অনেকে আবার সৈন্যদলে যোগদান করিল। ফলে পল্লীঅঞ্চলের জন-সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল।

পল্লী-অঞ্চলের উদ্বাস্তু অধিবাসিগণ

(২) লিসিনীয় বিধানাবলী প্রয়োগ না করিবার ফলে সম্পন্ন নাগরিকগণ প্রত্যেকে বহু ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া বসিয়াছিলেন। ইঁহারা এবং প্রতিপত্তিশালী নাগরিকগণ সরকারী জমির একচেটিয়া মালিকানা লাভ করিয়াছিলেন। কৃষিজীবীদিগের ইহাতে চরম দুর্গতির কারণ হইয়াছিল। বহু কৃষিক্ষেত্র পশুচারণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

দাস-শ্রমিক

(৩) ক্রীতদাসদিগকে শ্রমিকের কার্য্যে নিয়োগের প্রথা প্রচলিত হওয়ায় স্বাধীন শ্রমিকগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিল। পুঁজিবাদী সম্প্রদায় একবার যখন বুঝিতে পারিল যে মজুরির বিনিময়ে স্বাধীন শ্রমিক নিয়োগের পরিবর্ত্তে দাসদিগকে শ্রমিকের কাজে লাগানো অধিকতর সুবিধাজনক, তখন স্বভাবতঃই স্বাধীন শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া গেল। ফলে মজুরির হারও হ্রাস পাইল।

(৪) বিষয়-সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া যাওয়ার পর পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ শহরে যাইয়া মিলিত হইতেছিল। শহরে তাহারা ধনবান্ অভিজাতগণের আশ্রিত পরগাছায় পরিণত হইল। অভিজাত নাগরিকগণও ভোটের লোভে বিনামূল্যে খাদ্য জোগাইয়া এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করিয়া এই উদ্বাস্তুদিগের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

সংক্ষিপ্তসার—অর্থনৈতিক কারণেই এই যুগে জনগণ সর্ব্বাধিক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। লিসিনীয় বিধানাবলী কার্য্যে পরিণত না হওয়ার ফলে সম্পন্ন নাগরিকগণ প্রায় সমস্ত চাষের জমি হস্তগত করিয়া অধিক পরিমাণে অনেক জমি চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইঁহারা কৃষিক্ষেত্রকে পশুচারণক্ষেত্রে পরিণত করিয়া এবং ক্রীতদাসদিগকে চাষের কাজে লাগাইয়া অল্প জমির মালিক সাধারণ কৃষককুলকে বিত্ত এবং বৃত্তিহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত উদ্বাস্তু শহরে যাইয়া পরান্নভোজী ও পরাশ্রয়ীতে পরিণত হইয়া অধঃপতনের গভীর তলে নিমজ্জিত হইতেছিল।

টাইবেরিয়াস গ্র্যাকাস (Tiberius Gracchus)

প্রথম জীবন—স্পেনে শান্তি-সংস্থাপক সেম্প্রোনিয়াস গ্র্যাকাস এবং (বড়) সিপিও আফ্রিকানাসের কন্যা কর্ণেলিয়ার (Cornelia) পুত্র টাইবেরিয়াস অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। মাতা কর্ণেলিয়া অতিশয় যত্নের সহিত টাইবেরিয়াস এবং তদীয় অনুজ ক্যেয়াসকে (Caius) লালনপালন করিয়াছিলেন। টাইবেরিয়াস আড়ম্বরহীনতা এবং প্রতিপক্ষের যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিবার ক্ষমতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় পিউনিক সমর এবং স্পেনে সঙ্ঘটিত ন্যুম্যান্টীয় সমরে যোগদান করিয়া তিনি সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

***টাইবেরিয়াস প্রবর্ত্তিত সংস্কারের উদ্দেশ্য**—এট্রুরিয়ার পথে স্পেনে যাইবার কালে টাইবেরিয়াস সর্ব্বপ্রথম স্বচক্ষে ইটালির দুর্গতি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ক্রীতদাসের দল যে স্বাধীন ক্ষেত-মজুরদিগের স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহা তাঁহার চোখ এড়াইল না। নগরবাসীদিগের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামও তিনি লক্ষ্য করিলেন। টাইবেরিয়াস এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প

কৃষক-ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা : সরকারী জমির অংশ প্রদান

হইলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষক-ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবন টাইবেরিয়াসের নীতির লক্ষ্য ছিল। বিত্তবান্ ভূম্যধিকারীগণ লিসিনীয় বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া যে সমস্ত সরকারী জমি অধিকার করিয়াছিল, তিনি তাহা কাড়িয়া লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া দরিদ্র কৃষকদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন।

লিসিনীয় বিধানাবলীর সংশোধন

ভূমিসংক্রান্ত আইন—খ্রীঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে ট্রিবিউন নির্ব্বাচিত হইয়াই টাইবেরিয়াস লিসিনীয় বিধানাবলী সংশোধনের প্রস্তাব করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে—

(১) কেহ ৫০০ জ্যুগেরার অধিক সরকারী জমি পাইবে না। তবে কাহারও যদি দুইটির অধিক পুত্র থাকে, তাহাদের মধ্যে ২ জনের জন্য ২৫০ জ্যুগেরা হিসাবে অতিরিক্ত আরও ৫০০ জ্যুগেরা পাওয়া যাইবে।

(২) এতদতিরিক্ত জমির দখলদারদিগকে অতিরিক্ত জমি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ইহার জন্য তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

(৩) এইভাবে যে জমি পাওয়া যাইবে দরিদ্র নাগরিকদিগের মধ্যে মাথা পিছু ৩০ জ্যুগেরা হিসাবে তাহা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। যাহারা এই জমি পাইবে তাহারা ইহা বিক্রয় বা অন্যভাবে হস্তান্তরিত করিতে পারিবে না।

(৪) এই আইন যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রতিবৎসর ৩ জন কমিশনার নির্ব্বাচিত হইবেন।

আইনের বিরোধিতা

ভূস্বামীসম্প্রদায় টাইবেরিয়াসের প্রস্তাবিত আইনের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল সরকারী জমি ভোগ করিবার ফলে তাঁহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ইহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে টাইবেরিয়াস প্রবীণ-পরিষদের মতামত গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং পরিষদও ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। প্রবীণ-পরিষদের বিনানু-

মতিতে আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া টাইবেরিয়াস চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। রুষ্ট পরিষদ ট্রিবিউন অক্টেভিয়াসকে (Octavius) এই প্রস্তাব 'ভেটো' অর্থাৎ নাকচ করিয়া দিতে প্ররোচিত করিলেন। টাইবেরিয়াস প্লিবিয়ান পরিষদের (Assembly of the Plebs) সহায়তায় অক্টেভিয়াসকে পদচ্যুত করিয়া ইহার উত্তর দিলেন।

টাইবেরিয়াস কর্তৃক শাসন-তান্ত্রিক বিধান লঙ্ঘন

অক্টেভিয়াসের পদচ্যুতি রোমের শাসনতান্ত্রিক বিধানের বিরোধী। ট্রিবিউনরূপে তিনি যে কোন প্রস্তাব আইনতঃ ভেটো করিবার অধিকারী ছিলেন। টাইবেরিয়াসের শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংস্কারের এবং বৈপ্লবিক উপায়ে এই সংস্কার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিবার অভিযোগ করিলেন। অধিকতর গণ-সমর্থন লাভের আশায় টাই-বেরিয়াস প্রস্তাব করিলেন যে পারগেমাস-রাজ এট্টালাস রোমকে যে বিপুল ঐশ্বর্য্য দান করিয়া গিয়াছেন, নিঃস্ব নাগরিকদিগের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাবদ্বারা প্রদেশিক শাসন-ব্যবস্থা এবং সরকারী অর্থ বিভাগের উপর কর্তৃত্বে প্রবীণ-পরিষদের হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। তৎপ্রণীত আইন কার্য্যকরী করিবার জন্য এবং ক্রুদ্ধ অভিজাতগণ যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে স্বীয় কার্য্যকালের অবসানে টাইবেরিয়াস পুনরায় ট্রিবিউনপদের প্রার্থী হইলেন। রোমান আইন অনুযায়ী কেহ পর পর দুই বৎসর একই ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কাজ করিতে পারিতেন না। প্রবীণ-পরিষদের সমর্থকগণ অভিযোগ করিলেন যে টাইবেরিয়াস স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। নির্ব্বাচনকালে প্রবীণ-পরিষদের সমর্থকদিগের ইঙ্গিতে সঙ্ঘটিত সঙ্ঘর্ষের সময় উন্মত্ত জনতা টাইবেরিয়াসকে হত্যা করিল। রোমের ইতিহাসে অন্তর্বিরোধে এই প্রথম রক্তপাত। এইভাবে শতবর্ষব্যাপী যে বিপ্লব এবং রক্ত-রঞ্জিত বিরোধের সূচনা হয়, তাহাই একদিন রোমান সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।

প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ

টাইবেরিয়াসের নিধন

ধৈর্য্যের অভাব এবং ভুল

টাইবেরিয়াসের ব্যর্থতার কারণ—টাইবেরিয়াস গ্র্যাকাসের জীবন-কথা রোমান ইতিহাসের একটি করুণ কাহিনী। তাঁহার সংস্কার প্রচেষ্টার পশ্চাতে ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য ছিল না। নিষ্কাম স্বদেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ টাইবেরিয়াস রাজনৈতিক বিরোধের আবর্ত্তে পতিত হইয়া উত্তেজনার মুখে কতকগুলি গুরুতর ভুল করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তিনি নিয়মতান্ত্রিক বিধান লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। ফলে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভ না করিয়াই তিনি শক্তিমান প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অসাধু এবং চপলমতি জনসাধারণের সহায়তার ভরসাতেই তিনি পরিষদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, তিনি যে সমস্ত অনাচার দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, রোমের দোষ-দুষ্ট সমাজ-ব্যবস্থাই তাহার মূল কারণ। কিন্তু তিনি এই দূষিত-ব্যবস্থা সংস্কার করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। টাইবেরিয়াস-পরিকল্পিত সংস্কারের সফলতার জন্য প্রথমেই দাস-শ্রমিক নিয়োগের প্রথা উঠাইয়া দিবার এবং রোমান নাগরিকগণ যে সমস্ত অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু টাইবেরিয়াস তৎপরিবর্ত্তে ইহাদের কুফলগুলি দূর করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহাকে ব্যর্থতা বরণ করিতে হইয়াছিল।

***ক্যেয়াস গ্র্যাকাস**—টাইবেরিয়াসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্যেয়াস গ্র্যাকাস এক সময় সার্ডিনিয়াতে কোয়েষ্টর ছিলেন। অগ্রজের শোচনীয় মৃত্যুর পর তিনি কিছুকাল রাজনীতির সংশ্রব বর্জন করিয়াছিলেন। পরে খ্রীঃ পূঃ ১২৩ অব্দে তিনি ট্রিবিউন নির্ব্বাচিত হইলেন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য

***ক্যেয়াসের-নীতি**—টাইবেরিয়াস গ্র্যাকাস কেবল সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে প্রবীণ-

পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হস্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যাস্ত করাই ক্যেয়াসের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার জনহিতকর সংস্কার-প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া তিনি তাহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। একটিমাত্র সম্প্রদায়ের সমর্থনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া টাইবেরিয়াস যে ভুল করিয়াছিলেন, ক্যেয়াস তাহার পুনরাবৃত্তি করেন নাই এবং জনসাধারণ, যোদ্ধৃসম্প্রদায় এবং ইটালিবাসী রোমান প্রজা সকলেরই সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন।

ক্যেয়াস-প্রণীত আইন—ক্যেয়াস প্রণীত আইনসমূহকে নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(ক) সেম্প্রোনীয় বিধানাবলী (Sempronian Laws)—(১) ক্যেয়াস তদীয় ভ্রাতা প্রণীত কৃষি-আইন পুনঃপ্রবর্তিত করিয়া ইটালিতে এবং ইটালির বাহিরে রোমান উপনিবেশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আফ্রিকাতে যেখানে একদিন কার্থেজ নগর অবস্থিত ছিল, তিনি সেখানে জুনোনিয়া (Junonia) নামক একটি নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি এই উপনিবেশে রোমবাসী এবং ইটালিবাসী এই উভয়শ্রেণীর রোমান প্রজাকে জায়গা-জমি দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। (২) ক্যেয়াস নাগরিকদিগের নিকট বাজারদর অপেক্ষা সুলভ মূল্যে শস্য বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। এইভাবে দরিদ্র জনসাধারণের ভরণপোষণের সরকারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল (৩) ক্যেয়াস আরও ঘোষণা করিলেন যে সরকারী ব্যয়ে সৈন্যগণকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইবে। এই সমস্ত আইনের দ্বারা ক্যেয়াস জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সামাজিক সংস্কার

(খ) রাজনৈতিক সংস্কার—(১) ক্যেয়াস আইন করিলেন যে উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকগণকে লইয়া গঠিত আদালতে

প্রবীণ-পরিষদের বিচার কর্ত্তৃত্ব এবং প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় উপর কর্ত্তৃত্ব হ্রাস

অসাধু প্রদেশপালগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিচার হইবে। এতদিন প্রবীণ-পরিষদের সদস্যগণের সমবায়ে গঠিত আদালতে এই সমস্ত অভিযোগের বিচার হইত। নূতন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক শাসন-ব্যস্থার উপর প্রবীণ-পরিষদের কর্ত্তৃত্ব লোপ পাইল। (২) ক্যেয়াস প্রণীত অপর একটি আইনের বলে এশিয়ার রাজস্ব সংগ্রহের ভার উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকগণকে দেওয়া হইল। ফলে প্রাদেশিক রাজস্বের উপরও প্রবীণ-পরিষদের কর্ত্তৃত্ব লোপ পাইয়াছিল; (৩) বাৎসরিক নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচিত কন্সালগণের মধ্যে কাহাকে কোন্ প্রদেশের শাসনভার দেওয়া হইবে, প্রবীণ-পরিষদ তাহা স্থির করিতেন। পরিষদ এই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়া স্বীয় সমর্থকদিগকে সমৃদ্ধ এবং বিরুদ্ধবাদীদিগকে দরিদ্র প্রদেশগুলির শাসনভার অর্পণ করিতেন। ক্যেয়াস আইন করিলেন যে কন্সাল নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই কাহাকে কোন্ প্রদেশের শাসনভার দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে। ফলে প্রবীণ-পরিষদ নিজের দলপুষ্ট করিবার মস্ত একটি সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন। (৪) ক্যেয়াসের অপর একটি আইনের বলে নাগরিকদিগকে প্রবীণ-পরিষদের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করিবার অধিকার দেওয়া হইল।

রোমের ইটালীয় প্রজাদিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদানের প্রয়াস: পতন

ক্যেয়াস গ্র্যাকাসের পতন—ক্যেয়াস প্রবর্ত্তিত সংস্কারের ফলে অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইয়াছিল। সুতরাং অভিজাতগণ তাঁহাকে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। খ্রীঃ পূঃ ১২২ অব্দে তিনি পুনরায় ট্রিবিউন নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহারা ঈপ্সিত সুযোগ পাইলেন। নির্ব্বাচনের পর ক্যেয়াস ল্যাটিন উপনিবেশগুলিকে রোমান নাগরিকের অধিকার এবং রোমের ইটালীয় মিত্রবর্গকে ল্যাটিন নাগরিকের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। ফলে রোমের জনসাধারণ তাঁহার উপর খড়গহস্ত হইয়া উঠিল। এই সুযোগে ক্যেয়াসের জনপ্রিয়তা আরও হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে প্রবীণ-

পরিষদ অন্যতম ট্রিবিউন লিভিয়াস ড্রুসাসকে (Livius Drusus) জনসাধারণের পক্ষে অধিকতর লোভনীয় সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সম্মত করিলেন। ফলে কোয়াসের জনপ্রিয়তা একেবারেই হ্রাস পাইল। তিনি পুনরায় ট্রিবিউন নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। প্রবীণ-পরিষদ তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার পর পরিষদের ইঙ্গিতে সঙ্ঘটিত একটি সঙ্ঘর্ষে কোয়াস গ্র্যাকাস এবং তাঁহার অনেক অনুচর নিহত হইলেন।

কোয়াস গ্র্যাকাসের কার্য্যের সমালোচনা—কোয়াস গ্র্যাকাস-প্রবর্ত্তিত যাবতীয় সংস্কার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত সংস্কারের ফলে ইটালির অর্থনৈতিক সঙ্কটমোচন বা শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয় নাই। অল্পমূল্যে শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা সরকারকে রিক্ত করিয়া দিয়াছিল এবং জনসাধারণ শ্রমবিমুখ হইয়া রাষ্ট্র-পোষিত ভিক্ষুকে পরিণত হইয়াছিল। রাজধানীতে গেলে কাজ না করিয়াও খাইতে পাওয়া যাইবে এই আশায় পল্লী-অঞ্চল হইতে দলে দলে লোক রোমে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ফলে পল্লীসমূহ অতি দ্রুত-গতিতে জনহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। কোয়াস উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-রিক্ত নাগরিকগণকে লইয়া যে বিচারালয় গঠন করিয়াছিলেন, কার্য্যকালে দেখা গেল যে তাহা প্রবীণ-পরিষদের সদস্য-গঠিত আদালত অপেক্ষাও অসাধু, স্বার্থপর এবং দুর্নীতিপরায়ণ। এশিয়াতে তৎপ্রবর্ত্তিত রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণ উৎপীড়িত হইয়াছিল। কিন্তু কোয়াস-প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি এবং কুফল সত্ত্বেও তাঁহার নাম রোমের ইতিহাসে চিরকাল অমর অক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিত্তবান্ পুঁজিপতিদিগকে রাষ্ট্রিক মর্য্যাদা প্রদান করিয়া তিনি সমাজের উচ্চতর স্তরে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রবীণ-পরিষদ এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধের

কোয়াসের সংস্কারের ফলাফল

গুরুত্ব

সূচনা হইয়াছিল, নাতিদূর ভবিষ্যতে তাহাই রোমে সর্ব্বনাশা গৃহ-যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতার উপর তিনি যে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিলেন, পরিষদ কোনদিনই তাহার ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। রোমের রাজনৈতিক নেতাদিগের মধ্যে কেয়াস গ্র্যাকাসই সর্ব্বপ্রথম ইটালির ভৌগোলিক সীমাবহির্ভূত অঞ্চলের অধিবাসী রোমান প্রজাদিগকে রোমবাসীদিগের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। ইটালিতে এবং ইটালির বাহিরে তৎকর্তৃক উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনাকে পরবর্ত্তী যুগের রোমান প্রভাব বিস্তার করিবার গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার অগ্রদূতরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

আপাত ব্যর্থতা

টাইবেরীয়াস গ্র্যাকাস এবং কেয়াস গ্র্যাকাসের কার্য্যের গুরুত্ব—আপাত দৃষ্টিতে গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সংস্কারের ফলে কৃষকের সংখ্যা বর্দ্ধিত বা ক্রীতদাসের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যারও কোন সমাধান হয় নাই, কিন্তু একথা সত্য যে তাঁহাদের সংস্কার-প্রচেষ্টা সমাজ-দেহে যে প্রাণের স্পন্দন জাগ্রত করিয়াছিল, অদূর ভবিষ্যতে তাহাই রোমে নববিধান প্রবর্ত্তনের সহায়ক হইয়াছিল। তাঁহাদের আন্দোলন রাষ্ট্র এবং সমাজ-ব্যবস্থার কতকগুলি দোষত্রুটির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই আন্দোলনের ফলেই গণতান্ত্রিক দলের সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতার উপর তাঁহারা যে আঘাত হানিয়াছিলেন তাহাতে পরিষদের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পরিষদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেয়াস গ্র্যাকাসের সমর্থনে উৎসাহিত রোমের ইটালীয় মিত্রবর্গ সক্রিয় হইয়া উঠিয়া তীব্র সংগ্রামের পর অবশেষে রোমান নাগরিকের পূর্ণ অধিকার লাভ

করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয় এবং তাঁহাদের অনুচরবর্গকে হত্যা করাইয়া প্রবীণ-পরিষদ যে অসদ্দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন পরিণামে তাহা বিষময় ফল প্রদান করিয়াছিল। এই সময় হইতেই রোমে দলগত বিরোধে রক্তপাত সঙ্ঘটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে বিরোধীদলকে সমূলে ধ্বংস করা আর অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইত না। রোমান চরিত্রের দুইটি প্রধান গুণ—আইনানুগত্য এবং নিয়মানুবর্তিতা অন্তর্হিত হইল। রোম সাধারণতন্ত্র ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইল। এই সমস্ত কারণেই গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয় রোমের ইতিহাসে মহাবিপ্লবের অগ্রদূতরূপে পরিচিত।

উদ্দেশ্য এবং নীতির পার্থক্য

***টাইবেরিয়াস গ্র্যাকাস এবং কেয়াস গ্র্যাকাসের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনা**—প্রধানতঃ বিত্তহীন কৃষিজীবী-সম্প্রদায়ের সমর্থক টাইবেরিয়াস গ্র্যাকাস কৃষক-ভূম্যধিকারীদিগকে পূর্ব্ব অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইটালির অধিবাসিগণ যেন ক্রীতদাস না হইয়া স্বাধীন নাগরিক হয় এবং কৃষিকার্য্য যেন পশুপালনের স্থান গ্রহণ করে তিনি এই কামনা করিতেন। সুতরাং টাইবেরিয়াসকে নিঃসন্দেহে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারকরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা মোটেই নিয়মানুগ নহে। তৎকর্তৃক আনীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার অপরাধে অক্টেভিয়াসকে পদচ্যুত করিয়া তিনি প্রচলিত রাষ্ট্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

টাইবেরিয়াসের অনুজ কেয়াস গ্র্যাকাস রাজনৈতিক সংস্কারক। প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতাহ্রাসই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি জনহিতকর কোন কোন সংস্কার প্রবর্তনে ব্রতী হইয়াছিলেন। তৎপ্রবর্তিত সংস্কার টাইবেরিয়াসের সংস্কারের তুলনায়

অধিকতর বৈপ্লবিক হইলেও তিনি কোন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রবিধি লঙ্ঘন করেন নাই।

প্রথম দাস-যুদ্ধ (First Servile War)—মনিবগণের হৃদয়হীন অত্যাচারে উত্তেজিত ক্রীতদাসগণ সিরীয় ক্রীতদাস এন্নাসের (Ennus) নেতৃত্বে খৃঃ পূঃ ১৩১ অব্দে সিসিলিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বহু পলাতক ক্রীতদাস বিদ্রোহী দলে যোগদান করায় এই বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সমগ্র সিসিলি জুড়িয়া লুণ্ঠন এবং ধ্বংসের তাণ্ডব চলিতে লাগিল। একাধিক রোমান বাহিনী বিদ্রোহীদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অবশেষে কন্সাল পি. রুপিলিয়াস (P. Rupilius) এই বিদ্রোহ দমন করিলেন।

একাদশ অধ্যায়

কারণ

এক-নায়কত্বের সূচনা—গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের ফলে রোমের অন্তর্দ্বন্দ্বে অভিজাত সম্প্রদায় জয়লাভ করিল। এই সময় হইতে রোমে সে যুগের সূচনা হইল, যে যুগের ইতিহাস ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এবং প্রভুত্বের কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এবং প্রভুত্বই পরে রোমে এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন হইতে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হইল অভিজাত দল অর্থাৎ প্রবীণ-পরিষদ এবং সাধারণ নাগরিকের দল তাহাতে জড়িত হইয়া পড়িল। প্রথমোক্ত দল স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং শেষোক্তদল তাহাকে ক্ষমতার আসন হইতে টানিয়া নামাইতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

জুগার্থীয় সমর (Jugurthine War) খ্রীঃপূঃ ১১২-১০৬ অব্দ
—খ্রীঃ পূঃ ১৪৯ অব্দে রোমের বহুদিনের মিত্র নুমিডিয়া-রাজ

ম্যাসিনিসার মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহাদের দুইজনের মৃত্যু হইলে ম্যাসিনিসার একমাত্র জীবিত পুত্র মিসিপ্পা (Micispa) ন্যুমিডিয়ায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিলেন। তিনি খ্রীঃ পূঃ ১১৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জুগার্থা : তৎ-কর্ত্তৃক স্বীয় পিতৃব্য পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা

মিসিপ্পা নিজের দুই পুত্র এবং পরলোকগত ভ্রাতৃদ্বয়ের এক জনের পুত্র কুমার জুগার্থাকে (Jugartha) স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া যান। উচ্চাভিলাষী জুগার্থা সমস্ত ন্যুমিডিয়া গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে মিসিপ্পার এক পুত্রকে হত্যা এবং অপর পুত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরাজিত রাজকুমার এ্যাঢেরবাল (Adherbal) রোমের শরণাপন্ন হইলেন। প্রবীণ-পরিষদ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ন্যুমিডিয়া ভাগ করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। ন্যুমিডিয়া বিভাগের জন্য প্রেরিত রোমান কর্ম্মচারীগণ জুগার্থার নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া রাজ্যের বৃহত্তর এবং সমৃদ্ধতর অংশ তাঁহাকেই প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। জুগার্থা অতঃপর এ্যাঢেরবালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া সার্টা (Cirta) নামক স্থানে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এ্যাঢেরবাল এবং কয়েকজন ইটালীয় বণিক্‌কে হত্যা করা হইল। ফলে খ্রীঃ পূঃ ১১২ অব্দে রোম জুগার্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল।

জুগার্থা কর্ত্তৃক রোমান সৈন্যাধ্যক্ষ-দিগকে উৎকোচ প্রদান

ঘটনাবলী—প্রথম দুই বৎসর রোম জুগার্থার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না। উৎকোচে বশীভূত রোমান সৈন্যাধ্যক্ষগণ জুগার্থার পক্ষে সুবিধাজনক সর্ত্তে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। রোমের ক্ষিপ্ত জনমত উৎকোচ গ্রহণকারীদিগের আচরণ সম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্ত দাবী করিল। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করিয়া জুগার্থাকে রোমে আহ্বান করা হইল। জুগার্থা রোমে আসিয়া উৎকোচের সাহায্যে তদন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। উপরন্তু তিনি তাঁহার অপর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করাইলেন।

তাঁহাকে অবিলম্বে ইটালি হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। ইহার পর আবার যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

পর পর কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষের ব্যর্থতার পর প্রবীণ-পরিষদ কন্সাল মেটাল্লাসকে (Metallus) জুগার্থরে বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইঁহার সততার খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। অতিশয় দক্ষতা এবং সফলতার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিলেও কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিন পর তাঁহাকে সরাইয়া তাঁহারই সহকারী ম্যারিয়াসের (Marius) উপর জুগার্থীয় সমর-পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ম্যারিয়াস একে একে শত্রুর দুর্গগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। ম্যারিয়াস তাঁহার অধীনস্থ কোয়েষ্টর স্লার (Sulla) সহায়তায় জুগার্থা এবং তদীয় মিত্র মারাটানিয়া (Maratania) রাজা বোকাসের (Bochus) সম্মিলিত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। তথাপি জুগার্থা পরাজয় স্বীকার করিলেন না। অবশেষে মিত্র বোকাস বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে রোমান সৈন্যের হাতে ধরাইয়া দিলেন। স্লার কৌশলে বোকাস ইহার পূর্ব্বেই রোমের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। রোমান কারাগারে জুগার্থার মৃত্যু হইয়াছিল।

ম্যারিয়াসের অভ্যুদয়

জুগার্থার মৃত্যু

রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে জুগার্থীয় সমরের ফলাফল

তাৎপর্য্য

(১) জুগার্থীয় সমরের সময় হইতে প্রবীণ-পরিষদের অসাধুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারই ফলে সাধারণের দৃষ্টিতে প্রবীণ-পরিষদের মর্য্যাদা হ্রাস পাইয়াছিল। পরিষদ সততার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিলে যুদ্ধই হইত না এবং যুদ্ধ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কন্সালগণ সততার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিলে এই যুদ্ধ অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইত।

(২) জুগার্থীয় সমরের সুযোগে প্রবীণ-পরিষদের বিরুদ্ধবাদী গণতান্ত্রিক দল রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। পরিষদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন করাই এই দলের উদ্দেশ্য ছিল।

পরিষদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ম্যারিয়াসের কন্সাল এবং সৈন্যাধ্যক্ষের পদ লাভকে অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর জনগণের জয়লাভরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৩) জুগার্থীয় সমরের ফলে রোমের সমর বিভাগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে সমস্ত নাগরিকের সৈন্যদলে যোগদানের অধিকার ছিল না। ম্যারিয়াস ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র সমস্ত নাগরিকের এই অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ম্যারিয়াস কর্ত্তৃক সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

কিম্ব্রি (Cimbri) এবং টিউটন (Teuton) জাতির সহিত যুদ্ধ—কিম্ব্রি এবং টিউটনগণ দুইটি বর্ব্বর জার্মান জাতি। রোম যখন জুগার্থার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সেই সময় কিম্ব্রি এবং টিউটন জাতি কর্ত্তৃক উত্তরদিক হইতে ইটালি আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পর পর কয়েকটি রোমান বাহিনী ইহাদের হাতে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। প্রবীণ-পরিষদ ম্যারিয়াসকে দ্বিতীয়বার কন্সালের পদ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। কিম্ব্রিগণ প্রথম ইটালির দিকে না আসিয়া স্পেন অধিকার করিয়া লইল। তাহারা দুই-তিন বৎসর কাল স্পেনে যথেচ্ছাচার লুণ্ঠন চালাইয়াছিল। এই অবসরে ম্যারিয়াস তাঁহার বাহিনী পুনর্গঠিত করিয়া সৈন্যদিগকে সুগঠিত করিয়া তুলিলেন। পরবর্ত্তী তিন বৎসর তিনি উপর্য্যুপরি কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন। অবশেষে কিম্ব্রিগণ ইটালির দিকে অগ্রসর হইল।

কিম্ব্রি এবং টিউটনগণের পরাজয়

স্পেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিম্ব্রিগণ টিউটনদিগের সহিত মিলিত হইল। রোন (Rhone) নদীর তীরে ম্যারিয়াসের সৈন্যদলেরও ছাউনি পড়িল। শত্রুসৈন্য দ্বিধা বিভক্ত হইল। কিম্ব্রিগণ আল্পস্ পর্ব্বতমালা ঘুরিয়া উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ইটালি প্রবেশের চেষ্টা করিল এবং টিউটন সৈন্য ম্যারিয়াসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল।

খ্রী: পূ: ১০২ অব্দে এ্যাকোয়ে সেক্সটিয়োর (Aquæ Sextiæ) যুদ্ধে টিউটনগণ ম্যারিয়াসের হাতে ভীষণভাবে পরাস্ত হইল। টিউটনজাতি প্রায় সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল। ইতিমধ্যে কিম্ব্রিগণ ইটালিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ভার্সেল্যের (Vercellæ) যুদ্ধে তাহারাও ম্যারিয়াস কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। এইভাবে রোমকে বিপন্মুক্ত করিয়া ম্যারিয়াস 'রোমের তৃতীয় স্থাপয়িতা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দাসযুদ্ধ—ম্যারিয়াস যখন কিম্ব্রি এবং টিউটনদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সিসিলির ক্রীতদাসগণ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহাদের নির্ব্বাচিত রাজা স্যালভিয়াস (Salvius—ইনি নিজেও ক্রীতদাস ছিলেন) রোমানদিগকে পরাস্ত করিয়া ট্রাইফোন (Tryphone) নাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অপর একজন ক্রীতদাস এ্যাথেনোকে (Atheno) রাজপদে বরণ করা হইল। ইঁহার নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। অবশেষে খ্রী: পূ: ১০১ অব্দে কন্সাল এ্যাকুাইলিয়াস (Consul Aquillius) বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

গৃহযুদ্ধের সূচনা

গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে রাজনৈতিক অবস্থা—(১) প্রবীণ-পরিষদের সদস্যগণ সকলেই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং পিউনিক সমরের যুগ হইতে রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে এই

পরিষদই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে শক্তিমদমত্ত মুষ্টিমেয় স্বার্থপর অভিজাতের ইঙ্গিতে পরিষদের নীতি এবং কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হইত। স্বার্থান্ধ অভিজাত বংশীয়গণ স্বদেশপ্রেমিক এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সদস্যদিগের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে পরিষদের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার যোগ্যতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

(২) গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টা বিফল হইয়া যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণ বিরোধী নীতি এবং আদর্শের সমর্থক দুইটি দল রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতার দৃঢ়তা সম্পাদন এবং রোমের ইটালীয় প্রজাগণকে রোমান নাগরিকের অধিকার দানের বিরোধিতা অভিজাত-সমর্থনপুষ্ট অপ্টিমেট (Optimate) দলের রাজনৈতিক মূলমন্ত্র ছিল। অল্প কয়েকটি অভিজাত পরিবার এই সময় রোমের যাবতীয় উচ্চপদ প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। অপ্টিমেট দল এই ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে যত্নবান হইয়াছিল। পক্ষান্তরে পপুলেয়ার (Populare) দল এই একচ্ছত্র অধিকার লোপ করিতে এবং প্রবীণ-পরিষদকে রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

পপুলেয়ার দল দৃঢ়সম্বদ্ধ ছিল না। ইটালীয়দিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার দান সম্পর্কে এই দলের মধ্যে গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান ছিল। দলের অধিকাংশই ইহার বিরোধী ছিল। তাহারা রোমের ইটালীয় প্রজাদিগকে নিজেদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। প্রবীণ-পরিষদ এই মতবিরোধের সুযোগে জননায়কগণের পতন ঘটাইয়া জনকল্যাণকর সংস্কার বিলম্বিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—এই দলের অধিকাংশই সম্পন্ন বণিক

উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপথ সমর্থন করিতেন। প্রাদেশিক শাসন এবং বিচার-বিভাগের উপর প্রবীণ-পরিষদের কর্তৃত্ব হ্রাসের চেষ্টায় এই সম্প্রদায় পপুলেয়ার দলকে সমর্থন করিল। কিন্তু এই সম্প্রদায় সাধারণতঃ রোমের ইটালীয় প্রজাদিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদানের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিত।

বামপন্থীগণ চাষি ও-গণের পক্ষাবলম্বন

ম্যারিয়াসের নেতৃত্ব—যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়-গৌরব অর্জ্জন করিয়া ম্যারিয়াস কিছুদিনের জন্য রাজনীতিক্ষেত্রেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জননায়কোচিত কোন গুণ বা রাজনৈতিক সংস্কারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁহার ছিল না। ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে ম্যারিয়াস দলাদলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির আশায় স্যাটারনিনাস (Saturninus) এবং গ্লসিয়া (Glaucia) নামক দুইজন কুখ্যাত বিদ্রোহোদ্দীপক নেতার সঙ্গে যোগদান করিয়া তিনি ষষ্ঠবার কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন। সর্ব্বপ্রকার নীতি এবং আদর্শবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রতা এবং স্বীয় অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য ম্যারিয়াস শীঘ্রই জনসাধারণের শ্রদ্ধা এবং সমর্থন হারাইলেন এবং তাঁহার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেল।

স্যাটারনিনাস-(Saturninus)-প্রবর্ত্তিত আইন—রোমের সর্ব্বোচ্চ পদগুলি লাভ করিবার আশায় বিদ্রোহোদ্দীপক নেতা স্যাটারনিনাস সমধর্ম্মী গ্লসিয়া এবং ম্যারিয়াসের সহিত যোগ দিলেন। রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে এইভাবে ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিয়াছিল। নির্ব্বাচনে বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করাইয়া স্যাটারনিনাস ট্রিবিউনের পদ লাভ করেন এবং নিম্নলিখিত আইনগুলি বিধিবদ্ধ করেন—

(১) গলদেশের সমস্ত জমি ম্যারিয়াসের সৈন্যদলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে ;

(২) জনসাধারণকে অতি অল্পমূল্যে শস্য বিক্রয় করিতে হইবে ;

(৩) সিসিলি, ম্যাসিডনিয়া এবং গ্রীসে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া

রোমের ইটালীয় প্রজাদিগকেও এই সমস্ত উপনিবেশে বসবাস করিবার অধিকার দেওয়া হইবে।

এই বিধানাবলী প্রবীণ-পরিষদের মনঃপূত হইল না। এই সময় স্যাটারনিনাসের প্ররোচনায় আর একটি হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইবার পর উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রবীণ-পরিষদের পক্ষে যোগদান করিল। এইভাবে পরিষদের শক্তি বর্দ্ধিত হইলে পরিষদ স্যাটারনিনাস এবং গ্লসিয়াকে সর্ব্বসাধারণের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং জনতার হস্তে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটাইলেন।

রোমের ইটালীয় প্রজাদিগের রোমান নাগরিকের অধিকার লাভের সংগ্রাম : ইটালীয়দিগের অসন্তোষের কারণ

(১) রোমের ইটালীয় মিত্রবর্গকে রোমান সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য জোগাইতে এবং রোমের বৈদেশিক যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইত। সুতরাং রোমান নাগরিকগণ যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত, তাহারা স্বভাবতঃই তাহা লাভের আশা পোষণ করিত। কিন্তু রোম ইটালিবাসীকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিবার উদার নীতি পরিত্যাগ করিয়াছিল। ফলে ইহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রোমের ইটালীয় প্রজা: রোমান নাগরিকের অধিকার বঞ্চিত

(২) ট্রিবিউন পেন্নাস (Pennus) প্রণীত আইনের বলে সমস্ত ইটালীয়কে রোম পরিত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হইলে ইহাদের অসন্তোষ আরও বাড়িয়া গেল।

(৩) মধ্যে মধ্যে ইটালীয়দিগকে রোমে ভোটাধিকার প্রদানের চেষ্টা করা হইলেও এই চেষ্টা সফল হয় নাই—(ক) ইটালীয়দিগের পক্ষ সমর্থন করার জন্য (ছোট) সিপিও আফ্রিকানাস নিহত হইয়াছিলেন। (খ) খ্রীঃ পূঃ ১২৫ অব্দে কন্সাল ফ্ল্যাকাস (Flaccus) ইটালীয়দিগকে রোমে ভোটাধিকার প্রদানের প্রস্তাব করায় প্রবীণ-

ইটালীয়দিগকে রোমে ভোটাধিকার প্রদানের চেষ্টার ব্যর্থতা

পরিষদের আদেশে গল অর্থাৎ ফরাসীদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। (গ) খ্রীঃ পূঃ ১২২ অব্দে কোয়াস গ্র্যাক্কাস অনুরূপ প্রস্তাব করিলে অভিজাতবর্গ এবং সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকে তাঁহার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল। (ঘ) ট্রিবিউন লিভিয়াস ড্রুসাস (Livius Drusus) ইটালীয়দিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এইভাবে রোমের ইটালীয় মিত্রবর্গের অধিকার সম্প্রসারণের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে তাহারা মরিয়া হইয়া রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল।

ড্রুসাসের প্রাণনাশ

***প্রজাযুদ্ধ (Social War) : কারণ**—(১) রোমান কর্তৃপক্ষের অনুদার মনোভাব ও অদূরদর্শিতা এবং ইটালীয় মিত্রবর্গের তজ্জনিত অসন্তোষই প্রজাযুদ্ধের মূল কারণ। অভিজাতবর্গ এবং সাধারণ নাগরিকদিগের মধ্যেও অনেকে ইটালীয়দিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে এই অধিকার প্রদানের চেষ্টা হইলেও যিনি এই প্রকার চেষ্টা করিতেন, তিনিই হয় নিহত অথবা অন্যভাবে নিগৃহীত হইতেন। ফলে দিনের পর দিন ইটালীয়দিগের ক্রোধানল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

(২) খ্রীঃ পূঃ ৯১ অব্দে ট্রিবিউন লিভিয়াস ড্রুসাস ইটালীয়দিগকে রোমে ভোটাধিকার প্রদানের প্রস্তাব করিলে সন্দিগ্ধ রোমান জনসাধারণ তাঁহার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদ ড্রুসাসকে চক্রান্তকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ঘাতকের অস্ত্রে তাঁহার প্রাণান্ত হইল।

ড্রুসাসের সমর্থকগণের উপর অত্যাচার

(৩) ড্রুসাসের হত্যার পর ট্রিবিউন ভ্যারিয়াসের প্রস্তাবক্রমে ইটালীয় মিত্রবর্গের পক্ষসমর্থনকারীদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই আইন ভ্যারীয় কমিশন (Varian Commission) নামে পরিচিত। ড্রুসাসের হত্যা এবং ভ্যারীয় আইন প্রণয়ন হইতে

মিত্রবর্গ বুঝিতে পারিলেন যে বল প্রয়োগ ব্যতীত তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং তাঁহারা প্রকাশ্যে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৯০ অব্দে প্রজাযুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

রোমের ইটালীয় মিত্রবর্গকে সোসিয়াই (Socii) বলা হইত। মিত্রবর্গ এই যুদ্ধে রোমের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহা Social War বা প্রজাযুদ্ধ নামে পরিচিত। ইটালিবাসী অন্যতম উপজাতি মার্সিয়ানগণ (Marsians) এই যুদ্ধে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য প্রজাযুদ্ধকে মার্সিয়ান যুদ্ধও (Marsian War) বলা হইয়া থাকে। ইটালিতে রোমান প্রভুত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে কি না প্রজাযুদ্ধ দ্বারাই তাহা নির্নীত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ আসলে গৃহযুদ্ধ। প্রজাযুদ্ধের স্বরূপ

যুদ্ধের গতি—সঙ্ঘবদ্ধ ইটালীয়গণ একটি সাধারণতন্ত্র গঠনের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিল। তাহারা কর্ফিনিয়ামে (Corfinium) পরিকল্পিত সাধারণতন্ত্রের রাজধানী স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিল। কর্ফিনিয়ামের নাম বদলাইয়া ইটালিকা (Italica) করা হইল। বিদ্রোহীগণ এ্যাস্কুলাম (Asculum) আক্রমণ করিয়া একজন রোমান প্রো-কন্সাল এবং এ্যাস্কুলামের রোমান নাগরিকদিগকে হত্যা করিল। যুদ্ধের প্রথম বৎসর বিদ্রোহীগণই মোটের উপর জয়ী হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কন্সাল রুটিলাস (Rutilus) ইহাদের হস্তে পরাস্ত ও নিহত হইলেন। এই সময় ম্যারিয়াসের চেষ্টায় ঘটনাপ্রবাহের গতি কিছুটা রোমের অনুকূলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রোমান কর্ত্তৃপক্ষ জুলীয় আইন (Lex Julia) প্রণয়ন করিয়া যে সমস্ত ইটালীয় মিত্র বিদ্রোহে যোগদান করে নাই তাহাদিগকে ভোটাধিকার প্রদান করিলেন। ফলে বিদ্রোহী মিত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র ত্যাগ

করিলেও অন্যেরা সঙ্কল্পে অটল রহিল। জুলীয় আইন বিদ্রোহী-দিগের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া প্রকারান্তরে রোমের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। ফলে যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষে বিজয়লক্ষ্মী রোমের প্রতি প্রসন্না হইলেন। রোমান সেনাপতি স্থলা মিত্রবর্গকে ক্যাম্পানিয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া বোভিয়ানাম (Bovianum) অধিকার করিলেন। কন্সাল ষ্ট্রাবো (Strabo) কর্ত্তৃক এ্যাস্কুলাম অধিকারের পর বিদ্রোহীগণ একে একে অস্ত্রত্যাগ করিল। এই সময় প্লাটিয়া প্যাপিরিয়া আইন (Lex Plautia Papiria) বিধিবদ্ধ হইল। ইহাতে স্থির হইল যে রোমের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ ইটালীয় নগরের যে সমস্ত অধিবাসী এই আইন প্রণয়নকালে ইটালিতে আছে, তাহারা ছয় মাসের মধ্যে কোন রোমান প্রেটরের নিকট হাজির হইলে তাহাদিগকে ল্যাটিন নাগরিকের অধিকার প্রদান করা হইবে।

ইটালীয়গণ কর্ত্তৃক রোমান নাগরিকের অধিকার লাভের বিভিন্ন সোপান

প্রজাযুদ্ধের ফলাফল:

(১) প্রজাযুদ্ধের ফলে ইটালীয় প্রজাগণ রোমান নাগরিকের অধিকার লাভ করিয়া রোমানদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। রোম এবং ইটালির মধ্যে সমস্ত পার্থক্য লোপ পাইল।

রোম এবং ইটালি এক হইয়া গেল

(২) ইটালীয় প্রজাগণ রোমান নাগরিকের অধিকার লাভ করিবার ফলে রোমের অন্যান্য প্রজাগণের পক্ষেও অনুরূপ অধিকার লাভের পথ সুগম হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম গৃহযুদ্ধ

চরিত্র

স্থলার অভ্যুদয়—অখ্যাত একটি অভিজাত পরিবারে স্থলার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি গ্রীক শিল্প এবং সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই শিল্প ও সাহিত্যানুরাগ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকিলেও স্থলা মধ্যে মধ্যে নীচ সংসর্গে কুৎসিত ব্যাভিচারের আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া স্বীয় চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন।

সৈনিক জীবন : প্রথম ভাগ

জুগার্থার সহিত যখন রোমের যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় ম্যারিয়াসের অধীনস্থ কোয়েষ্টররূপে স্থলা সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রজাযুদ্ধের যুগে তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং অসামান্য রণ-নৈপুণ্য ম্যারিয়াসের খ্যাতিকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। তাঁহারই হস্তে জুগার্থা বন্দী হইয়াছিলেন। প্রজাযুদ্ধের অবসানও তিনিই ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি এবং কৃতিত্বে ম্যারিয়াস ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অভিজাত বংশীয় ম্যারিয়াস প্রবীণ-পরিষদের অনুগত ছিলেন। প্রবীণ-পরিষদও তাঁহাকে মুখপাত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৮৮ অব্দে কন্সালপদ লাভ করিয়া স্থলা প্রথম মিথ্রিডেটীয় যুদ্ধ পরিচালনার ভার পাইলেন। স্থলার এই পদোন্নতিতে ম্যারিয়াসের ঈর্ষ্যার ফলে প্রথম গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রথম গৃহযুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ৮৮-৮৬ অব্দ): স্থলা এবং ম্যারিয়াস

কারণ

প্রথম মিথ্রিডেটীয় সমর পরিচালনার ভার লইয়া স্থলা এবং ম্যারিয়াসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে প্রথম গৃহযুদ্ধ আরম্ভ

হইয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদ কর্ত্তৃক প্রজাযুদ্ধের খ্যাতিমান সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সমর্থক স্থলার উপর এই ভার অর্পিত হইয়াছিল। স্থলার কৃতিত্বে ঈর্ষ্যান্বিত ম্যারিয়াস বহুদিন হইতেই এই পদের জন্য লালায়িত ছিলেন। ট্রিবিউন সাল্‌পিসিয়াসের (Tribune Sulpicius) সহায়তায় এই নিয়োগ নাকচ করাইয়া ম্যারিয়াস প্রথম মিথ্রিডেটিক যুদ্ধ-পরিচালনার ভার পাইলেন। স্থলা নোলাতে (Nola) পলাইয়া গেলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী এই সময় নোলাতে অবস্থান করিতেছিল। সৈন্যদলের আনুগত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তিনি ম্যারিয়াসের নিয়োগ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন এবং সসৈন্যে রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইভাবে খ্রীঃ পূঃ ৮৮ অব্দে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাল্‌পিসিয়াস ম্যারিয়াসকে মিথ্রিডেটীয় সমরের সেনাপতিত্ব প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থলা ইহাতে রাজী না হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

স্থলাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার প্রয়াস

ম্যারিয়াসের পলায়ন

ঘটনাবলী—ম্যারিয়াস স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে স্থলা সসৈন্যে রোমে উপস্থিত হইবেন। ম্যারিয়াস কোনক্রমে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। স্থলা বিজয়গর্ব্বে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সাল্‌পিসিয়াসও পলায়ন করিলেন এবং পরে ধরা পড়িয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। সাল্‌পিসিয়াস-প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিয়া স্থলা মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গ্রীসে চলিয়া গেলেন।

স্থলার প্রস্থানের পর কন্সাল সিন্না (Cinna) ম্যারিয়াসকে ফিরাইয়া আনিবার এবং সাল্‌পিসিয়াসের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার দাবী করিলেন। কন্সাল অক্টেভিয়াস (Octavius) ইহার বিরোধিতা করায় সিন্না এবং তাঁহার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। সিন্না এবং তদীয় সমর্থকবৃন্দ পরাস্ত হইয়া রোম হইতে বিতাড়িত হইলেন।

সিন্না কর্ত্তৃক ম্যারিয়াসের পক্ষ সমর্থন

সিল্লার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল এবং ঘোষণা করা হইল যে রোমান আইনের কোন সহায়তা তিনি পাইবেন না। কিন্তু রোমান নাগরিকের অধিকারপ্রাপ্ত ইটালীয়গণের সমর্থন লাভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একদল সশস্ত্র অনুচর সংগ্রহ করিলেন। এই সমস্ত গোলযোগের সংবাদ পাইয়া ম্যারিয়াস আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সিল্লার সহিত যোগদান করিলেন। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তিনি অষ্টিয়া (Ostia) অধিকার করিয়া লইলেন। শস্য-বোঝাই বহু জাহাজ তাঁহার হস্তগত হইল। দুর্ভিক্ষের চাপে অনন্যোপায় হইয়া প্রবীণ-পরিষদ সিল্লা এবং ম্যারিয়াসকে রোমে আহ্বান করিলেন এবং ইঁহাদিগের নিকট নাগরিকগণের প্রাণভিক্ষা করিলেন। ম্যারিয়াস কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই সুলা এবং প্রবীণ-পরিষদের সমর্থকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজধানীর রাজপথ অভিজাতরক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। অতঃপর ম্যারিয়াস কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন। এইবার লইয়া তিনি সাত বার কন্সাল হইলেন। ইহার পর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ম্যারিয়াসের প্রত্যাবর্ত্তন : তৎ কর্ত্তৃক অভিজাতবর্গের হত্যা সাধন

দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ : ম্যারিয়াস-সমর্থক দল এবং সুলা

মিথ্রিডেটিসের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া সুলা দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি ম্যারিয়াসের সমর্থনকারীদিগের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে ম্যারিয়াসের দল তাঁহার বহু বন্ধুবান্ধবকে হত্যা করিয়া এবং অন্যান্য বহু প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল। ভীতিবিহ্বল প্রবীণ-পরিষদ সুলার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সমরায়োজন বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কন্সাল সিল্লা এবং কন্সাল কার্ব্বো (Carbo) প্রবীণ-পরিষদের নিষেধাজ্ঞায় কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রোমের ইটালীয় প্রজাগণ ম্যারিয়াসের দলের পক্ষাবলম্বন করিল।

সুলার প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রতিশোধ গ্রহণ

ক্রণ্ডিসিয়ামে অবতরণ করিয়া স্থলা ঘোষণা করিলেন যে তিনি ইটালীয় প্রজাদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হইয়া তাহারা স্থলার পক্ষে যোগদান করিল। অতঃপর স্থলা ক্যাম্পানিয়া আক্রমণ করিলেন। কন্সাল নোর্ব্বানাস (Norbanus) তাঁহার নিকট পরাস্ত হইলেন। স্যাক্রিপোর্টাসের (Sacriportus) যুদ্ধে ছোট ম্যারিয়াস তাঁহার হাতে পরাজিত হইয়া প্রোনেষ্টিতে (Prænesto) আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্থলা প্রোনেষ্টি অবরোধ করিলেন। কন্সাল কার্ব্বো প্রোনেষ্টির অবরোধ মোচনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ক্লুসিয়ামের (Clusium) যুদ্ধে পুনরায় স্থলা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি ভগ্নহৃদয়ে আফ্রিকায় পলায়ন করিলেন।

ম্যারিয়াসের দলের মিত্র স্যামনাইট জাতি : স্থলার হস্তে পরাজিত

অতঃপর ছোট ম্যারিয়াসের স্যাম্‌নাইট মিত্রগণ রোম অধিকারের চেষ্টা করিলে কোলাইন দরজার (Colline Gate) ঠিক বাহিরে স্থলা পরিচালিত বাহিনীর সহিত তাহাদের সজ্ঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর স্থলা জয়লাভ করিলেন। স্যাম্‌নাইট যুদ্ধবন্দীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। ইহার পর অল্পদিনের মধ্যেই প্রোনেষ্টি স্থলার নিকট আত্মসমর্পন করিল। ছোট ম্যারিয়াস আত্মহত্যা করিলেন এবং ইটালিতে গৃহযুদ্ধের অবসান হইলেও স্পেন এবং আফ্রিকায় ম্যারিয়াসের দল স্থলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল।

স্যাম্‌নাইটদিগের পরাজয়ের পর স্থলা রোমে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিলেন। ক্ষমতা লাভ করিয়াই তিনি স্বীয় বিরোধীদিগের উপর নির্ম্মমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, অথবা যাহাদের হাতে তাঁহার বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা ছিল, তিনি তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি একটি অভিনব পদ্ধতি

উদ্ভাবন করিলেন। সুলার দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগের নামের তালিকা প্রকাশ্য স্থানে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। এই তালিকায় যাহাদের নাম থাকিত, যে কেহ তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারিত। এই হত্যার জন্য কোন শাস্তি দেওয়া হইত না। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত। ইহাদের পুত্র এবং পৌত্রদিগকে সরকারী চাকুরি দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহাই কুখ্যাত 'প্রোস্ক্রিপ্‌শন' (Proscription) ব্যবস্থা। ইহার ফলে সমগ্র রোমে বিভীষিকার তাণ্ডব আরম্ভ হইয়া গেল। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই নূতন নূতন নামের তালিকা বাহির করা হইত। অনেকে এই সুযোগে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিল। 'প্রোস্ক্রিপ্‌শনের' ফলে নিহত নাগরিকদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নামমাত্র মূল্যে সুলার সমর্থকদিগের নিকট বিক্রয় করা হইল। প্রোস্ক্রিপশান

সুলার আচরণের সমালোচনা—সুলা-উদ্ভাবিত 'প্রোস্ক্রিপ্‌-শান' ব্যবস্থা তাহার নৃশংসতার পরিচায়ক। একথা অবশ্য মনে রাখা উচিত যে ম্যারিয়াসের দুরাকাঙ্ক্ষা এবং অযৌক্তিক উচ্চাভিলাষই সুলাকে গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদ মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুলাকে বৈধভাবে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ম্যারিয়াস গায়ের জোরে এই নিয়োগ নাকচ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে জনগণ-সমর্থিত রাজনৈতিক দল (Populare Party) তাঁহাকে সর্বসাধারণের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। তাঁহার বহু মিত্র এবং সমর্থক এই দলের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত অত্যাচারের ফলেই তাঁহার প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল। সুতরাং সুলার নীতি এবং আচরণ অংশতঃ সমর্থনযোগ্য হইলেও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিভীষিকার যে বীভৎস তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাকে কোন ক্রমেই সমর্থন করা চলে না।

স্থলার এক-নায়কত্ব ; নিয়মতান্ত্রিক তাৎপর্য্য

এক-নায়ক স্থলা (খ্রীঃ পূঃ ৮২-৭৯ অব্দ)—ম্যারিয়াসের দলের শক্তি চূর্ণ হইয়া যাইবার পর স্থলার তাঁবেদার প্রবীণ-পরিষদ্ তাঁহাকে রোমের এক-নায়ক পদে নির্ব্বাচিত করিল। তিনি যতদিন ইচ্ছা ততদিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার অনুমতি পাইলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২০ বৎসরের মধ্যে কাহাকেও রোমের এক-নায়কত্ব প্রদান করা হয় নাই। এক-নায়কত্বের পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এক-নায়ক নির্ব্বাচনকে পরবর্ত্তী যুগে সিজার (Cæsar) কর্ত্তৃক স্বৈর ক্ষমতা পরিচালনার অগ্রদূতরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। রোম সাধারণতন্ত্রকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যেই স্থলাকে এক-নায়কত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করিয়া তিনি প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা বৰ্দ্ধিত করিয়া ইহার সমর্থকদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন।

ক। স্থলার প্রাথমিক কার্য্যকলাপ—বিদ্রোহী ইটালীয় নগরসমূহের অধিবাসীবৃন্দের সম্প্রতিলব্ধ রোমান নাগরিকের অধিকার কাড়িয়া লইয়া স্থলা তাহাদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। এই সমস্ত ভূ-সম্পত্তি তাঁহার নিজের সৈন্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। স্থলার সৈন্যবাহিনীর প্রবীণ যোদ্ধাগণ এইভাবে ইটালির সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

স্থলার উদ্দেশ্য : প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং ট্রিবউনদিগের ক্ষমতা হ্রাস

***খ। নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার**—প্রবীণ-পরিষদকে ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাকে আইনানুগ ক্ষমতার অধিকারী করাই স্থলা-প্রবর্ত্তিত সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জনসাধারণ এবং ট্রিবিউন ও অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা 'লেজেস কর্ণেলো' (Leges Cornelæ) নামে পরিচিত।

স্থলা আইন করিলেন যে পূর্ব্বাহ্নে প্রবীণ-পরিষদের সম্মতি

ব্যতীত কোন আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা চলিবে না। ফলে পরিষদ 'ভেটো' করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া পাইলেন এবং সাধারণ পরিষদসমূহের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইল। এই শেষোক্ত পরিষদগুলি জননায়কগণের শক্তিকেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর জননায়কগণ প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। স্থলা প্রবীণ-পরিষদের কর্তৃত্বের বিরোধী ট্রিবিউনদিগের ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া দিলেন। নানা প্রকার বিধি-নিষেধের দ্বারা ট্রিবিউনদিগের 'ভেটো' করিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্থলা তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রপরিচালনা-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। স্থলা-প্রণীত অপর একটি আইনে ঘোষণা করা হইল যে ট্রিবিউনের পদে কাজ করিবার পর কেহ উচ্চতর কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। ফলে উচ্চাভিলাষী নাগরিকগণের এই পদের প্রতি কোন আকর্ষণ রহিল না।

প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতার পুনরুদ্ধার

ট্রিবিউনদিগের ক্ষমতা হ্রাস

স্থলা অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া তাঁহারা ভবিষ্যতে যাহাতে অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করিলেন। যাহাতে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট দীর্ঘদিন স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে স্থলা আইন করিলেন যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যকাল শেষ হইবার পর দশ বৎসর শেষ না হইলে তিনি পূর্ব্ব পদে কাজ করিতে পারিবেন না। বিভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিবার পৌর্ব্বাপর্য্য পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল। ফলে প্রেটর পদে কাজ না করিলে কেহ কন্সাল নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন না এবং সর্ব্বপ্রথম ইডিল এবং তাহার পর কোয়েষ্টর না হইয়া কেহ প্রেটর হইতে পারিতেন না। স্থলা-প্রণীত আইনের বলে প্রবীণ-পরিষদ 'সেন্সর' বা নিয়ামকদিগের কর্ত্তৃত্ব হইতে অব্যাহতি পাইলেন। এতদিন প্রবীণ-পরিষদের সদস্যের পদ শূন্য হইলে নিয়ামক-

ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা সঙ্কোচ

গণই তাহা পূর্ণ করিতেন। কিন্তু এই সময় হইতে প্রত্যেক অবসর-ভোগী কোয়েষ্টরের প্রবীণ-পরিষদের সদস্য হইবার আইন-সঙ্গত অধিকার স্বীকৃত হইল। ফলে নিয়ামকবর্গের মনোনয়ন বা অনুমোদন ব্যতীতই প্রবীণ-পরিষদের শূন্য আসনসমূহ পূর্ণ হইতে লাগিল। স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রধানতঃ ট্রিবিউন এবং অপরাপর ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যেই সুলা প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। পরিষদের নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর তিনি বিশেষ জোর দেন নাই।

প্রবীণ-পরিষদের পুনর্গঠন

উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে ৩০০ প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া সুলা প্রবীণ-পরিষদকে পুনর্গঠন করিলেন। সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধে এবং সুলার 'প্রোস্ক্রিপ্‌শানের' ফলে প্রবীণ-পরিষদের যে সমস্ত আসন শূন্য হইয়াছিল তাহা এইভাবে পূর্ণ করা হইল।

সামরিক এবং বে-সামরিক ক্ষমতা বিভাগ

ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগের সংখ্যা-বৃদ্ধি

শাসন-সংস্কার—প্রবীণ-পরিষদের নষ্ট ক্ষমতা উদ্ধার করিয়া সুলা শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠনে যত্নবান হইলেন। প্রথমতঃ তিনি সামরিক বিভাগকে বে-সামরিক বিভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া দিলেন। তিনি আইন করিলেন যে কন্সাল এবং প্রেটর-দিগকে স্ব-স্ব কার্যকালে রোমে অবস্থান করিয়া বে-সামরিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে এবং পরের বৎসর প্রো-প্রেটর বা প্রো-কন্সালরূপে তাঁহারা স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে যাইতে পারিবেন। এই-ভাবে একই ব্যক্তি কর্তৃক সামরিক এবং বে-সামরিক ক্ষমত পরিচালনার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শাসনবিভাগের উপর ক্রমবর্দ্ধমান কাজের চাপ হ্রাস করিবার জন্য প্রেটর এবং কোয়েষ্টরদিগের সংখ্যা বাড়াইয়া যথাক্রমে ৮ এবং ২০ করা হইল। কমিশিয়াগুলির ফৌজদারী বিচার করিবার অধিকার কাড়িয়া লইয়া সুলা স্থায়ী ফৌজদারী আদালত গঠন করিলেন। এই আদালত-গুলিকে যাবতীয় ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার

বিচার বিভাগের সংস্কার

দেওয়া হইল। একমাত্র প্রবীণ-পরিষদের সদস্যগণই এই সমস্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত হইতে পারিতেন। এই সংস্কারের দ্বারা স্থলা রোমান দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছিলেন। স্থায়ী ফৌজদারী আদালত

স্থলা আদেশ দিলেন যে অতঃপর কোন প্রদেশপাল নিজের দায়িত্বে যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। তিনি আরও আদেশ দিলেন যে কোন প্রদেশপালের কার্য্যকাল শেষ হইবার পর তাঁহার পরবর্ত্তী প্রদেশপাল কর্ত্তৃক কার্য্যভার গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ-পালকে প্রদেশ ত্যাগ করিতে হইবে। স্থলার আদেশে জনসাধারণের নিকট অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ায় সরকারী ব্যয়ের কিছু লাঘব হইয়াছিল। যাজক সঙ্ঘ এবং ভবিষ্যদ্বেত্তাদিগকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ইচ্ছামত সদস্য গ্রহণের অধিকারও এই সময় দেওয়া হইয়াছিল। প্রদেশপাল-দিগের ক্ষমতা হ্রাস

স্থলার পদত্যাগ ও মৃত্যু—সংস্কারের কাজ শেষ করিয়া স্থলা পদত্যাগ করিলেন। ক্ষমতা হস্তগত করিতে এবং লব্ধ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে তিনি নৃশংসতা এবং কঠোরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই তিনি কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পদত্যাগের পর স্থলা সাহিত্যচর্চ্চা এবং সুখসম্ভোগে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৭৮ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্থলা-প্রবর্ত্তিত সংস্কারের স্বরূপ—স্থলা-প্রবর্ত্তিত সংস্কার-সমূহ পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট এবং অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াপন্থী। দল-বিশেষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই এই সমস্ত সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। যুগধর্ম্মের বিরোধী এই সমস্ত সংস্কার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। স্থলা-রচিত রাষ্ট্রবিধির মধ্যেই তাহার ধ্বংসের বীজ অন্তর্নিহিত ছিল। এই বিধিকে চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিকূলতার আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। ত্রুটি

ট্রিবিউনদিগের ক্ষমতা হ্রাসের ফলে জনসাধারণ এবং মামলার বিচারের অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ায় উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদের কোন প্রকার উন্নতি না করিয়া ইহার ক্ষমতাবৃদ্ধি করিয়া স্থলা সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। পরিষদ নিজের ভুল সংশোধন করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। নিয়ামকবর্গের কর্তৃত্ব হইতে মুক্তিলাভের ফলে দিন দিন ইহার অবনতি ঘটিতে লাগিল। ফলে ইহার পক্ষে লব্ধ ক্ষমতা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং দশ বৎসরের মধ্যেই স্থলা-গঠিত রাষ্ট্রবিধি ধ্বংস হইয়া গেল। দলগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রবিধি সংশোধন করিয়া স্থলা ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্যর্থতা : কারণ

স্থলা-প্রবর্ত্তিত যে সমস্ত সংস্কার দলগত স্বার্থ-নিরপেক্ষ ছিল, একমাত্র তাহাই স্থায়ী হইয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদের পুনর্গঠন প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার সংশোধন এবং স্থায়ী ফৌজদারী আদালত স্থাপন তাঁহার সংগঠন-প্রতিভার পরিচায়ক। তৎকর্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেটগণের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সামরিক ও বে-সামরিক দফতরের পৃথকীকরণ প্রভৃতি শাসনবিভাগীয় সংস্কারও স্থায়ী হইয়াছিল।

গুণ

স্থলা : সমালোচনা—সাধারণতন্ত্রের যুগে স্থলা রোম-ইতিহাসের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি দয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়া অবিচল নিষ্ঠা এবং অভাবনীয় নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি "Statesman of blood and iron" অর্থাৎ "রক্তপাত এবং অস্ত্রবলে বিশ্বাসী রাজনীতি ধুরন্ধর" এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ইটালি হইতে রোম-বিরোধী মনোভাব সমূলে উৎপাটিত করিবার আশায় তিনি স্যামনাইট যুদ্ধবন্দীদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। প্রবীণ-পরিষদের বিরোধীদিগের প্রতিও তিনি অনুরূপ কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রোস্ক্রিপশানের সহায়তায় তিনি উচ্চ

কঠোর শাসন

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জোর করিয়া টাকা আদায় করিতে এবং বিরুদ্ধবাদীদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই।

রাজনৈতিক ব্যর্থতা

সাধারণতন্ত্রের প্রয়োজন সম্পর্কে সুলার কোন উচ্চ আদর্শ বা দূরদর্শী পরিকল্পনা ছিল না। তিনি প্রবীণ-পরিষদের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু পরিষদে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত করিবার অথবা নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। তাঁহার নিজের দলের অভীষ্টলাভের ব্যবস্থা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ফলে তিনি যে সমস্ত ত্রুটি দূর করিবাব চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা দূর না হইয়া বদ্ধমূল হইয়াছিল। রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে বাহুবল এবং রক্তপাতের সাহায্যে ক্ষমতালাভের তিনিই পথপ্রদর্শক। এই অসদ্দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তীকালে রোমের গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যেই ক্যাটিলিন (Catilline) তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। আরও পরে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সিজার বাহুবলে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছিলেন।

সুলার নিকট রোমের ঋণ

রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব থাকিলেও শাসনকার্য্য পরিচালনায় সুলা বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন এবং বিচার বিভাগীয় সংস্কারসমূহ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইয়াছিল। মিথ্রিডেটিসের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি চূর্ণ করিয়া দিয়া সুলা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচ্যভূখণ্ডে রোমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং মাতৃভূমিকে এক অতি গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। হ্যানিবলের আক্রমণে রোমের যে বিপদ দেখা দিয়াছিল, এই বিপদ তাহা অপেক্ষা বড় কম নহে। গৃহযুদ্ধের সময় স্যাম্নাইট বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। কোলাইন দরজার (Gate) যুদ্ধে

সৈনিকরূপে কৃতিত্ব

স্যাম্‌নাইট বিদ্রোহীদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া স্থলা ইটালিতে রোমান আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ম্যারিয়াস এবং স্থলার তুলনামূলক সমালোচনা—সাধারণ গৃহস্থঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরক্ষর ম্যারিয়াস একমাত্র সামরিক প্রতিভাবলে ক্ষমতার তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণও শিষ্ট বা মার্জ্জিত ছিল না। পক্ষান্তরে ম্যারিয়াসেরই মত সামরিক প্রতিভার অধিকারী বিচক্ষণ সেনানী স্থলা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মার্জ্জিতরুচি এবং শিষ্টাচারী স্থলা গ্রীক শিল্প এবং সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। স্থলা এবং ম্যারিয়াস উভয়েই নিষ্ঠুর এবং রক্তপিপাসু ছিলেন। স্থলা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য নরহত্যা করিতেন। ম্যারিয়াসও নির্ব্বিচারে নররক্তপাত করিয়া চির-কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন। কি শত্রু, কি মিত্র সকলেই ম্যারিয়াসকে ভয়ানক ভয় করিত। শত্রুগণের ভীতির সঞ্চার হইয়াও স্থলা কিন্তু ভুলেও কোন মিত্রের কেশাগ্র স্পর্শ করেন নাই। ম্যারিয়াস এবং স্থলা যথাক্রমে জনগণ এবং অভিজাতগোষ্ঠীর স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং ক্ষমতা সম্প্রসারণে স্ব-স্ব শক্তি এবং সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ন্যস্ত বিশ্বাসের হন্তারক যুদ্ধব্যবসায়ী ম্যারিয়াস সৈনিক ব্যতীত আর কিছুই নহেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব করিবার মত যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। পক্ষান্তরে আইনপ্রণেতা রাজনৈতিক নেতারূপে স্থলার কৃতিত্ব মোটেই উপেক্ষণীয় নহে।

স্থলা-প্রবর্ত্তিত সংস্কারের সংক্ষিপ্তসার

১। কমিশিয়া ট্রিবিউটা এবং ট্রিবিউনদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া স্থলা জনসাধারণকে দমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ট্রিবিউনগণ কর্তৃক উচ্চতর পদ লাভের এবং আইনের প্রস্তাব উত্থাপন ও ভেটো করিবার অধিকার হরণ করিয়া স্থলা তাঁহাদিগের মর্য্যাদা এবং প্রতিপত্তি হ্রাস করিয়াছিলেন।

২। প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া স্থলা পরিষদকে অধিকতর মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত আইনের বলে :

(ক) নিয়ামকগণের প্রবীণ-পরিষদের সদস্য মনোনয়নের অধিকার লোপ করা হইল।

(খ) মামলা-মোকদ্দমা বিচারের ক্ষমতা উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া প্রবীণ-পরিষদকে দেওয়া হইল।

(গ) সামরিক ও বে-সামরিক দপ্তর পৃথক করিয়া দেওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটমণ্ডলীর উপর প্রবীণ-পরিষদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

৩। স্থলা কতকগুলি স্থায়ী বিচারালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

মিথ্রিডেটীয় সমর

(The Mithridatic Wars)

প্রথম মিথ্রিডেটীয় সমরের সূচনা—মিথ্রিডেটিস যখন কৃষ্ণসাগরতীরে অবস্থিত পণ্টাস (Pontus) রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক বার বৎসর। গ্রীক সংস্কৃতির সহিত তাঁহার অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। তাঁহার রুচি এবং প্রকৃতিতেও গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল। তিনি নাকি পঁচিশটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সিংহাসনে স্বীয় অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং যুদ্ধ ও কূটনীতির সহায়তায় পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তার করিয়া মিথ্রিডেটিস অতি অল্পকালের মধ্যে

মিথ্রিডেটিসের প্রথম জীবন

পরাক্রান্ত নৃপতিরূপে পরিচিত হইলেন। তিনি প্রাচ্যভূখণ্ড হইতে রোমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া এশিয়াতে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন।

রোম এবং মিথ্রিডেটিসের মধ্যে কলহের কারণ

রোম কর্তৃক বিথিনিয়া এবং ক্যাপাডোসিয়ায় মিথ্রিডেটিসের বিরোধিতা : উভয় স্থানে তাঁহার ব্যর্থতা

১। মিথ্রিডেটিস যখন নাবালক ছিলেন, রোমানগণ তখন পণ্টাসের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া (Phrygia) নামক প্রদেশটি কাড়িয়া লইয়াছিল।

২। মিথ্রিডেটিসের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত রোমানগণ ইহাতেই নিবৃত্ত না হইয়া সর্বক্ষেত্রে তাঁহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মিথ্রিডেটিস তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্যাপাডোসিয়ার সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিলে রোম তাহাতে বাধা দিয়াছিল। বিথিনিয়ার (Bithynia) রাজার মৃত্যুর পর মিথ্রিডেটিস পরলোকগত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় মনোনীত প্রার্থীকে সিংহাসন প্রদান করেন। অতঃপর মিথ্রিডেটিস ক্যাপাডোসিয়া-রাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জনৈক পন্টিকবাসীকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইলেন। সিংহাসনচ্যুত বিথিনিয়া এবং ক্যাপাডোসিয়া-রাজ রোমের সহায়তায় স্ব-স্ব হৃত রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। মিথ্রিডেটিস কিছুদিন স্থির হইয়া রহিলেন।

৩। রোমের প্ররোচনায় বিথিনিয়ারাজ মিথ্রিডেটিসের রাজ্য আক্রমণ করিলে সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিল। মিথ্রিডেটিস রোমে দূত প্রেরণ করিলেন। রোমানগণ এই দূতের কোন কথাই শুনিল না। ফলে খ্রীঃ পূঃ ৮৮ অব্দে মিথ্রিডেটিস রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

মিথ্রিডেটিসের সাফল্য

ঘটনাবলী—মিথ্রিডেটিস বিথিনিয়া এবং ক্যাপাডোসিয়া-রাজকে তাঁহাদের রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ফ্রিজিয়া এবং গ্যালাসিয়া (Galatia) জয় করিয়া রোমান সাম্রাজ্যাধীন এশিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। আক্রমণে তিনি স্থানীয়

অধিবাসীদিগের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। রোমের অত্যাচার এবং জোর-জবরদস্তির জন্য তাহারা রোমের প্রতি মর্মান্তিক বিদ্বেষ পোষণ করিত। মিথ্রিডেটিস সহজেই এশিয়া জয় করিলেন। রোমান সেনাপতি এ্যাকুইলিয়াস (Aquillias) তাঁহার হস্তে বন্দী হইলেন। বিজয়ী মিথ্রিডেটিস এশিয়াপ্রবাসী রোমান এবং ইটালীয়দিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। ৮০,০০০ লোক নাকি এই আদেশের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল। প্রাচ্যভূখণ্ড মিথ্রিডেটিসকে শৃঙ্খলমোচন-কারী বলিয়া সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইল।

গ্রীকগণ কর্তৃক মিথ্রিডেটিসের পক্ষে যোগদান

মিথ্রিডেটিসের বিজয়ে উৎফুল্ল গ্রীকগণ রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহীদিগের সাহায্যের জন্য মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি আর্কেলসের (Archelaus) নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী এবং নৌবহর গ্রীসে প্রেরিত হইল। রোমান কর্তৃপক্ষ স্থলাকে গ্রীসে পাঠাইলেন। তিনি এথেন্স এবং এথেন্সের বন্দর পায়িরিয়ুস (Piræus) অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিলেন। অতঃপর শেরোনিয়ার যুদ্ধে পন্টীয় বাহিনী তাঁহার হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এদিকে ম্যারিয়াসের দল রোম হইতে ফিম্ব্রিয়াকে (Fimbria) মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি যুদ্ধে মিথ্রিডেটিসকে পরাস্ত করিলেন। সেনাপতি আর্কেলসও অর্কোমেনাসের যুদ্ধে স্থলার নিকট পরাজিত হইলেন। এইভাবে বারবার পরাস্ত হইয়া মিথ্রিডেটিস সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হইল—

শেরোনিয়া এবং আর্কোমেনাসের যুদ্ধ: স্থলার জয়লাভ

১। মিথ্রিডেটিসকে এশিয়ায় স্বীয় রাজ্যসীমার বাহিরে বিজিত সমস্ত জায়গার উপর দাবী পরিত্যাগ করিতে হইবে।

২। ক্ষতিপূরণ বাবদ রোমকে ২,০০০ ট্যালেণ্ট (Talent) মুদ্রা এবং সমগ্র পণ্টীয় নৌবহর (ইহাতে ৭০খানি জাহাজ ছিল) রোমানদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় মিথ্রিডেটীয় সমর (খ্রীঃ পূঃ ৮৩—৮২ অব্দ)— যুদ্ধান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে স্থলা মুরেনাকে (Murena) এশিয়ায় মোতায়েন রোমান বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ের খ্যাতির লোভে মুরেনা ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্রিডেটিসের সহিত কলহ বাধাইয়া পণ্টাস আক্রমণ করিলেন। মিথ্রিডেটিস রোমান কর্তৃপক্ষের নিকট মুরেনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া তিনি মুরেনাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। স্থলার আদেশে মুরেনা যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে মিথ্রিডেটিসের সহিত আবার সন্ধি স্থাপিত হইল।

বিথিনিয়া-রাজ কর্তৃক রোমকে স্বীয় রাজ্য প্রদান: মিথ্রিডেটিসের আপত্তি

তৃতীয় মিথ্রিডেটীয় সমর (খ্রীঃ পূঃ ৭৪—৬৩ অব্দ)— মিথ্রিডেটিস জানিতেন যে রোমের সহিত সন্ধিবন্ধন স্থায়ী হইবে না এবং প্রথম সুযোগেই রোম পুনরায় তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবে। সুতরাং দ্বিতীয় মিথ্রিডেটীয় সমরের পর হইতেই তিনি রোমের সহিত সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে বিথিনিয়ারাজ মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্য রোমকে প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। মিথ্রিডেটিস এই দানের বৈধতা অস্বীকার করিয়া বিথিনিয়া-রাজের পুত্র বলিয়া পরিচিত এক দাবীদারের সিংহাসনে দাবী সমর্থন করিলেন। ফলে খ্রী: পূ: ৭৪ অব্দে রোম তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ঘটনাবলী—ক্যালসিডনের (Chalcedon) যুদ্ধে কন্সাল কোট্টাকে (Cotta) পরাজিত করিয়া মিথ্রিডেটিস সাইজিকাস (Cyzicus) অবরোধ করিলেন। কিন্তু রোমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক কন্সাল-লুকুল্লাস (Consul Lucullus) মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে সাইজিকাসের অবরোধ পরিত্যক্ত হইল। পরপর কয়েকটি যুদ্ধে লুকুল্লাসের নিকট পরাজয়ের পর মিথ্রিডেটিস আর্মেনিয়ায়

পলায়ন করিয়া তদীয় জামাতা আর্ম্মেনিয়া-রাজ টাইগ্র্যানেসের (Tigranes) সহায়তা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন।

টাইগ্র্যানেস প্রথমতঃ শ্বশুরকে বিশেষ খাতির করেন নাই। কিন্তু পরে রোমানদিগের উদ্ধত আচরণে বিরক্ত হইয়া তিনি যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। টাইগ্র্যানোসার্টার (Tigranocerta) যুদ্ধে লুকুল্লাসের হস্তে তাঁহার ভয়ানক পরাজয় হইল। ইহার পর আর্টাক্সার্টার (Artaxarta) যুদ্ধে মিথ্রিডেটিস এবং টাইগ্র্যানিসের সম্মিলিত বাহিনী আবার লুকুল্লাসের হস্তে পরাজিত হইল। বিজয়ী লুকুল্লাস অতঃপর মেসোপোটেমিয়ায় (Mesopotamia) অবস্থিত নিসিবিস (Nisibis) দুর্গ অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে মিথ্রিডেটিস পর পর দুইজন রোমান সৈন্যাধ্যক্ষকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় রাজ্য পণ্টাসের কিয়দংশ পুনরধিকার করিলেন। অসন্তুষ্ট রোমান কর্তৃপক্ষ লুকুল্লাসকে পদচ্যুত করিয়া পম্পের (Pompey) উপর মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন।

পম্পে কর্ত্তৃক প্রাচ্য ভূখণ্ড জয়

পম্পে প্রথমেই পার্থিয়া (Parthia) রাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া আর্ম্মেনিয়া হইতে মিথ্রিডেটিসকে সাহায্য প্রেরণের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। যুদ্ধে পরাজিত মিথ্রিডেটিস কিমেরিয়ান বস্পোরাসে (Cimmerian Bosporus) আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পম্পে মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া টাইগ্র্যানেসকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সমগ্র বৈদেশিক অধিকার কাড়িয়া লইলেন। ইহার পর একে একে পণ্টাস এবং সিরিয়া অধিকার করিয়া পম্পে সসৈন্যে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিলেন। জেরুসালেম তাঁহার পদানত হইল। মিথ্রিডেটিস এদিকে রোম আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু স্বীয় প্ররোচনায় তাঁহার সৈন্যদলে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি আত্মহত্যা করিলেন।

যুদ্ধের ফলাফল—মিথ্রিডেটীয় সমরের ফলে পণ্টাস, বিথিনিয়া এবং সিরিয়া রোমের অধিকারভুক্ত হইল। ফলে কৃষ্ণসাগর এবং ইউফ্রেটিস নদী পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ রোমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও রোমান সীমান্ত বরাবর অবস্থিত কতকগুলি তাঁবেদার রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করা হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সুলার মৃত্যুর পর রোমের অবস্থা

সুলার মৃত্যুর পর দেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অপ্টিমেট এবং পপুলেয়ার দল প্রবল হইয়া উঠিল। ইটালিতে এবং ইটালির বাহিরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল।

লেপিডাসের বিদ্রোহ—কন্সাল লেপিডাস (Consul Lepidus) সুলার আইনসমূহ বাতিল করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে তদীয় সহকর্ম্মী কিউ. ক্যাটালাস (Q. Catalus) তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। লেপিডাস ইহার পর বিদ্রোহী নাগরিকবৃন্দের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুলাভীয় সেতুর (Mulavian Bridge) যুদ্ধে ক্যাটালাস কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া তিনি সার্ডিনিয়ায় প্রস্থান করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৭৯ অব্দে এইখানে তাঁহার জীবনান্ত হয়।

সার্টোরিয়াসের বিদ্রোহ

স্পেনে গোলযোগ—গৃহযুদ্ধের যুগে ম্যারিয়াসের সমর্থকদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্পেনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে সুদক্ষ সেনানায়ক সার্টোরিয়াস স্বীয় চরিত্র এবং সামরিক যোগ্যতাবলে স্পেনবাসীর প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই

বিরাট একদল অনুচর সংগ্রহ করিয়া তিনি একের পর এক তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত কয়েকটি রোমান বাহিনীকে হারাইয়া দিলেন। লেপিডাসের প্রতিনিধি পার্পেনা (Perpena) তাঁহার পক্ষে যোগদান করিলেন। সার্টোরিয়াস সাত বৎসর পর্য্যন্ত রোমের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কন্সাল মেটেলাস (Metellas) তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। ইহার পর পম্পেকে পাঠানো হইল। কিন্তু তিনিও বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে সার্টোরিয়াসের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত পার্পেনা তাঁহাকে হত্যা করিলে পম্পে বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গ্ল্যাডিয়েটরীয় যুদ্ধ (Gladiatorial War খৃঃ পূঃ ৭৩-৭১ অব্দ)—রোমের নাগরিকদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য নিজেদের মধ্যে এবং পোষ-না-মানা হিংস্র পশুর সহিত যুদ্ধ করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুদ্ধ-বন্দীগণ গ্লাডিয়েটর আখ্যায় অভিহিত হইত। ইহাদিগের জন্য বহু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্পার্টাকাস (Spartacus) নামক থ্রেসীয়ের নেতৃত্বে একদল শিক্ষানবিশ গ্লাডিয়েটর বিদ্রোহী হইল। বহু পলাতক ক্রীতদাস বিদ্রোহীদিগের পক্ষে যোগদান করায় অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিল। স্পার্টাকাস-পরিচালিত গ্লাডিয়েটর বাহিনী দুই বৎসরের অধিককাল ইটালির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যথেচ্ছ লুণ্ঠন চালাইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৭২ অব্দে নির্ব্বাচিত দুইজন রোমান কন্সালই স্পার্টাকাস কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন। অবশেষে ক্র্যাসাস (Crassus) তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। হতাবশিষ্ট বিদ্রোহীগণ উত্তরদিকে পলায়ন করিল এবং পম্পের হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

গ্ল্যাডিয়েটরীয় যুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে রোমের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দিল। প্রজাযুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধের

ফলে ইটালি জনহীন শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। ফলে স্পার্টাকাসের পক্ষে ইটালি-বিজয় সহজসাধ্য হইয়াছিল।

সুলা-রচিত রাষ্ট্রবিধির ধ্বংসসাধন—স্বীয় উচ্চাভিলাষ পূরণের নিমিত্ত পম্পে এই সময় জনগণের সমর্থনলাভে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং মুখ্যতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সুলা-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রবিধি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৭৫ অব্দে অরেলীয় আইন (Lex Aurelia) দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে ট্রিবিউনরূপে কাজ করা উচ্চতর ম্যাজিষ্ট্রেটের পদলাভের অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। গণতান্ত্রিকদলের সমর্থন লাভের আশায় পম্পে ট্রিবিউনদিগকে পুনরায় আইনের প্রস্তাব করিবার এবং ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। প্রবীণ-পরিষদের সদস্য এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত নাগরিকদিগের মধ্য হইতে জুরি নিয়োগের প্রথা প্রচলিত হইল। অবশেষে নিয়ামকগণ প্রবীণ-পরিষদের অকর্ম্মণ্য সদস্যদিগকে পরিষদ্ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

বিপ্লবের সূচনা

*রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক দোষত্রুটি

মহা গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে রোমের অবস্থা

১। এই সময় সমস্ত ভূসম্পত্তি অল্প কয়েকজন পুঁজিবাদীর করতলগত হইয়াছিল। ক্রীতদাসগণই কৃষিকার্য্য করিত। পল্লীবাসী স্বাধীন নাগরিকগণের অধিকাংশ রোমে এবং কিছু কিছু অন্যান্য শহরে চলিয়া যাওয়ায় শহরগুলি দিনের পর দিন জনাকীর্ণ

হইয়া উঠিতেছিল। এইভাবে যাহারা শহরে ভিড় জমাইয়াছিল তাহারা সকলেই সর্ব্বহারা বিত্তহীন। প্রচলিত রাষ্ট্র এবং সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি ইহাদের মনে তীব্র অসন্তোষের ভাব বিদ্যমান ছিল। এই পরাশ্রয়ী জনতা উচ্চতম মূল্যে নিজের ভোট বিক্রয় করিত।

২। এই যুগের প্রদেশপালগণ সকলেই অসাধু এবং অত্যাচারী ছিলেন। যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন এবং অর্থসঞ্চয়ই তাহাদিগের একমাত্র কাম্য ছিল। করভার-প্রপীড়িত এবং অত্যাচার-জর্জ্জরিত জনগণ কর্ত্তৃক আদালতে আনীত অভিযোগের কোন প্রতিকারই হইত না।

৩। অপ্টিমেট এবং পপুলেয়ার দলের মধ্যে মতানৈক্যের অন্ত ছিল না। দলপতিগণ সাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বড় মনে করিতেন। সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোভাব এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে নির্ব্বাচনকালে এবং সভাসমিতিতে প্রায়ই মারামারি এবং রক্তপাত হইত।

৪। উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এশিয়ার আর্থিক শাসন-ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্বলাভের এবং অন্য প্রকারে স্বীয় অধিকার সম্প্রসারণের দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদ এই দাবীর বিরোধিতা করিতেছিলেন। ফলে পরিষদ এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়া উঠিতেছিল।

এই সমস্ত কারণে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, সরকার তাহার সমাধান করিতে সক্ষম হইলেন না। সরকারের এই ক্লৈব্য সাধারণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল।

সমসাময়িক রোমের প্রধান নেতৃবৃন্দ

পম্পে—স্ট্রাবোর (Strabo) পুত্র পম্পে (Pompey) প্রাচীন রোমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক। প্রজাযুদ্ধের সময় তিনি পিতার অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুলা এবং ম্যারিয়াসের মধ্যে যুদ্ধে

যুদ্ধবিদ্যায় হাতেখড়ি

তিনি স্থলার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আফ্রিকা এবং সিসিলিতে ম্যারিয়াসের সমর্থকদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই কৃতিত্বের জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ম্যাগ্‌নাস (Magnus) অর্থাৎ মহান উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিজয়যাত্রার (Triumph) ব্যবস্থাদ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

স্থলার মৃত্যুর পর পম্পে লেপিডাসের বিদ্রোহ দমন করিতে সহায়তা করেন। ইহার পর সার্টোরিয়াসের বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহাকে স্পেনে পাঠানো হয়। দেশে ফিরিবার পথে হতাবশিষ্ট গ্ল্যাডিয়েটর বিদ্রোহীদিগকে ধ্বংস করিয়া তিনি গ্ল্যাডিয়েটর বিদ্রোহের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

জলদস্যু দমন : মিথ্রিডেটিসের পরাজয়

পম্পে অতঃপর কন্সাল নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিলেন। স্থলা ট্রিবিউনদিগের যে সমস্ত ক্ষমতা এবং অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন পম্পে তাহা ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৭০ অব্দে কন্সাল নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। এই সময় গ্যাবিনীয় আইন (Gabinian Law) পাশ করিয়া জলদস্যুর অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। মাত্র ৩ মাসের মধ্যে জলদস্যুদিগকে উৎসাদিত করিয়া তিনি ভূমধ্যসাগর নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। ইহার পর মিথ্রিডেটিস এবং টাইগ্র্যানেসকে পরাস্ত করিয়া তিনি পণ্টাস এবং সিরিয়া রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি রোমে ফিরিয়া সিজার (Cæsar) এবং ক্র্যাসাসের (Crassus) সহযোগিতায় 'প্রথম ত্রয়ী। (First Triumvirate) গঠন করিলেন।

সিসেরো (Cicero)—সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী সিসেরো উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যৌবনকাল এবং প্রৌঢ়ত্বের প্রথমাংশ দর্শন, অলঙ্কার এবং ব্যবহারশাস্ত্রের চর্চায় অতি-

বাহিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ 'কিউরুল' ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কাজ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে নবাগত (New man) বলা হইত। প্রজাযুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধেই তিনি অস্ত্রধারণ করেন নাই। সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন না করিলেও সিসেরো স্বীয় যোগ্যতাবলে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করিয়া অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ৬০ অব্দে কন্সাল নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সিসিলিবাসীদিগের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা আদায়ের জন্য তিনি ভেরেসের (Verres) বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কন্সালপদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কালে সিসেরো ক্যাটিলিনের (Catillino) ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করায় প্রবীণ-পরিষদ্ তাঁহাকে 'দেশ-জনক' (Father of the Country) উপাধি প্রদান করেন।

ক্যাটিলিনের ষড়যন্ত্র

সিসেরো বিশ্বাস করিতেন যে প্রবীণ-পরিষদ এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ মিটাইয়া বিচারালয়গুলির সংস্কার সাধন করিয়া এবং সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রদেশগুলির সহিত অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার করিয়া রোমান সাধারণতন্ত্রের পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনা যাইবে। গণতান্ত্রিক দলের বাড়াবাড়ি এবং অভিজাতবর্গের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ইহার কোনটিই তিনি পছন্দ করিতেন না। বার্কের ন্যায় তিনিও রাজনীতিক্ষেত্রে সংস্কারের আদর্শে আস্থাবান ছিলেন।

ছোট ক্যাটো (Cato the Younger)—অপ্টিমেট দলের মুখপাত্র বড় ক্যাটোর প্রপৌত্র ছোট ক্যাটো স্বীয় চরিত্রের জন্য বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি পপুলেয়ার দলের যাবতীয় দাবীর বিরোধিতা করিতেন।

***জুলিয়াস সিজার (Julius Caesar)**—অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও জুলিয়াস সিজার বৈবাহিক সূত্রে সাধারণ নাগরিকদিগের দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সিসেরো তাঁহার

পিতৃস্বসার এবং তিনি নিজে সিল্লার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিভাধর জুলিয়াস সিজার প্রথম হইতেই কর্ত্তৃত্বলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্থলার আদেশ সত্ত্বেও পত্নীত্যাগে অসম্মত হইয়া তিনি স্বীয় তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

জনসাধারণের মুখপাত্র

জুলিয়াস সিজার অতি অল্প বয়সে এশিয়ার রণাঙ্গনে সামরিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রোড্‌স (Rhodes) দ্বীপে অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি পণ্ডিত এবং সুবক্তারূপে যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সিজার জনকল্যাণ-কর প্রস্তাবসমূহ সমর্থন করিতে আরম্ভ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তৎকর্ত্তৃক পম্পের নিয়োগের সমর্থনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার বদান্যতা জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছিল। তৎপ্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে ম্যারিয়াসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া জুলিয়াস সিজার স্বীয় জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি পর পর পন্টিফ (Pontiff), কোয়েষ্টর, ইডিল এবং প্রেটরের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইডিল পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সিজার ম্যারিয়াসের মূর্ত্তিসমূহ পুনরায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রেটর পদে কাজ করিবার সময় তিনি স্পেনে যুদ্ধ জয় করিয়া সেনাপতিরূপে যশস্বী হইয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি বিজয়-যাত্রা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার দাবী করেন। কিন্তু প্রবীণ-পরিষদ তাঁহার দাবীতে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে তিনি প্রবীণ-পরিষদের ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং সাধারণ নাগরিকদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষদের বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পম্পে এবং ক্র্যাসাসের সহযোগিতায় প্রথম ত্রয়ী গঠন করিয়া-ছিলেন। ইঁহাদিগের সহায়তায় খ্রীঃ পূঃ ৬০ অব্দে তিনি কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন।

ক্যাটিলিন (Catilline)—অভিজাত কিন্তু দরিদ্র একটি পরিবারে ক্যাটিলিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুলার সমর্থক ছিলেন। ক্যাটিলিনের নৃশংসতার কাহিনী মানুষের মুখে মুখে ফিরিত। তিনি উচ্ছৃঙ্খল এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ একদল যুবকের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামান্য দৈহিক এবং মানসিক ক্ষমতাবলে জনপ্রিয় ক্যাটিলিন অখ্যাতি সত্ত্বেও খ্রীঃ পূঃ ৬৭ অব্দে আফ্রিকার শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর কন্সাল নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিয়া তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। উচ্ছৃঙ্খল যুবসম্প্রদায়ের নেতা

***ক্যাটিলিনীয় ষড়যন্ত্র** (Catilinarian Conspiracy)—সমসাময়িক রোমের রাষ্ট্রিক এবং অর্থনীতিক অবস্থা বিপ্লবের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। সুলার অনুচরবর্গের লুণ্ঠনলব্ধ অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় তাহারা যে কোন উপায়েই হউক অর্থসংগ্রহের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সুলার শাসনকালে যাহারা উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহারা অধীর আগ্রহে বিপ্লবের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা বিপ্লবের সুযোগে নিজেদের অবস্থা ফিরাইবার এবং অত্যাচারকারীদিগের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার আশা পোষণ করিত। অমিতব্যয় এবং অমিতাচারের ফলে অভিজাত সম্প্রদায় ভিক্ষুকের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছিলেন। অভিজাত বংশীয় দারিদ্র্যপীড়িত তরুণগণ রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে তাহারা ঋণমুক্ত হইয়া যাবতীয় আর্থিক অসুবিধার হাত এড়াইতে পারিবে। এদিকে নিম্নস্তরের নাগরিক জনতাও (City rabbles) দিনের পর দিন চঞ্চল এবং অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এই জনতা বিত্তবান্ এবং ক্ষমতাশালী নাগরিকদিগকে অতিশয় ঈর্ষ্যা করিত। রোমের শাসনব্যবস্থাও এই সময় একান্ত দুর্ব্বল ও অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদ এবং রোমের অবস্থা

ম্যাজিষ্ট্রেটমণ্ডলী তুচ্ছ বিরোধে নিজেদের শক্তির অপচয় ঘটাইতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই সাধারণতন্ত্রের স্বার্থের প্রতি উদাসীন ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধবৃন্দ সকলেই পম্পের সৈন্যদলে যোগদান করিয়া মিথ্রিডেটিসের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। ইটালিতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তাহা দমন করিবার মত সৈন্যবল রোমে ছিল না।

প্রথম ক্যাটিলিনীয় ষড়যন্ত্র

কন্সাল পদলাভের চেষ্টায় ব্যর্থকাম ক্যাটিলিন নির্ব্বাচিত কন্সালদিগকে হত্যা করিয়া রাষ্ট্র কর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া তিনি সমস্ত নষ্ট করিলেন এবং তাঁহার প্রথম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র

ক্যাটিলিন কিন্তু দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অতঃপর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের প্রলোভন দেখাইয়া দারিদ্র্যের পীড়নে অপরিনামদর্শী একদল অভিজাত বংশোদ্ভব নাগরিককে স্বীয় দলভুক্ত করিলেন। ক্যাটিলিন আশা দিলেন যে তিনি—

(১) সমস্ত ঋণ মকুব করিয়া দিবেন।

(২) বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া এই সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন।

(৩) স্বীয় সহযোগীদিগকে বিভিন্ন সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত করিবেন।

স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ক্যাটিলিন কন্সাল পদের প্রার্থী হইলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী সিসেরো তাঁহাকে নির্ব্বাচনে পরাস্ত করিয়া দিলেন।

এদিকে ক্যাটিলিনের সহযোগীদিগের মধ্যে একজনের রক্ষিতা সিসেরোর নিকট ক্যাটিলিনের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করিয়া দিলেন। সিসেরো প্রথম হইতেই ক্যাটিলিনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি এইবার ক্যাটিলিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করিলেন। পরিষদ সিসেরোকে এক-নায়কের ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

ক্যাটিলিন রোম হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে সাধারণের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এদিকে সিসেরো ক্যাটিলিনের অপরাধের আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে নেতৃস্থানীয় যাহারা তখনও রোমে ছিলেন, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন। প্রবীণ-পরিষদ ইঁহাদিগকে বিনা বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সিজার ইঁহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ক্যাটোর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কোন প্রকার বিচার না করিয়াই ইঁহাদিগকে চরমদণ্ড দেওয়া হইল। ক্যাটিলিন ইত্যবসরে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। খ্রীঃ পূঃ ৬২ অব্দে সরকারী ফৌজের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ক্যাটিলিনের ষড়যন্ত্র হইতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে রোমের বেশ বড় একটি দল স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত।

ষড়যন্ত্রকারীদিগের বিনা বিচারে হত্যা রাষ্ট্রবিধির বিরোধী

মন্তব্য—রোমান নাগরিকগণ বিনা বিচারে ষড়যন্ত্রকারীদিগের প্রাণদণ্ডকে হত্যা নামে অভিহিত করিয়া ইহার তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিল। এই দণ্ডাদেশ যে রোমান রাষ্ট্রবিধির মূলনীতির বিরোধী তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই রাষ্ট্রবিধি অনুযায়ী সমস্ত নাগরিকের আদেশ ব্যতীত কোন রোমান নাগরিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা চলিত না। এই বিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রবীণ-পরিষদ রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে ঘোর বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

পম্পে এবং সিজারের সহিত প্রবীণ-পরিষদের কলহ—পম্পে প্রাচ্য মহাদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোন্ দলে যোগদান করিবেন প্রথমতঃ তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রবীণ-পরিষদ তাঁহাকে ঈর্ষ্যা এবং সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং তিনি এশিয়া সম্বন্ধে যে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরিষদ্ তাহা অনুমোদন করিতে সম্মত হইলেন না। পম্পে কর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদলকে

জমি প্রদানও পরিষদ বৈধ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ফলে পম্পে সাধারণ নাগরিকদিগের দলে যোগদান করিলেন।

ইতিমধ্যে সিজারও এই দলেই যোগদান করিয়া ইহার নেতা-রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। স্পেনের প্রো-প্রেটররূপে সামরিক যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া দেশে ফিরিবার কালে তিনি বিজয়-যাত্রা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার দাবী করিলে প্রবীণ-পরিষদ তাঁহার দাবীতে কর্ণপাত করেন নাই। বিরক্ত এবং ক্ষুন্ন সিজার আত্ম-চেষ্টা দ্বারা কন্সাল নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং প্রবীণ-পরিষদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ইহার সূচনা

*__প্রথম ত্রয়ী (The First Triumvirate)__—ক্যাটিলিনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইবার পর সিজার, পম্পে এবং ক্র্যাসাস (Crassus) যাবতীয় রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে যে ঘরোয়া ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রথম ত্রয়ী নামে পরিচিত। প্রবীণ-পরিষদের অদূরদর্শী নীতির ফলেই প্রথম ত্রয়ী গঠন করা সম্ভব হইয়াছিল। বিজয়যাত্রা দ্বারা সিজারের সম্বর্দ্ধনার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া এবং এশিয়াতে পম্পে প্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থা অনুমোদন করিতে অসম্মত হইয়া প্রবীণ-পরিষদ ইঁহাদের উভয়ের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। সিজার পম্পে এবং রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ক্র্যাসাসের সহিত যোগদান করিলেন। সিজারের জনপ্রিয়তা, পম্পের সামরিক খ্যাতি এবং ক্র্যাসাসের বিপুল ঐশ্বর্য্য এই তিনের সম্মিলিত প্রভাব ইঁহাদিগকে রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে অপ্রতিহত প্রভাবের অধিকারী করিয়াছিল।

প্রথম ত্রয়ীর কার্য্যকলাপ

(১) পম্পে এবং ক্র্যাসাসের সহায়তায় সিজার কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন।

(২) পম্পের সৈন্যদিগকে জমি প্রদান করিয়া এবং অভাবগ্রস্ত বহু নাগরিকের ক্যাম্পনিয়ায় সরকারী জমিতে বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সিজার জনসাধারণের সন্তোষবিধান করিলেন।

(৩) সিজার অতঃপর জনসাধারণ কর্ত্তৃক এশিয়াতে পম্পে-প্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থা অনুমোদন করাইয়া লইলেন। এশিয়ার রাজস্বের ইজারাদারগণ সরকারকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সিজার তাহার এক-তৃতীয়াংশ ছাড়িয়া দিলেন। এই ইজারাদারগণ সকলেই উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং সিজারের কাজে এই সম্প্রদায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

(৪) সিজারের চেষ্টায় এই সময় বিধিবদ্ধ একটি আইনে বলা হইল যে তাঁহার কন্সালপদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর ৫ বৎসর-কাল তিনি আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে গলদেশ (Cisalpine Gaul) এবং ইলিরিয়া (Illyria) শাসন করিবেন। কয়েকমাস পরে তাঁহাকে আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত গলপ্রদেশের (Transalpine Gaul) শাসনভারও প্রদান করা হইল। অতঃপর সিজার আপন চেষ্টা দ্বারা তাঁহার অনুগত মিত্রদিগকে নিজের অধীনে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারই চেষ্টা এবং আগ্রহে ক্যাটো এবং সিসেরোকে রোম হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল।

লুকা সম্মেলন (Conference at Luca, খ্রীঃ পূঃ ৫৬ অব্দ)—সিজার গলদেশে চলিয়া গেলে পম্পে এবং ক্র্যাসাসের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইল। প্রবীণ-পরিষদ এই বিরোধের সুযোগে নষ্ট ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইলেন। পরিষদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য সিজার খ্রীঃ পূঃ ৫৬ অব্দে লুকাতে এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনে স্থির হইল যে পম্পে এবং ক্র্যাসাস উভয়েই পরবৎসর কন্সাল নির্ব্বাচিত হইয়া যথাক্রমে স্পেন এবং সিরিয়ার শাসনভার লাভ করিবেন এবং সিজার প্রথম ৫ বৎসর

উত্তীর্ণ হইবার পর আরও ৫ বৎসর গলদেশের প্রদেশপালের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

গলদেশে সিজারের যুদ্ধবিগ্রহ (খৃঃ পূঃ ৫৮—৫০)

(১) সিজার প্রথম যুদ্ধে গলজাতির অন্যতম শাখা হেলভেশিয়াই-(Helvetii)-দিগকে পরাস্ত করেন এবং জার্ম্মান আক্রমণকারীদিগকে গলদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন।

(২) দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী বেলজি (Balgæ) জাতিকে রোমের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন।

(৩) সিজার তৃতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করিয়া ভেনেসিদিগকে (Veneti) রোমের অধীনে আনয়ন করেন। এইভাবে সমগ্র গলদেশ বাহ্যতঃ রোমের আনুগত্য স্বীকার করিল।

(৪) খ্রীঃ পূঃ ৫৫ অব্দে পলায়নপর জার্ম্মানদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিজার রাইন নদী (Rhine) পার হইয়া জার্ম্মানীতে উপস্থিত হইলেন। ফিরিবার পথে তিনি ব্রিটেনদ্বীপে গমন করেন। ব্রিটেনবাসীগণ গলজাতিকে সাহায্য করিতেছিল। তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্যই তিনি ব্রিটেন অভিযান করিয়াছিলেন।

ব্রিটেন আক্রমণ

(৫) এই বৎসরই পুনরায় ব্রিটেন আক্রমণ করিয়া তিনি রাজা ক্যাসিভেল্লেনাসকে (Casivellanus) পরাস্ত করেন। ব্রিটেনবাসী রোমকে বার্ষিক করপ্রদানে সম্মত হইল।

(৬) গলজাতির কোন কোন শাখা এই সময় স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতেছিল। ইহাদিগের বিরুদ্ধেই সিজারের যষ্ঠ অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। জার্ম্মানগণ বিদ্রোহী গলদিগকে সহায়তা করায় তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সিজার দ্বিতীয়বার রাইন নদী পার হইয়া জার্ম্মানীতে উপস্থিত হইলেন।

সপ্তম যুদ্ধ

(৭) গলজাতির সমস্ত শাখা একত্রিত হইয়া রোমের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে সচেষ্ট হইলে গলদেশে সিজারের সপ্তম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে সিজারকে কোনদিনই বিদ্রোহী গলনেতা ভেরোঙ্গে-টোরিক্সের (Vereingetorix) ন্যায় বিচক্ষণ এবং রণকুশল সেনা-নায়কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হয় নাই। গার্গোভিয়ার (Gergovia) অবরোধ মোচন করিয়া ভেরোঙ্গেটোরিক্স বহুদিন পর্য্যন্ত বীর বিক্রমে রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন; কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। অবশেষে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া তিনি রোমে প্রেরিত হইলেন। রোমের কারাগারেই তাঁহার জীবনাবসান হয়।

(৮) অষ্টম এবং নবম যুদ্ধে সিজারকে প্রধানতঃ ছোটখাট আঞ্চলিক বিদ্রোহ দমন করিয়া বিজিত গলবাসীকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

গলবাসীর প্রতি সিজারের মনোভাব

গলদেশে শান্তি স্থাপন—গলযুদ্ধে বহু ক্ষেত্রে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিলেও সিজার গলের শাসন-ব্যবস্থায় উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দেয় বার্ষিক করের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। গল-জাতির মনোযোগ রোমের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তিনি তাহাদিগকে রোম সম্বন্ধে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি গল-দেশের খণ্ড রাজ্যগুলির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করিয়া কোন কোন গল সামন্তকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।

গল বিজয়ঃ ইহার গুরুত্ব ও ফলাফল—গলদেশ বিজিত হইবার ফলে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত সুদৃঢ় এবং সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহারই ফলে অসভ্য জাতিসমূহের আক্রমণের বিরুদ্ধে ৪০০ বৎসরেরও বেশী দিন সভ্যজগতের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ ছিল। রোম

কর্তৃক গল বিজয় উপলক্ষ্যেই রোম ব্রিটেন এবং জার্মানীর সংস্পর্শে আসিয়াছিল।

দ্রষ্টব্য ঃ—নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই সিজার গলের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে নিজের অনুগত সৈন্যবাহিনী ব্যতীত রোমের সর্ব্বাধিক প্রতিপত্তিশালী নাগরিক হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নহে। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রদেশের শাসনভার না পাইলে যে সৈন্যবাহিনী গঠন করা যাইবে না তাহাও সিজার জানিতেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দুর্দান্ত এবং যুদ্ধলিপ্সু বিভিন্ন উপজাতির আবাসস্থল গলদেশে যুদ্ধ করিবার এবং বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে এবং গলের প্রদেশপালরূপে গলদেশের যে অংশ আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত শীতকালে সেখানে অবস্থান করিয়া ইটালির ঘটনা-প্রবাহের গতি লক্ষ্য করা যাইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

ত্রয়ীর অবসান

কারণ—(১) লুকা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্র্যাসাস সিরিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিবার পর পার্থিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে সিজার এবং পম্পের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল এবং ইঁহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন।

ক্র্যাসাসের মৃত্যু : পম্পের হত্যা

(২) পম্পে সিজারের কন্যা জুলিয়ার (Julia) পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জুলিয়ার মৃত্যুর পর জামাতা এবং শ্বশুরের মধ্যে সুসম্প্রীতি বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। তদুপরি সিজারের বিরাট

সামরিক সাফল্য পম্পের হিংসার কারণ হইয়াছিল। ফলে প্রথম ত্রয়ী ভাঙ্গিয়া গেল এবং পম্পে প্রবীণ-পরিষদের দলে যোগদান করিলেন।

*পম্পে এবং সিজারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ

কারণ—(১) পম্পে সিজারের কন্যা জুলিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জুলিয়ার মৃত্যুর পর জামাতা এবং শ্বশুরের পারস্পরিক সৌহার্দ্দ হ্রাস পাইয়াছিল। ক্র্যাসাসের মৃত্যুতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি আরও শিথিল হইয়া পড়িল। ইঁহাদিগের মধ্যে মধ্যস্থতা করিবার কেহই না থাকায় রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহারা একে অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। **জুলিয়া এবং ক্র্যাসাসের মৃত্যু**

(২) গল-যুদ্ধে সিজারের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব এবং বিরাট সাফল্য পম্পের ঈর্ষ্যাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। সিজারের কীর্ত্তি-কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল এবং পম্পের খ্যাতি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। সুতরাং তিনি নিজের ক্ষমতা এবং প্রভাব বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই 'অপ্টিমেট্' এবং 'পপুলেয়ার' দলের মধ্যে বিরোধ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে প্রবীণ-পরিষদ তাঁহার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকেই একমাত্র কন্সাল নির্ব্বাচিত করিয়া সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব প্রদান করা হইল। তিনিও পরিষদের পক্ষাবলম্বন করিয়া সিজার যাহাতে পুনরায় ক্ষমতা লাভ করিতে না পারে সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। **পম্পের ঈর্ষ্যা : অভিজাতবর্গের পক্ষাবলম্বন**

(৩) (ক) সিজার এই সময় রোমে ছিলেন না। তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে পম্পে আইন করিলেন যে রোম হইতে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীর প্রার্থী হইতে পারিবেন **পম্পে কর্ত্তৃক সিজারের বিরোধিতা**

না। স্বীয় বন্ধুবর্গের চেষ্টায় সিজার এই আইনের কবল হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

সিজারের কন্সাল পদ এবং প্রদেশের সামরিক কর্তৃত্ব লাভের পথে বাধা সৃষ্টি

(খ) পম্পের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রবীণ-পরিষদ পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহাকে পুনরায় স্পেনের প্রো-কন্সাল নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ৪৯ অব্দে স্বীয় কার্যকালের অবসানে সিজার যখন সাধারণ নাগরিকরূপে রোমে ফিরিয়া আসিবেন পম্পে তখনও স্পেনের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং একটি সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী তাঁহার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকিবে। ফলে সিজারের তুলনায় তাঁহার অনেক বেশী ক্ষমতা থাকিবে।

(গ) পম্পে আর একটি আইন করিলেন যে সরকারী চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে কেহ কোন প্রদেশের শাসনভার পাইবেন না। কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেও সিজার যাহাতে প্রদেশপালের পদ লাভ করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই আইন পাশ করা হইয়াছিল।

পম্পে পদত্যাগ না করিলে সিজারের পদত্যাগে অসম্মতি

(ঘ) স্পেনের প্রো-কন্সাল নিযুক্ত হইবার পরও ঘটনাস্রোতের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পম্পে চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া রোমেই থাকিয়া গেলেন। সিজারের আশঙ্কা ছিল যে সাধারণ নাগরিক-রূপে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার বিপদ ঘটা বিচিত্র নহে। প্রবীণ-পরিষদ সিজারকে পদত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। উত্তরে সিজার জানাইলেন যে পম্পে যদি পদত্যাগ করেন, তবে তিনিও পদত্যাগ করিবেন। রুষ্ট প্রবীণ-পরিষদ প্রস্তাব করিলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বীয় সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া না দিলে সিজারকে রাষ্ট্রের শত্রুরূপে গণ্য করা হইবে। প্রবীণ-পরিষদ অতঃপর কন্সালদিগকে এক-নায়কের ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ট্রিবিউনদিগের মধ্যে দুইজন সিজারের পক্ষ সমর্থন করায় তাঁহাদের জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিল। তাঁহারা সিজারের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

আশ্রিত ট্রিবিউনদ্বয়ের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সিজার সসৈন্যে রুবিকন নদী উত্তীর্ণ হইলেন। এইভাবে খ্রীঃ পূঃ ৪৯ অব্দে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

গৃহযুদ্ধের দায়িত্ব

দ্রষ্টব্য ঃ—সিজার বৈধভাবে খ্রীঃ পূঃ ৪৯ অব্দে প্রো-কন্সাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কন্সালপদ লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে রোমে আসিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং প্রবীণ-পরিষদের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করিয়া তিনি কিছু-মাত্র আইন বিরুদ্ধ বা কোন অন্যায় কাজ করেন নাই। পক্ষান্তরে প্রো-কন্সাল নিযুক্ত হইবার পরও নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে গমন না করিয়া পম্পে চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। প্রবীণ-পরিষদ অবশ্য পম্পের কার্য্য সমর্থনও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদের প্রচলিত বিধি-বিধানের ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা ছিল না।

পম্পের গ্রীসে পলায়ন

ঘটনা-প্রবাহ—(১) খ্রীঃ পূঃ ৪৯ অব্দে রুবিকন নদী পার হইয়া সিজার রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নগরের পর নগর স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। ভীতি-বিহ্বল প্রবীণ-পরিষদ রোম্ হইতে পলায়ন করিলেন। পম্পের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিজার দ্রুত-গতিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। পম্পে গ্রীসে পলাইয়া গেলেন। যুদ্ধারম্ভের পর তিন মাসের মধ্যে সিজার ইটালির ভাগ্য-বিধাতা হইয়া বসিলেন এবং বিনা বাধায় রোমে প্রবেশ করিলেন।

(২) অতঃপর ইবার্ডার (Iberda) যুদ্ধে পম্পের অনুচরদিগকে পরাস্ত করিয়া সিজার স্পেনে স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। স্পেন হইতে ফিরিবার পথে তিনি ম্যাসিডনিয়া-রাজকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন।

(৩) **গ্রীসে সিজার**—এদিকে সিজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পম্পে গ্রীসে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। ডিরহাকিয়ামের (Dyrrhachium) যুদ্ধে পম্পের বাহিনী সিজারের ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে

ফার্সালিয়ার যুদ্ধ : পম্পের পরাজয়

পরাস্ত করিল। খ্রীঃ পূঃ ৪৮ অব্দে ফার্সেলিয়ার (Pharsalia) যুদ্ধে সিজার এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। পম্পে মিশরে পালায়ন করিলেন। এইখানে আততায়ীর অস্ত্রে তিনি নিহত হন।

আলেকজান্দ্রীয় সমর

(৪) **মিশর এবং এশিয়ায় সিজার**—পম্পের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মিশরে উপস্থিত হইয়া সিজার জানিতে পারিলেন যে আততায়ীর হস্তে পম্পে নিহত হইয়াছেন। এই সময় ক্লিওপেট্রা (Cleopatra) এবং তাঁহার ভ্রাতা দ্বাদশ টলেমির (Ptolemy XII) মধ্যে মিশরের সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ চলিতেছিল। সিজার ক্লিওপেট্রার পক্ষাবলম্বন করিয়া ক্লিওপেট্রা এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে মিশরের সিংহাসনে বসাইলেন। এই যুদ্ধ আলেকজান্দ্রীয় সমর নামে পরিচিত।

এই সময়ই আবার এশিয়াতে মিথ্রিডেটিসের পুত্র ফার্ণ্যাসেস (Pharnacos) প্রবল হইয়া উঠিয়া সিজারের অধস্তন জনৈক সেনাপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। জেলার (Zela) যুদ্ধে ফার্ণ্যাসেসের শক্তি চূর্ণ করিয়া সিজার প্রবীণ-পরিষদকে জানাইলেন, "পলকের মধ্যে সমস্ত জয় করিয়াছি" (Veni, vidi, vici—I came I saw, I conquered)।

(৫) **আফ্রিকা**—পম্পের সমর্থক ক্যাটো এবং এম্. সিপিও (M. Scipio) ইতিমধ্যে আফ্রিকা মহাদেশে সিজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৪৬ অব্দে থ্যাপ্সাসের (Thapsus) যুদ্ধে সিজার তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন।

মুণ্ডার যুদ্ধ

সিজারের শেষ স্পেনীয় যুদ্ধ—পম্পের দুই পুত্র স্পেনে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠিত করিয়া সিজারকে পরাজিত করিবার জন্য শেষ চেষ্টা করিলেন। সিজার স্পেনে আসিয়া খ্রীঃ পূঃ ৪৫ অব্দে সঙ্ঘটিত মুণ্ডার (Munda) যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া দিলেন।

রোম-শাসিত ভূখণ্ডের ভাগ্য-বিধাতা

মুণ্ডার যুদ্ধের পর সিজারের ক্ষমতা—মুণ্ডার যুদ্ধের পর পম্পের সমর্থকগণের আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট রহিল না। ফলে সিজার কার্য্যতঃ রোম-শাসিত বিশাল ভূখণ্ডের ভাগ্য-বিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। প্রবীণ-পরিষদ তাঁহাকে বিবিধ সম্মানে ভূষিত করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টির প্রয়াস পাইলেন। তাঁহাকে চির-জীবনের মত ইম্পারেটর (Imperator) উপাধি দেওয়া হইল। তিনি দশ বৎসরের জন্য কন্সাল এবং স্বীয় জীবিতকাল পর্যান্ত এক-নায়ক মনোনীত হইলেন। তাঁহার গায়ে হস্তক্ষেপ দেশদ্রোহিতার পর্য্যায়ভুক্ত হইল। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সিজারকে সশস্ত্র দেহরক্ষী দেওয়া হইল এবং প্রবীণ-পরিষদ তাঁহার নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার শপথ গ্রহণ করিলেন। সিজার নিজ বাহুবলের দ্বারা যে ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন তাহার বৈধতা সম্পাদন করা হইয়াছিল। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে তিনি নিশ্চয়ই স্বৈরশাসক নহেন।

সিজারের অভ্যুদয়ের বিভিন্ন সোপান

বিঃ দ্রঃ—সিজার এবং পম্পের মধ্যে যুদ্ধকালে সিজারের জীবনেতিহাস প্রকৃতপ্রস্তাবে রোমান সাধারণতন্ত্রের সাম্রাজ্যে রূপান্তরের বিপর্য্যয় ব্যতীত আর কিছুই নহে ("the Career of Cæsar during the Civil War is the transition from the Republic to the Empire)। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রো-কন্সাল সিজার স্বীয় বৈধ অধিকার সংরক্ষণের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত জয়লাভের ফলে তাঁহার হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। সিজার ক্রমে রোম-শাসিত বিশাল ভূখণ্ডের একেশ্বর হইয়া উঠিলেন। সিজারের অভ্যুদয়ের পথে নিম্নলিখিত সোপানগুলি লক্ষ্যনীয়—

১। গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে সিজারকে রোমান সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রবিধি অনুযায়ী চলিতে হইয়াছিল।

২। ফার্সেলিয়ার যুদ্ধে পম্পের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর রোম শাসিত সমগ্র জনপদ সিজারের পদানত হইল এবং তিনি অতুল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া যুদ্ধ এবং শান্তি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বলাভ করিলেন।

৩। থ্যাপ্সাসের যুদ্ধের পর তাঁহাকে অধিকতর ক্ষমতা এবং মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছিল। এই সময় তিনি অন্যের উপর স্বীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মর্য্যাদা প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ-মর্য্যাদার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণ তাঁহাকে দেবতার মতই সম্মান করিত।

৪। মুণ্ডার প্রান্তরে গৃহযুদ্ধের অবসানের পর সিজার ক্ষমতার তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে চিরজীবনের মত এক-নায়ক এবং সৈনাবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এই সময় তাহাকে ইম্পারেটর উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। সিজারের তাঁবেদার প্রবীণ-পরিষদ তাঁহাকে খুসি রাখিবার জন্যই উল্লিখিত ক্ষমতা এবং মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন।

মাত্র একজনের হস্তে এত অধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় স্পষ্টই বোঝা গেল যে সাধারণতন্ত্রের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং গৃহযুদ্ধের যুগে সিজারের জীবনেতিহাসকে রোম সাধারণ-তন্ত্রের সাম্রাজ্যে পরিণতির বিপর্যায়ের কাহিনীরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

সিজারের আচরণ সমর্থনযোগ্য কিনা—কন্সালের পদ লাভ করিবার পর হইতেই সিজার প্রবীণ-পরিষদকে উপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিনি রাষ্ট্রবিধি লঙ্ঘন করিতে এমন কি বল-প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। অবশেষে তিনি স্বীয় শাসনাধীন প্রদেশ এবং ইটালীর সীমান্তে অবস্থিত রুবিকন নদী পার হইয়া গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যেই

সর্ব্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ অবৈধ

সিজার সরকারের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে রাষ্ট্রবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সিজারের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীগণও বে-আইনী কাজ করিয়াছিলেন। সিজারের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন দুইজন ট্রিবিউনকে ভেটো প্রয়োগ করিতে বাধা প্রদান করিয়া তাঁহারা ট্রিবিউন পদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সিজার বলিতে পারিতেন যে রাষ্ট্রবিধি রক্ষা করিবার জন্যই তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছেন।

সিজারের আচরণ সমর্থনযোগ্য

ইহা অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণে সিজারের আচরণ সমর্থন করা যাইতে পারে। রোমান রাষ্ট্রবিধির কার্য্যকারিতা এই সময় একেবারেই নষ্ট হইয়া যাওয়ায় শীঘ্রই ইহার সংশোধন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। রোম সরকারের স্বদেশে বা বিদেশে কোথাও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল না। মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর দল কর্ত্তৃক অধিকতর বিত্তসঞ্চয়, জনসাধারণের মধ্যে দুর্নীতির প্রসার এবং প্রাদেশিক কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার ইত্যাদি কিছুই সরকার দমন করিতে পারেন নাই। বারবার সরকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র এবং সমাজদেহের এই দুষ্টক্ষত রহিয়াই গিয়াছে। কি 'অপ্টিমেট্'-দল, কি 'পপুলেয়ার'-দল কাহারও নীতিতেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। ইহাদিগের স্বার্থপরতা দোষদুষ্ট পরিবর্ত্তনশীল নীতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। একটি শক্তিশালী সরকার এবং সুনির্দ্দিষ্ট ও সুসমঞ্জস নীতির আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। সিজার রাষ্ট্রের এই প্রয়োজন পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দূরদর্শী রাজনীতিবিশারদ সিজার জানিতেন যে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিতে না পারিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব হস্তগত না করিতে পারিলে এই যুগে কাহারও পক্ষে রোমে সুশাসন প্রবর্ত্তন করা সম্ভব ছিল না। এইজন্যই তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিয়াছিলেন। সুতরাং যুগের প্রয়োজনের দিক হইতে

বিচার করিলে সিজারের আচরণ নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। স্থলার এক-নায়কত্ব এবং অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে পম্পের হস্তে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণও এই মতেরই পোষকতা করে। রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে সিজার সাম্রাজ্যবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের এই বিজয়ের জন্য সিজার যতটা দায়ী তাহা অপেক্ষা যে ভুলের ফলে সাম্রাজ্যবাদ অপরিহার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল তাহার দায়িত্ব অনেক বেশী। সাম্রাজ্যবাদ ব্যতীত সমসাময়িক রোমকে রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না।

***সিজারের শাসন এবং তৎপ্রবর্ত্তিত সংস্কার**—খ্রীঃ পূঃ ৪৯ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৪৪ অব্দ পর্য্যন্ত সিজার বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রোমের পদানত বিশাল ভূখণ্ডের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময়ের বেশীর ভাগই পম্পে এবং তদীয় সমর্থক-দিগের সহিত বিদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইলেও সিজার ইহারই মধ্যে কয়েকটি জনহিতকর আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

উপনিবেশ স্থাপন : ঋণগ্রস্তদিগের ঋণমোচন

(ক) **সামাজিক সংস্কার**—গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয়ের সময় হইতে জননায়কগণ যে যে সংস্কারের জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন, সিজার তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রবর্ত্তিত করিলেন। রোমে পরাশ্রয়ী জনসংখ্যার আধিক্য এবং পল্লী অঞ্চলে জনসংখ্যার হ্রাস সমগ্র ইটালির সমাজিক জীবনে এক ভীষণ বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। ইহার প্রতিকার-কল্পে সিজার কার্থেজ এবং করিন্থে রোমান নাগরিকদিগের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশবাসী যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রীতদাসের সংখ্যা যাহাতে বর্দ্ধিত না হয় তজ্জন্য মেষচারণক্ষেত্রের মালিকদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে কাহারও মেষের রাখালদিগের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ক্রীতদাস হইতে পারিবে না। পল্লী অঞ্চলের স্বাধীন নাগরিকগণের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই সিজার এই আদেশ

দিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার আর একটি আদেশের বলে সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইল। এই আদেশে বলা হইল যে দেনাদার পাওনাদারকে যত টাকা সুদ দিয়াছে সে ইচ্ছা করিলে তত টাকা আসল হইতে বাদ দিতে পারিবে। বহু সরকারী ইমারত নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া সিজার দরিদ্র নাগরিকগণের জীবিকার সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা সরকারের নিকট হইতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পাইত তাহাদের সংখ্যা অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হইল। সিজার নির্ব্বাসিত নাগরিকদিগকে রোমে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অমিতব্যয়িতা বন্ধ কবিবার জন্যও তিনি কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রচলিত গণনা অনুযায়ী প্রত্যেক রোমান বৎসর সৌর বৎসর অপেক্ষা ১০ দিন ৬ ঘণ্টা কম হইত। সিজার রোমান পাঁজির এই ত্রুটি দূর করিয়াছিলেন। পাঁজি সংস্কার

(খ) ***প্রদেশসমূহের প্রতি আচরণ***—রোমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে সিজারই সর্ব্বপ্রথম ইটালিবাসী এবং ইটালির-বহির্ভূত অঞ্চলবাসী রোমান নাগরিকদিগের মধ্যে পার্থক্য দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পো নদীর অপর তীরবাসী গলদিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিয়া সিজার আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ইটালিকে রোমের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। তিনি স্পেন এবং গলদেশের অন্তর্গত কোন কোন নগরের অধিবাসী-দিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক রাজধানীসমূহের মধ্যে গেড্‌সের (Gades) অধিবাসীদিগকে সর্ব্বপ্রথম এই অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীগণও সামরিক কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ রোমান-নাগরিকের অধিকার প্রাপ্ত হইত। রোমের প্রাদেশিক প্রজাগণের প্রবীণ-পরিষদের সদস্য হওয়ার পথে আর কোন বাধা রহিল না। সিজার এশিয়ায় করের পরিমাণ হ্রাস করিয়া রাজস্ব ইজারা দেওয়ার

প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে রোমের প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার একটি গুরুতর ত্রুটি দূর হইয়াছিল।

প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস

(গ) **নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার**—(১) স্পেনীয়, গলজাতীয় এবং সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর রোমান নাগরিকদিগের পক্ষে প্রবীণ-পরিষদের সদস্য পদ লাভের বাধা দূর করিয়া সিজার পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়াইয়া ৯০০ করিয়াছিলেন। পরিষদকে উপদেষ্টা সমিতিতে পরিণত করাই সিজারের উদ্দেশ্য ছিল। (২) নূতন নূতন প্যাট্রিসিয়ান পরিবার সৃষ্টি করিয়া সিজার প্রাচীন প্যাট্রিসিয়ান পরিবারসমূহের মর্য্যাদা এবং অভিমানের লাঘব ঘটাইয়া রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। (৩) সিজারের আদেশে সমগ্র ইটালিতে একই প্রকার পৌরশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৎপ্রণীত 'লেক্স জুলিয়া মিউনিসিপ্যালিস' (Lex Julia Municipalis) নামক আইন ইটালীয় পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর রোমান ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগের কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটাইয়াছিল।

পৌর-প্রতিষ্ঠান-সমূহের স্বাতন্ত্র্য

সংস্কারের পরিকল্পনা

উল্লিখিত সংস্কারসমূহ ব্যতীত সিজার অষ্টিয়া (Ostia) বন্দরের সম্প্রসারণ, বদ্ধ জলার জল নিষ্কাশন, নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন এবং সাম্রাজ্যের সীমান্তরক্ষার কথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচলিত আইনসমূহ সঙ্কলিত করিবার কথাও ভাবিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করাও হইয়াছিল। কিন্তু আততায়ীর অস্ত্রে সিজারের অপঘাত মৃত্যু সমস্ত প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

স্বেচ্ছাচারী সিজার অত্যাচারী ছিলেন না

***সিজারের শাসনের স্বরূপ**—শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেও সিজার সাধারণতন্ত্রের কাঠামো বজায় রাখিয়া-ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আর সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারী রহিলেন না। তাঁহারা রোমান কর্ম্মচারীর পর্য্যায়ভুক্ত হইলেন। প্রবীণ-পরিষদের পরামর্শ দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন ক্ষমতা রহিল না।

সিজারের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। সুতরাং কি ইটালিতে, কি ইটালির বাহিরে, সর্ব্বত্রই সিজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। স্বদেশের কল্যাণসাধনে তিনি এই ক্ষমতা নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

শত্রুর প্রতি ব্যবহারে সিজার কোনদিনই অনাবশ্যক কঠোরতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কাহাকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন নাই। সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়াও তিনি অধমর্ণদিগের উন্নতিসাধন, বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন, প্যাট্রিসিয়ানদিগের মর্য্যাদা হ্রাস, প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতার সঙ্কোচসাধন প্রভৃতি রোমান গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রগুলির কথা ভুলিয়া যান নাই। সুতরাং সিজার প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের সহিত গণতান্ত্রিক নীতির কোন বিরোধ ছিল না বলিলেও চলে। সিজারের ব্যক্তিগত শাসন সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা এবং অন্তর্নিহিত ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ ছিল।

সিজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কারণ—(১) নামে না হইলেও সিজার কার্য্যতঃ রোমে নির্ব্বাধ রাজতন্ত্র (Unlimited monarchy) প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। রোমান নাগরিক এই নির্ব্বাধ রাজতন্ত্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিত। সাধারণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাবান্ ব্রুটাস (Brutus) এবং অন্যান্য অনেকে সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে সিজার বাঁচিয়া থাকিতে রোমে সাধারণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। (২) সিজার কর্তৃক সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ, শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগের উপর তাঁহার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল যে তিনি রাজপদ এবং রাজোচিত ক্ষমতালাভে সচেষ্ট হইয়াছেন। এ্যাণ্টনি (Antony) কর্তৃক সিজারকে রাজমুকুট গ্রহণের অনুরোধে সন্দেহ প্রত্যয়ে পরিণত হইল। সিজার অবশ্য এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। কিন্তু এই অনুরোধই জনসাধরণকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। হত্যার কারণ

(৩) সিজার স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সি. অক্টেভিয়াসের (C. Octavius) প্রতি বিবিধ অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় জনসাধারণ মনে করিল যে সিজার রাজবংশ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। (৪) ক্যাসিয়াস (Cassius) প্রমুখ যে সমস্ত ব্যক্তিগত শত্রু সিজারকে ঘৃণা করিতেন, তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

সিজারের প্রাণনাশ—ক্যাসিয়াস এবং ব্রুটাসের নেতৃত্বে কয়েকজন রোমান নাগরিক সিজার-বিরোধী ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্যাসিয়াস ব্যক্তিগত কারণে এবং ব্রুটাস রাজনৈতিক কারণে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সিজারকে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান করিয়া দেওয়া হইলেও তিনি সতর্ক হন নাই। খ্রীঃ পূঃ ৪৪ অব্দে প্রবীণ-পরিষদের অধিবেশনকালে চক্রান্তকারীগণ ছুরিকাঘাতে সিজারকে হত্যা করিলেন।

সিজারের হত্যা সমর্থন-যোগ্য নহে

***হত্যার ফলাফল**—সিজারের হত্যাকারীগণ যে কেবল গুরুতর অপরাধই করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া তাঁহারা একটি মারাত্মক ভুলও করিয়াছিলেন। সিজারের হত্যা সাম্রাজ্যস্থাপন বন্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার উচ্চাভিলাষের ফলে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল না। সিজারের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীগণ মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে হত্যা করিলেই সাধারণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনা যাইবে। কিন্তু তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছিলেন। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করিলে যে রোমকে ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার করা যাইবে না এবং সিজার এই ধ্বংসের হাত এড়াইতে কতটা সহায়তা করিয়াছিলেন ষড়যন্ত্রকারীগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোভাবে এবং নিত্যনৈমিত্তিক বিশৃঙ্খলার

লীলাভূমি রোমে শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপনের অন্য কোন উপায় ছিল না। এই যুগের স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রনায়কগণ নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথাই চিন্তা করিতেন। ইঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রস্তাব করিলে ইঁহারা প্রবীণ-পরিষদকেও অমান্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। স্বার্থান্ধ অভিজাতবৃন্দ এবং অসাধু জনগণ এতদুভয়ের সম্মেলনে সাধারণতন্ত্রের ধ্বংস এবং রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষকে হত্যা করিয়া রাজতন্ত্র স্থাপন বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। যে যে কারণ সাধারণতন্ত্রের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিয়াছিল, সিজারের হত্যায় তাহা দূরীভূত হইল না। সিজারের হত্যার ফলেই রোম-শাসিত দেশসমূহকে পুনরায় বহুবর্ষ-স্থায়ী রক্তরঞ্জিত বিরোধ এবং বিশৃঙ্খলার আবর্ত্তে পতিত হইতে হইয়াছিল। সাধারণতন্ত্রের চিতাভস্মের উপর অগাষ্টাস (Augustus) কর্ত্তৃক রাজতন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কাল পর্য্যন্ত রোমে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং সিজারের হত্যাকারীগণ যে ভুল করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বপ্রকারেই সমর্থনের অযোগ্য।

সিজার : সমালোচনা—প্রাচীন ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে সিজারই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। একাধারে সেনানায়ক, রাজনীতিবিশারদ, আইন-প্রণেতা, বাগ্মী এবং ঐতিহাসিক জুলিয়াস সিজার বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি বাস্তবতাবোধের (Realism) পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি সমসাময়িক যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই আবার অনাগত যুগের সমস্যাসমূহের পূর্ব্বাভাসও তাঁহার দূর-বিস্তার মনোমুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে শক্তিমান্ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন ব্যতীত বিপর্য্যস্ত রোমে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা যাইবে না। রোমের শাসনাধীন দেশসমূহের সুষ্ঠু শাসনের জন্য নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের

বিচক্ষণ রণ-নায়ক এবং রাজনীতি-বিশারদ

আবশ্যকতার কথাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি যাবতীয় শাসন-ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাজতন্ত্রের গোড়া-পত্তন করিয়াছিলেন। রোমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাদেশিক সমস্যাগুলিকে সহানুভূতির সহিত বিচার করিয়া তাহাদের সমাধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিতে হইলে যে প্রদেশগুলির অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং ঐকান্তিক আনুগত্য একান্ত প্রয়োজন এ সত্যও সিজারের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সেইজন্যই তিনি তাহাদিগকে আর্থিক শোষণ হইতে আংশিক অব্যাহতি প্রদান করিয়া প্রদেশবাসী কোন কোন নাগরিককে শাসন-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। রোমের ইটালীয় এবং বৈদেশিক প্রজাদের মধ্যে পার্থক্য বিলোপের নীতি রাজনীতি-ক্ষেত্রে সিজারের শ্রেষ্ঠ অবদান। সাধারণতন্ত্রের শ্মশানে রাজতন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা এবং সহনশীলতা প্রয়োজন, সিজার পূর্ণমাত্রায় তাহার অধিকারী ছিলেন। সেনানায়ক হিসাবে তাঁহার একাধিক অনন্যসুলভ গুণ ছিল। ইহার মধ্যে অতি অল্প সময়ে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা, বিদ্যুৎ-গতিতে অভিযান পরিচালনা এবং অধীন সৈন্যদলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম জীবনে বিশেষ কোন সামাজিক এবং কোন প্রকার সামরিক অভিজ্ঞতা ব্যতীতই সিজার বহু রণাঙ্গনে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব সামরিক প্রতিভার নিদর্শন। ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার সৈনিক জীবনের সূচনা হইলেও তিনি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রণ-নায়কদিগের অন্যতম।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

প্রদেশসমূহের অবস্থার উন্নতিসাধন

সিজার এবং পম্পের তুলনামূলক সমালোচনা—সিজার এবং পম্পে উভয়েই সুনিপুণ সেনানায়ক এবং উচ্চাঙ্গের সামরিক

প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বিচক্ষণ সেনানায়ক সিজারের রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও প্রসংশনীয়। পক্ষান্তরে পম্পের মোটেই রাজনীতিজ্ঞান ছিল না। তিনি রোমান রাষ্ট্রবিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিজারও পম্পের মতই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিবলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে রোমের শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রবিধির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারী না হইলে তিনি কিছুতেই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। সমসাময়িক রোমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে সিজার ব্যতীত কেহ রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই বা তদনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই। পম্পের কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ছিল না। 'অপ্টিমেট্' এবং 'পপুলেয়ার' এই দুই দলের মধ্যে কোন্‌টিকে সমর্থন করা উচিৎ তিনি স্থির করিতে পারেন নাই এবং ফলে কোন দলই তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না। সিজার কিন্তু প্রথম হইতেই স্বীয় উদ্দেশ্য স্থির করিয়া এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পম্পে রাজনীতিক্ষেত্রে ভুলের পর ভুল করিয়া স্বীয় রাজনৈতিক অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সিজার সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া রোম-শাসিত সমগ্র ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সিজারের হত্যার পর হইতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল পর্য্যন্ত রোমের ইতিহাস

সিজারের হত্যার পর রোমের অবস্থা

সমসাময়িক রোম—ব্রুটাসের নেতৃত্বে পরিচালিত ষড়যন্ত্রকারীগণ সিজারের হত্যার পর নিজেদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য জনসাধারণের অনুমোদন লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইল না। সিজারের মিত্র এবং অনুগামীদিগের মধ্যে এ্যাণ্টনির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সিজারের মৃত্যুর পর রোম-শাসিত অঞ্চলে ব্রুটাস এবং এ্যাণ্টনির নেতৃত্বাধীন দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলের আবির্ভাব হইল। ফলে পুনরায় গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল। সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্য্যন্ত রোমের বিরোধী দল দুইটির মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়াছিল। ইহাতে স্থির হইল যে

(১) সিজারের হত্যাকারীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না এবং

(২) তৎপ্রবর্ত্তিত শাসনবিভাগীয় সংস্কারসমূহ বলবৎ থাকিবে ও তাঁহার চরমপত্রের নির্দ্দেশসমূহ প্রতিপালিত হইবে।

এ্যাণ্টনির দুরাকাঙ্ক্ষা

গলদেশে সিজারের অধস্তন কর্ম্মচারী এবং রোমে তাঁহার সমর্থকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এ্যাণ্টনি সিজারের হত্যাকালে কন্সালপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সিজারের স্থান গ্রহণ করিবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করিতেন। সিজারের মৃতদেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে জনসাধারণ সিজারের হত্যাকারীগণের বিরুদ্ধে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি জনসাধারণের নিকট প্রচার করিলেন যে সিজার ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টেভিয়াসকে (Octavius) স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন এবং রোমান নাগরিকদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রচুর

ধনৈশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছেন। ফলে জনতা হত্যাকারীগণের বিরুদ্ধে আরও ক্ষিপ্ত হইল। ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস ভয় পাইয়া স্ব-স্ব শাসনাধীন প্রদেশ ম্যাসিডনিয়া এবং সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন। রোমে আপাততঃ এ্যাণ্টনির কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না।

অক্টেভিয়াসের অভ্যুদয়—এ্যাণ্টনি ক্ষমতা হস্তগত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় সিজারের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী অক্টেভিয়াস রোমে উপস্থিত হইয়া পিতৃব্য-পরিত্যক্ত উত্তরাধিকার দাবী করিলেন। জনসাধারণের মধ্যে সিজার-পরিত্যক্ত ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি এ্যাণ্টনিকে এই ঐশ্বর্য্য তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে বলিলেন। এ্যাণ্টনি ইহাতে সম্মত না হইলে অক্টেভিয়াস স্বীয় সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা পিতৃব্যের অন্তিম নির্দ্দেশ পালন করিলেন। এ্যাণ্টনি অক্টেভিয়াসকে বাধা দেওয়ার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু অক্টেভিয়াসের বদান্যতা রোমের লোকচিত্ত জয় করিয়াছিল। ইহার পর প্রবীণ-পরিষদে যোগদান করিয়া তিনি নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরিষদে সিসেরো তীব্র ভাষায় এ্যাণ্টনিকে আক্রমণ করিলেন। রোমে থাকা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া এ্যাণ্টনি আল্পস পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে অবস্থিত গলদেশে (Cisalpine Gaul) চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি এই প্রদেশের প্রদেশপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রবীণ-পরিষদ এ্যাণ্টনিকে সর্ব্বসাধারণের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়া অক্টেভিয়াসকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ফোরাম গ্যালোরাম (Forum Galorum) এবং মিউটিনোর (Mutino) যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এ্যাণ্টনি আল্পস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গলদেশে চলিয়া গেলেন এবং লেপিডাসের সঙ্গে যোগদান করিলেন। অক্টেভিয়াস ইহার পর রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রবীণ-পরিষদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করিয়া কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন।

এ্যাণ্টনি এবং অক্টেভিয়াসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এ্যাণ্টনির পরাজয়

ইহার পর একটি আইন পাশ করিয়া সিজারের হত্যাকারীদিগকে রোমান আইনের সহায়তা হইতে বঞ্চিত করা হইল।

দ্বিতীয় ত্রয়ী (The Second Triumvirate)

এ্যাণ্টনি ও লেপিডাসের সহিত অক্টেভিয়াসের মিত্রতা : প্রবীণ-পরিষদের ঈর্ষা

সূচনা—মিউটিনোর যুদ্ধের পর প্রধান-পরিষদ অক্টেভিয়াসের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি-লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিষদ প্রথমতঃ তাঁহার নিকট হইতে সেনাপতিত্ব কাড়িয়া লইলেন এবং তৎকর্তৃক কন্সালপদ লাভের দাবীর বিরোধিতা করিলেন। কিন্তু অধীন সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় কন্সাল নির্ব্বাচিত হইয়া এ্যাণ্টনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অজুহাতে তিনি রোম হইতে চলিয়া গেলেন। লেপিডাসের চেষ্টায় বনোনিয়ার (Bononia) নিকট অক্টেভিয়াস এবং এ্যাণ্টনির মধ্যে এক সাক্ষাৎ-কারের ফলে একটি মিত্র-চক্র গঠিত হইল। ইহা দ্বিতীয় ত্রয়ী নামে পরিচিত। অক্টেভিয়াস, এ্যাণ্টনি এবং লেপিডাস ৫ বৎসরের জন্য নিজেদের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী এ্যাণ্টনি সমগ্র গলদেশ, লেপিডাস স্পেন এবং অক্টেভিয়াস সিসিলি ও আফ্রিকা লাভ করিলেন। অক্টেভিয়াস এবং এ্যাণ্টনির উপর ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরিচালনার ভার অর্পিত হইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রয়ীর মধ্যে পার্থক্য

অতঃপর মিত্রবর্গ রোমে আসিলেন। একটি আইন প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা যে যে ক্ষমতা এবং উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার বৈধতা সম্পাদন করা হইল। এইভাবে দ্বিতীয় ত্রয়ী আইনের অনুমোদন লাভ করিল। জনসাধারণও ইহার কথা জানিতে পারিল। পক্ষান্তরে প্রথম ত্রয়ী শেষ পর্য্যন্ত সিজার, পম্পে এবং ক্র্যাসাসের মধ্যে একটি ঘরোয়া ব্যবস্থামাত্র ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আইনানুমোদিত হইলেও দ্বিতীয় ত্রয়ী প্রবীণ-

পরিষদ এবং কমিশিয়াগুলির ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাষ্ট্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ত্রয়ীর কার্য্যকলাপ—দ্বিতীয় ত্রয়ী প্রথমেই বিরুদ্ধবাদী-দিগকে সরাইয়া দিয়া নিষ্কণ্টক হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সহস্র সহস্র রোমান নাগরিককে হত্যা করিয়া তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। সমগ্র ইটালি জুড়িয়া বিভীষিকার ভয়াবহ তাণ্ডব শুরু হইয়া গেল। দ্বিতীয় ত্রয়ী অনুষ্ঠিত মারণ-যজ্ঞে যাঁহাদিগকে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত বাগ্মী সিসেরোর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণতন্ত্রের সমর্থক ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস এই সময় আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব্বে অবস্থিত রোমের শাসনাধীন অঞ্চলসমূহের উপর প্রভুত্ব করিতেন। ইঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য এ্যাণ্টনি এবং অক্টে-ভিয়াস গ্রীসে উপস্থিত হইলেন। ফিলিপ্পির (Philippi) প্রান্তরে সঙ্ঘটিত দুইটি যুদ্ধে সাধারণতন্ত্রের সমর্থকদিগের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস আত্মহত্যা করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪২ অব্দ)। রোমান সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল। অতঃপর সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া গল ও ইলিরিয়া এ্যাণ্টনিকে, স্পেন ও নিউমিডিয়া অক্টেভিয়াসকে এবং আফ্রিকা লেপিডাসকে দেওয়া হইল।

এ্যাণ্টনি অতঃপর ভোগ-বিলাসে মত্ত হইলেন এবং মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার রূপের আকর্ষণে আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ফিলিপ্পির যুদ্ধের পর অক্টেভিয়াসের অসুবিধা

(১) ফিলিপ্পির যুদ্ধের পর অক্টেভিয়াস ইটালিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ (জন্য অনবরত চাপ দিতে লাগিল। ইটালীয়দিগের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া অক্টেভিয়াস

সেই জমি স্বীয় সৈন্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। ফলে সমগ্র ইটালিতে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। এ্যাণ্টনিকে রোমে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পত্নী ফ্ল্যাভিয়া (Flavia) এই অসন্তোষ-বহ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিলেন। ফ্ল্যাভিয়া এবং তাঁহার ভ্রাতা এল. এ্যাণ্টোনিয়াস (L. Antonius) অক্টেভিয়াসের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দল গঠন করিলেন। অক্টেভিয়াসের বন্ধু এবং

পেরুসিয়া অবরোধ

কর্ম্মচারী এ্যাগ্রিপ্পা (Agrippa) পেরুসিয়াতে তাঁহাদিগকে অবরোধ করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করিলেন। ফলে অক্টেভিয়াস পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন।

(২) এই সংবাদে ভয় পাইয়া এ্যাণ্টনি আফ্রিকা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং গ্রীসে আসিয়া সেক্সটাস পম্পেয়াসের (Sextus Pompeius) সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। পম্পেয়াস এই সময়

গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা: ব্রুণ্ডিসিয়ামের সন্ধি

ইটালির উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। ফলে শস্য-সরবরাহ বাধা পাওয়ায় রোমে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। ব্রুণ্ডিসিয়ামে (Brundisium) এ্যাণ্টনি এবং অক্টেভিয়াসের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের ফলে এই আশঙ্কা দূর হইল। এই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী অক্টেভিয়াস রোমের অধীন পাশ্চাত্য দেশসমূহ এবং এ্যাণ্টনি প্রাচ্যদেশসমূহ লাভ করিলেন। ইটালিতে উভয়ের যৌথ কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইল। আফ্রিকা লেপিডাসকে দেওয়া হইল। অক্টেভিয়াস এবং এ্যাণ্টনি যথাক্রমে পম্পেয়াস এবং পার্থীয়দিগকে (Parthians) দমন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

(৩) ব্রুণ্ডিসিয়ামের সন্ধিতে পম্পেয়াসকে কোন সুবিধা দেওয়া হয় নাই। সন্ধিস্থাপনের পূর্ব্বে তাঁহার মতামতও নেওয়া হয় নাই। সুতরাং তিনি পূর্ব্বের মতই ইটালির উপকূল অঞ্চলে লুণ্ঠন-কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। যে সমস্ত জাহাজ রোমে শস্য লইয়া যাইত, তিনি মধ্যপথে সেগুলিকে আটক করিয়া শস্য কাড়িয়া

লইতে লাগিলেন। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে হইল। মিসিনাম নামে সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সিসিলি, সার্ডিনিয়া এবং এ্যাকেয়া প্রদান করা হইল। তিনি অবিলম্বে রোমে কিছু শস্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই সন্ধি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। পম্পেয়াস পর পর দুইটি নৌ-যুদ্ধে অক্টেভিয়াসের নৌবহরকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু মাইল্যে (Mylae) এবং নলোকাসের (Naulochus) অদূরে সঙ্ঘটিত নৌ-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি এশিয়ায় পলায়ন করিলেন। পম্পেয়াস পরে শত্রুহস্তে পতিত হইয়া নিহত হন।

উল্লিখিত যুদ্ধ-বিগ্রহের পূর্ব্বেই অক্টেভিয়াস, এ্যাণ্টনি এবং লেপিডাসের মধ্যে পুনরায় ৫০ বৎসরের জন্য মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ত্রয়ীর অবসান—সেক্সটাস পম্পেয়াস বিতাড়িত হইবার পর লেপিডাস সিসিলি দাবী করিলেন। কিন্তু অক্টেভিয়াস তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সাধারণ নাগরিকরূপে ইটালিতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। এ্যাণ্টনি প্রাচ্যদেশে যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি সর্ব্বত্র জনসাধারণের নিন্দা এবং অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অক্টেভিয়াস সুশাসন-গুণে জনগণের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে লেপিডাসের অবসর গ্রহণের পর এ্যাণ্টনি-অক্টেভিয়াস মিত্রতায় ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। উভয়েই যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে দ্বিতীয় ত্রয়ীর অবসান ঘটিল। কারণ

*এ্যাণ্টনি এবং অক্টেভিয়াসের মধ্যে গৃহযুদ্ধ

(১) ক্লিওপেট্রার প্রতি এ্যাণ্টনির আসক্তি এবং অন্ধ অনুরাগের ফলেই জনসাধারণ তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনের জন্য সিজার তাঁহার রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত

এ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক : জনসাধারণের বিরক্তি

করিয়া দিয়াছিলেন। ক্লিওপেট্রার গর্ভজাত এ্যাণ্টনির সন্তানদিগকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। রোমান নাগরিক সুলভ রীতি-নীতি পরিত্যাগ করিয়া এ্যাণ্টনি পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-ব্যবহারে মিশরীয় নরপতিগণকে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই নির্বুদ্ধিতায় রোমবাসী অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল।

(২) এদিকে অক্টেভিয়াস গৃহযুদ্ধজনিত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিয়া এবং এই যুদ্ধসম্ভূত সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান করিয়া ধীরে ধীরে ইটালিতে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতেছিলেন। ফলে দিনের পর দিন তাঁহার জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হইতেছিল। অক্টেভিয়াস এবং এ্যাণ্টনির আচরণের তুলনামূলক সমালোচনা উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগাইয়া মনোমালিন্যের সূচনা করিল। ইঁহারা পরস্পরের কুৎসা-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন এবং সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ৩৩ অব্দে প্রবীণ-পরিষদ ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। সকলেই বুঝিল যে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে এ্যাণ্টনির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা।

এ্যাণ্টনির পরাজয়

ঘটনা-প্রবাহ—খ্রীঃ পূঃ ৩১ অব্দে এপিরাস উপকূলের অদূরে এ্যাক্টিয়াম (Actium) নামক স্থানে অক্টেভিয়াসের সহিত এ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার এক যুদ্ধ হয়। পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চলিতেছে এমন সময় ক্লিওপেট্রার নৌবহর হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাণ্টনিও রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। বিজয়ী অক্টেভিয়াস পরাজিত এ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মিশরে উপস্থিত হইলেন। শত্রুহস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কায় এ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা উভয়েই আত্মহত্যা করিলেন।

সাধারণতন্ত্রের পতন

ফলাফল—এ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধের ফলে মিশর রোমের শাসনাধীন প্রদেশে পরিণত হইল। এই যুদ্ধ অক্টেভিয়াসকে রোম-শাসিত সমগ্র

অঞ্চলের অবিসম্বাদিত নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রোমান সাধারণতন্ত্রের বিলোপ সাধন করিয়াছিল।

*সাধারণতন্ত্রের পতনের কারণ—(১) বিদেশে অর্থাৎ ইটালির বাহিরে রাজ্যবিস্তারের ফলে রোম এক অভিনব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। রাজ্যবিস্তারের পর শাসন সৌকর্য্যের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের কর্ণধারগণ এই প্রয়োজন পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। শীঘ্রই এই অক্ষমতার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। সাম্রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত হইল সত্য; কিন্তু সেই অনুপাতে আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা বর্দ্ধিত না হওয়ায় ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়া গিয়াছিল। স্বার্থপরতা-দোষদুষ্ট নীতি অনুসরণের ফলে প্রবীণ-পরিষদ ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। জনসাধারণ পরিষদের প্রতিকূল সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিল। সুতরাং প্রো-কন্সালদিগকে স্বীয় বশে রাখা বা সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা পরিষদের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদেশপালদিগের স্বার্থ-সংঘাত প্রদেশে প্রদেশে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া সুশাসন অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে একাধিকবার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন শাসন-ব্যবস্থার সহায়তায় সাম্রাজ্য-শাসন আর কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। কুশাসন

(২) ক্ষমতার আতিশয্য রোমান চরিত্রের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। দীর্ঘস্থায়ী বৈদেশিক যুদ্ধ জাতীয় চরিত্রের গুরুতর অবনতি ঘটাইয়া জাতিকে আদর্শভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছিল। চরিত্র এবং দৈহিক শক্তি-সম্পদে সমৃদ্ধ কৃষকগণ পরাশ্রয়ী, পরান্নভোজী নাগরিক জনতায় পরিণত হইয়াছিল। দেশপ্রেমিক অভিজাত সম্প্রদায় স্বার্থপর এবং অর্থগৃধ্নু হইয়া উঠিয়াছিলেন। জনগণ পৌর কর্ত্তব্য রোমান চরিত্রের অবনতি

বিস্মৃত হইয়া পান-ভোজন এবং বিলাস-ব্যসনকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিলে কোন সাধারণতন্ত্রই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না।

দলাদলি এবং অরাজকতা : এক-নায়কত্বের সূচনা

(৩) প্রবীণ-পরিষদ এবং অভিজাতবর্গের স্বার্থপরতা সাধারণ-তন্ত্রের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দেওয়ায় রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। ইঁহাদের কেহই জনসাধারণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে দলীয় বিরোধ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। মতবিরোধের ফলে এই যুগে বহু ক্ষেত্রেই রক্তারক্তি হইত। আলাপ-আলোচনা দ্বারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে গায়ের জোরে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইল। এই প্রকার হিংস্র উন্মত্ততাই স্থলা এবং ম্যারিয়াসের ন্যায় সৈন্যবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট এক-নায়কদিগের ক্ষমতা লাভের আনুকূল্য করিয়াছিল। ইঁহাদিগের অভ্যুদয় অনাগত দিনের স্বৈর শাসনের পূর্বাভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবিসম্বাদিত ক্ষমতার অধিকারী জুলিয়াস সিজার রোমের সমস্ত দল এবং উপদলের অস্তিত্ব লোপ করিয়া শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার হত্যার পর পুনরায় গৃহযুদ্ধের উন্মত্ত তাণ্ডব শুরু হইয়া গেল। অক্টেভিয়াস অরাজকতা এবং কুশাসনের অবসান ঘটাইয়া দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। পঙ্গু এবং অবসন্ন সাধারণতন্ত্র তাঁহার হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করিল। রোমান সাধারণতন্ত্রের পতনের যুগে বার বার দেখা গিয়াছে যে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং অবিসম্বাদিত অথবা প্রায় অবিসম্বাদিত কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যতীত অপর কেহই শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। প্রাচীন শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন যে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহা তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সম্রাটগণের শাসন

রোমবাসী সম্রাট-শাসন মানিয়া লইল কেন?—এ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধজয়ের পর অক্টেভিয়াস রোমের শাসনাধীন সমগ্র ভূখণ্ডের একেশ্বর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক বিশাল সৈন্যদল তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত এবং রোমে তাঁহার সমকক্ষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না।

এ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধের পর অগাষ্টাসের ক্ষমতা

(১) ম্যারিয়াস এবং স্থলার সময় হইতে অনবরত গৃহযুদ্ধের ফলে বিরক্ত জনসাধারণ সর্ব্বান্তঃকরণে শান্তি কামনা করিতেছিল। অক্টেভিয়াস রোমে পুনরায় শান্তিস্থাপন করিতে পারিবেন এই আশায় তাহারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। (২) প্রদেশ-পালগণের অত্যাচারে রোমের শাসনাধীন প্রদেশগুলির দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। অক্টেভিয়াসের ক্ষমতালাভের ফলে প্রদেশপাল-গণের অত্যাচারের অবসান হইবে এই আশায় রোমের প্রাদেশিক প্রজাবৃন্দ উৎফুল্ল হইয়াছিল। (৩) সাধারণতন্ত্রের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহই জীবিত ছিলেন না। (৪) রোমান চরিত্রের সদ্‌গুণরাজি বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই শ্রান্ত, অবসন্ন রোম এবং তৎশাসিত সমগ্র জনপদ সানন্দে ব্যক্তিগত শাসন মানিয়া লইয়াছিল।

***অক্টেভিয়াসের নীতির উদ্দেশ্য**—অক্টেভিয়াস অস্ত্রবলে অর্জ্জিত ক্ষমতাকে নিয়মতান্ত্রিক রূপ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে জনমত নগ্ন স্বৈরশাসন অনুমোদন করিবে না, সাধারণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যে অরাজকতা ডাকিয়া আনিতে পারে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি

সাধারণতন্ত্রের বাহ্যরূপ রক্ষা করিবার প্রয়াস

সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপ এবং ব্যক্তিগত শাসন এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

সমগ্র রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াও রাজা উপাধি গ্রহণে অসম্মতি

অগাষ্টাসের নিয়মতান্ত্রিক মর্য্যাদা—দ্বিতীয় ত্রয়ীর অন্যতম সদস্যরূপে অগাষ্টাস যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন এ্যাক্টি-য়ামের যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাহা ত্যাগ করিলেও যুদ্ধের সময় তিনি কন্সালপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই যুদ্ধের পরে তিনি প্রতিটি কার্য্যে সতর্কতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পাছে জনসাধারণ সন্দিগ্ধ বা ঈর্ষ্যান্বিত হয় সেই ভয়ে তিনি রাজা বা এক-নায়ক উপাধি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা ধীরে ধীরে স্বীয় হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া অগাষ্টাস অবশেষে সর্ব্বময় রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। তিনি 'ইম্পারেটর' (Imperator) উপাধি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে প্রো-কন্সালের মর্য্যাদা এবং ক্ষমতা প্রদান করা হইল। ফলে তিনি রোমের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। অক্টেভিয়াস অতঃপর নিয়ামকদিগের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করায় প্রবীণ-পরিষদের সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতাও তাঁহার হস্তগত হইল। তাঁহাকে 'প্রিন্সেপ' (Princep) অর্থাৎ 'নাগরিক প্রধান' এই উপাধি দেওয়া হইল। ফলে প্রবীণ-পরিষদের নেতৃত্বও অক্টে-ভিয়াসের হাতে আসিয়া পড়িল। ইহার পর তাঁহাকে 'অগাষ্টাস' (Augustus) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পরবর্ত্তীকালে তিনি অগাষ্টাস নামেই পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য ট্রিবিউনের ক্ষমতা দেওয়া হইল। ফলে অক্টেভিয়াস 'ভেটো' প্রয়োগ করিয়া বে-সামরিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার লাভ করিলেন। অতঃপর 'পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস' (Pontifex Maximus) উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি রোমের ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। অক্টেভিয়াস এইভাবে

সাধারণতান্ত্রিক কাঠামোর সংরক্ষণ

সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্যাট্রিসিয়ানদিগের স্বৈরতন্ত্র এবং প্লিবিয়ানদিগের গণতন্ত্রের মিলন ঘটাইয়াছিলেন।

***অগাষ্টাস প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ (The Principate)**—অক্টেভিয়াসের শাসন সাধারণতন্ত্রের আবরণে স্বৈরশাসন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার শাসনকালে সকলের অলক্ষ্যে, ধীরে ধীরে রোমান সাধারণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছিল। জুলিয়াস সিজারের হত্যার ফলে অক্টেভিয়াসের চোখ ফুটিয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সরাসরি রাষ্ট্রিক কাঠামো পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তিনি ধীরে ধীরে রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি রোমের প্রাচীন রাষ্ট্ররূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং কোন সময়েই নিজের ক্ষমতা জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই। রাজা বা এক-নায়ক আখ্যায় অভিহিত হইতে সম্মত না হইলেও তিনি কন্সাল, নিয়ামক, ট্রিবিউন এবং প্রধান পুরোহিতের যাবতীয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-মণ্ডলী অবশ্য চিরা-চরিত প্রথা অনুযায়ী-ই নির্ব্বাচিত হইতেন। কমিশিয়াগুলিও পূর্ব্বের মতই আইন প্রণয়ন করিত। প্রবীণ-পরিষদও যথারীতি শাসনকার্য্য পরিচালনা এবং সমস্ত বিষয়ে তদারক করিতেন। সুতরাং অগাষ্টাস-শাসিত রোমকে আপাতদৃষ্টিতে সাধারণতন্ত্র-শাসিত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-তরণী প্রকৃত প্রস্তাবে অগাষ্টাসের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হইত। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কাজ চলিত। সুতরাং অগাষ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা বাহ্যতঃ সাধারণতান্ত্রিক হইলেও আসলে স্বৈরতান্ত্রিক।

***অগাষ্টাস ও জুলিয়াস সিজার : তুলনামূলক সমালোচনা**

জুলিয়াস সিজার-অনুসৃত উদার নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অগাষ্টাসের রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী নীতির বিরোধী।

(১) জুলিয়াস সিজার খোলাখুলিভাবেই যাবতীয় রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব

স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অগাষ্টাস সর্ব্বপ্রযত্নে সাধারণ-তন্ত্রের আবরণে রাজতন্ত্র এবং স্বৈর-শাসনকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২) রোমের প্রাদেশিক প্রজাবৃন্দকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিয়া সিজার বিজেতা এবং বিজিতের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক মহাজাতি গঠনের এই প্রচেষ্টার ফলে জাতীয়তার আদর্শে আস্থাবান্ রোমবাসী তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে অগাষ্টাস বিশ্বাস করিতেন যে অন্যের উপর প্রভুত্ব বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রোমানজাতির বিধিদত্ত অধিকার। সুতরাং প্রাদেশিক প্রজাবৃন্দকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদানকালে তিনি তাহাদিগকে এই অধিকারের মর্য্যাদা এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিবার চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না।

(৩) জুলিয়াস সিজার রোমের ব্যবহার-বিধির সংস্কার সাধন করিয়া অন্যান্য দেশে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার সহিত ইহার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অগাষ্টাস রোমের প্রাচীন আইন-কানুন যথাসম্ভব সংরক্ষণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

(৪) সিজার প্রবীণ-পরিষদের গুরুত্ব এবং প্রাধান্য হ্রাস করিয়া অভিজাতবর্গের শক্তি চূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু অগাষ্টাস অভিজাতবর্গকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রবীণ-পরিষদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সময় গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে রোমের ধর্ম্মজগতে অভিনব মত, বিশ্বাস এবং প্রথার আমদানি হইলেও তিনি সুপ্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের পোষকতা করিয়াছিলেন।

অগাষ্টাসের প্রগতি-বিরোধী নীতি

***বিশেষ দ্রষ্টব্য**—গণতান্ত্রিক দল প্রবীণ-পরিষদের মর্য্যাদা হ্রাস করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিল। আর অগাষ্টাস এই পরিষদকেই অধিকতর মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। রোমান নাগরিকদিগের

মর্য্যাদা সংরক্ষণ এবং ধর্ম্মীয় ব্যাপারে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়া অগাষ্টাস স্বীয় রক্ষণশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন : রোমান প্রদেশ-পালগণের অত্যাচারের অবসান

***প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা এবং সংগঠন**—শাসন সৌকর্য্যের জন্য ইটালিকে ১১টি প্রদেশে ভাগ করা হইল। এক একজন প্রেটর রোমে অবস্থান করিয়া এক একটি প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। প্রদেশসমূহ প্রবীণ-পরিষদের কর্ত্তৃত্বাধীন (Senatorial) এবং সম্রাটের কর্ত্তৃত্বাধীন (Imperial) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। সাম্রাজ্যের সীমান্ত হইতে দূরে অবস্থিত যে যে প্রদেশ বহু পূর্ব্বে রোমের পদানত হইয়াছিল, সে সমস্ত প্রদেশের প্রদেশপালগণ পূর্ব্বের ন্যায় প্রবীণ-পরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অপেক্ষাকৃত অল্পদিন পূর্ব্বে বিজিত সীমান্ত প্রদেশসমূহের শাসন-কর্ত্তাদিগকে অগাষ্টাস নিজে নিযুক্ত করিতেন। ইঁহাদিগকে নিজেদের কার্য্যকলাপের জন্য তাঁহার নিকট জবাবদিহি করিতে হইত। এই শেষোক্ত প্রদেশসমূহের আর্থিক শাসনের ভার প্রোকিউরেটর (Procurator) আখ্যায় অভিহিত কর্ম্মচারীগণের উপর ন্যস্ত ছিল। 'প্রিন্সেপ' ব্যতীত অন্য কেহ ইহাদিগকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না। সুতরাং প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব আর প্রদেশপালের হাতে রহিল না। প্রোকিউরেটরদিগের স্বাধীন ক্ষমতা প্রদেশপালের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার সঙ্কোচ সাধন করিয়াছিল। প্রদেশপালগণ যাহাতে বলপূর্ব্বক টাকা আদায় করিতে সহজে প্রলুব্ধ না হন, সেইজন্য সিজার তাঁহাদিগকে উচ্চহারে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 'প্রিন্সেপে'র অধীন প্রদেশপালদিগকে সংযম, সততা এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত ক্ষমতা পরিচালনা করিবার কঠোর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রবীণ-পরিষদের কর্ত্তৃত্বাধীন প্রদেশপালগণও অচিরে ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ফলে প্রাদেশিক শাসনের অনাচার এবং অবিচার অতীতের স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইল। বিজেতা এবং বিজিতের বিভেদ দূর হইয়া রোমবাসী এবং প্রদেশবাসী প্রজাদিগের মধ্যে সাম্য স্থাপনের সূচনা হইল।

অগাষ্টাসের যুদ্ধবিগ্রহ

(১) স্পেনের পর্ব্বতবাসী ক্যাণ্টাব্রিয়ানগণ (Cantabrians) বিদ্রোহী হইলে অগাষ্টাস তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেনাপতিগণ এই বিদ্রোহ দমন করিলেন।

(২) আরবদেশের দক্ষিণাংশে যে অঞ্চলে বিবিধ মশলা উৎপন্ন হয় তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত অগাষ্টাসের অভিযান ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

(৩) পার্থিয়ানগণ ক্র্যাসাসের নিকট হইতে বহু রোমান পতাকা কাড়িয়া লইয়াছিল। প্রো-কন্সালরূপে প্রাচ্যভূখণ্ডে পরিভ্রমণকালে অগাষ্টাস এই পতাকাগুলি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

জার্ম্মান সামন্ত আরমিনিয়াস কর্ত্তৃক ভ্যারাসের অধীন সৈন্যবাহিনীর ধ্বংসসাধন

অগাষ্টাস জার্ম্মাণী জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র ড্রুসাসের (Drussus) চেষ্টায় রোমান সাম্রাজ্য এল্‌ব্ (Elbe) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। নবম খ্রীষ্টাব্দে রোমান শাসনকর্ত্তা কুইন্টিলিয়াস ভ্যারাসের (Quintilius Varus) আচরণে উত্ত্যক্ত জার্ম্মাণগণ আর্ম্মিনিয়াসের (Arminius) নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহীগণ টিউটোবার্গের (Teutoburg) জঙ্গলে রোমান বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। ভারাস নিহত হইলেন। এই পরাজয় অগাষ্টাসের পক্ষে গুরুতর ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। টিউটোবার্গের বিপর্য্যয়ের পর রোম এল্‌ব্ নদীর তীর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা ত্যাগ করিল। রাইন নদী রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল।

আরমিনিয়াসের হাতে ভ্যারাসের পরাভব ইতিহাসের একটি

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভ্যারাস জয়লাভ করিলে আধুনিক ইউরোপ গঠনে অথবা ইংরেজ জাতির উৎপত্তিতে টিউটন প্রভাব কার্য্যকরী নাও হইতে পারিত। ফলে বিশ্ব-ইতিহাসের ধারা হয়ত অন্য খাদে প্রবাহিত হইত।

অগাষ্টাসের অধীনে রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন—অগাষ্টাসের শাসনকালে ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরে ইংলিশ প্রণালী এবং রাইন ও ড্যানিয়ুব নদী, পূর্ব্বে ইউফ্রেটিস নদী, দক্ষিণে অনন্তবিস্তারী সাহারা মরুভূমি এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিত। অগাষ্টাস সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত না হইয়া অর্জ্জিত সাম্রাজ্যের শাসন-সংগঠন এবং দৃঢ়তা সম্পাদনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রীয় অবস্থান ভাববিনিময় এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পথ সুগম করিয়াছিল। ইহারই ফলে সাম্রাজ্যাধীন প্রদেশসমূহ একাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিত। ভূমধ্যসাগরীয় প্রদেশসমূহে সৈন্য মোতায়েন রাখা হইত না বলিলেও চলে। সাম্রাজ্যে সীমান্ত অঞ্চলগুলি সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের কোন অংশেই শান্তিভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। এইভাবে যে অখণ্ড শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা Pax Romana অর্থাৎ 'রোমান শান্তি' নামে পরিচিত। **সাম্রাজ্যের অবস্থা**

অগাষ্টাস-প্রবর্ত্তিত সংস্কার

প্রবীণ-পরিষদ—নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক এবং বিদেশীয়দিগকে প্রবীণ-পরিষদের সদস্যপদ লাভের অধিকার প্রদান করিয়া এবং পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া ৯০০ জন করিয়া সিজার ইহার মর্য্যাদা হ্রাস করিয়াছিলেন। সদস্যসংখ্যা কমাইয়া ৬০০ জন করিয়া **নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার**

এবং যোগ্যতাবিহীন সদস্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া অগাষ্টাস পরিষদের মর্য্যাদা অংশতঃ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি পরিষদকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইহার নিকট পেশ করিতেন। তাঁহার ক্ষমতা যে মূলতঃ সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা গোপন করিবার জন্যই তিনি ইহা করিতেন। বাহ্যতঃ মর্য্যাদাসম্পন্ন হইলেও প্রবীণ-পরিষদ সৈন্য এবং অর্থ বিভাগের উপর কর্তৃত্বচ্যুত হইয়া ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

আইন প্রণয়ন

সামরিক সংস্কার—অগাষ্টাস অমিতব্যয়িতা এবং লাম্পট্য দূর করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পারিবারিক জীবনের শান্তি, মর্য্যাদা এবং পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাভিচারীদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। অগাষ্টাসের আদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন কঠোর করিয়া অবিবাহিত নাগরিকদিগের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছিল।

পূর্ত্তকার্য্য—দেবমন্দির এবং সুদৃশ্য হর্ম্ম্যশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া অগাষ্টাস রাজধানী রোমকে সুষমামণ্ডিত করিয়াছিলেন। ইষ্টকময়ী রোম নগরী তাঁহার হস্তে মর্ম্মরময়ী রোমে রূপান্তরিত হইয়াছিল। অগাষ্টাস নগরে নিয়মিত জল সরবরাহের এবং অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য দমকলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রোমবাসী যেন বিদেশ হইতে আমদানি নূতন নূতন দেব-দেবীর উপাসনা করিতে আরম্ভ না করে এইজন্য তিনি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবমন্দিরসমূহ সংস্কার করা হইল। বিনা ভাড়ায় রোমে খাদ্যশস্য আমদানি এবং জলদস্যু দমনের উদ্দেশ্যে অগাষ্টাস একটি স্থায়ী নৌ-বহর গঠন করিয়াছিলেন।

রাজস্ব

(৪) আর্থিক বিধিব্যবস্থা—অগাষ্টাস সাম্রাজ্যের ধন-সম্পদের একটি ফিরিস্তি সংগ্রহ করিয়া সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশগুলির উপর দুইটি কর (ভূমি-রাজস্ব এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কর)

ধার্য্য করিলেন। সাধারণতন্ত্রের যুগে যে সমস্ত বহুপ্রকার কর আদায় করা হইত সে সমস্ত তুলিয়া দেওয়া হইল। ইটালিবাসীদিগকে জমির খাজনা দিতে হইত না। যে সমস্ত অঞ্চল হইতে প্রস্তর সংগ্রহ ও লবণ প্রস্তুত করা এবং মাছ ধরা হইত তৎসমুদয় এবং খনিগুলি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হইল। শহরগুলির বাস্তায় রাস্তায় বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করা হইত। যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্দ্দিষ্ট হারে কর ধার্য্য করা হইল। মিশর এবং আফ্রিকা শস্যদ্বারা একটি বিশেষ কর প্রদান করিত।

অগাষ্টাস এবং তদীয় সচিব ম্যোসেনাস (Mæcenus) উভয়েই জ্ঞানচর্চ্চার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। সাহিত্যের উন্নতি এবং সাহিত্যচর্চ্চার জন্য অগাষ্টাসের শাসনকাল সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিক লিভি (Livy), কবি ভার্জ্জিল (Virgil), হোরেস (Horace) এবং ওভিড (Ovid) এই যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত কাব্য-ইতিহাস অগাষ্টীয় যুগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সাহিত্যচর্চ্চা

অগাষ্টাসের চরিত্র—খ্যাতনামা ঐতিহাসিক গিবনের (Gibbon) মতে স্থিরবুদ্ধি এবং কঠিনহৃদয় অগাষ্টাস চিরজীবন ভণ্ডামির মুখোসে স্বীয় স্বরূপ গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। নীতি এবং প্রয়োজনের খাতিরে মধ্যে মধ্যে নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিলেও নিষ্ঠুরতা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল না। তিনি ন্যায় এবং শৃঙ্খলার অনুরাগী ছিলেন। ব্যবহারিক বুদ্ধি এবং বাস্তবতাবোধসম্পন্ন সুকৌশলী অগাষ্টাস উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল উপায় অবলম্বন করিতে পটু ছিলেন। তাঁহার চাল-চলন সাদাসিধা ছিল। তিনি জাঁক-জমকের বিরোধী ছিলেন।

রোমের শাসনাধীন বিশাল জনপদে শান্তি এবং শৃঙ্খলার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা অগাষ্টাসের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার শাসনকালে রোমের

অগাষ্টাস এবং তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ এবং প্রদেশসমূহে অত্যাচার এবং অব্যবস্থার অবসান হইয়াছিল। ঘরে এবং বাহিরে তাঁহার নাম শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রতীকস্বরূপ ছিল। অগাষ্টাস সাম্রাজ্যের সীমা সুরক্ষিত করিয়া জলদস্যুর উৎপাত বন্ধ করেন এবং শাসন-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজধানী রোমের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি, পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা অগাষ্টাসের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। তাঁহার শাসনকালে সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জনসাধারণ সুখে জীবন যাপন করিত। সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। দুই শতাব্দীকাল ঘরে-বাহিরে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে বিপর্য্যস্ত রোমান সাম্রাজ্যে শান্তিস্থাপয়িতা অগাষ্টাসকে জনসাধারণ স্বভাবতঃই শান্তি এবং নিরাপত্তা বিধায়ক দেবতার মত সম্মান করিত।

দ্রঃ—অগাষ্টাসের শাসনকালে যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্লডীয় (Claudian) সম্রাট চতুষ্টয়—অগাষ্টাসের উত্তরাধিকারী টাইবেরিয়াস (Tiberius) ক্লডিয়াই (Claudii) পরিবার-সম্ভূত বলিয়া তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী তিন জন সম্রাট—ক্যালিগুলা (Caligula), ক্লডিয়াস (Claudius) এবং নিরো (Nero)—ক্লডীয় সম্রাট বলিয়া পরিচিত।

টাইবেরিয়াস (১৪—৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)—অগাষ্টাস তদীয় পত্নী লিভিয়ার (Livia) পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র টাইবেরিয়াসকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। মুখ্যতঃ মাতার প্রভাবেই টাইবেরিয়াস প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অগাষ্টাসের শাসনকালে সৈন্যাধ্যক্ষরূপে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

সামরিক ঘটনাবলী

টাইবেরিয়াসের সিংহাসনারোহণের পর জার্ম্মান এবং প্যানোনীয় (Panonian) সীমান্তে মোতায়েন সৈন্যদলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। টাইবেরিয়াস বিদ্রোহীদিগের দু-একটি ছোটখাট দাবী

পূরণ করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জার্মেনিকাস (Germanicus) একটি খণ্ডযুদ্ধে আর্মিনিয়াসকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। জার্মেনিকাস অতঃপর আর্মেনিয়ার বিলিব্যবস্থা করিয়া পারদ অর্থাৎ পার্থিয়ানদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

টাইবেরিয়াসের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল। অভিজাতবর্গ মনে করিতেন যে জনসাধারণ সাময়িকভাবে অগাষ্টাসকে সম্রাটের ক্ষমতা এবং মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছে। এই মর্য্যাদা এবং ক্ষমতা ব্যক্তিগত। সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে কাহাকেও ইহা দান করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। অসন্তুষ্ট অভিজাতবর্গ টাইবেরিয়াসের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। 'ল অব ম্যাজেষ্টি' (Law of Majesty) নামক একটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া টাইবেরিয়াস আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন। এই আইনে সম্রাটের জীবননাশের চেষ্টা করা, তাঁহার মর্য্যাদার হানিকর কিছু বলা এবং লেখা রাজদ্রোহের পর্য্যায়ভুক্ত হইল। গুপ্তচর-প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় নাগরিককে রাজদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ৬,০০০ উৎকৃষ্ট রোমান যোদ্ধা লইয়া 'প্রেটোরীয় রক্ষীবাহিনী' (Prætorian Guard) আখ্যায় অভিহিত সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনী গঠিত হইল। নবগঠিত বাহিনীর অধ্যক্ষ সেজানাসের (Sejanus) সমর্থন পাইবার আশায় টাইবেরিয়াস তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সেজানাসই সিংহাসনের লোভে সম্রাটের যে সমস্ত আত্মীয় তাঁহার নিজের সিংহাসন লাভের পথে অন্তরায় হইতে পারেন, তাঁহাদের অনেককে হত্যা করিয়াছিলেন। এ কথা প্রকাশ পাইলে টাইবেরিয়াসের আদেশে সেজানাস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

অভিজাত সম্প্রদায়কে দমন

টাইবেরিয়াসের অত্যাচার

টাইবেরিয়াস প্রবীণ-পরিষদকে ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কমিশিয়াগুলির অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং কর্ম্মচাঞ্চল্যের যে বহিরাবরণ অগাষ্টাসের শাসনকালেও অটুট ছিল, তাহা লোপ পাইল। কমিশিয়াগুলির বিলোপ সাধন এবং প্রোটোরীয় রক্ষী বাহিনী ও গোয়েন্দা দল গঠন করিয়া এবং স্বীয় লাম্পট্যের ফলে অত্যাচারী টাইবেরিয়াস আপামর সকলের ঘৃণাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাটের চরিত্রহীনতা ও নৃশংসতার ফলেও শাসন-ব্যবস্থার তেমন অবনতি ঘটে নাই এবং টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালে প্রজাগণ সুখেই কালাতিপাত করিত।

উন্মাদ নরপিশাচ

ক্যালিগুলা (৩৭—৪১ খ্রীষ্টাব্দ)—জার্ম্মেনিকাস এবং এগ্রিপ্পিনার (Agrippina) কনিষ্ঠ পুত্র ক্যালিগুলা (Caligula) টাইবেরিয়াসের মৃত্যুর পর রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন লাভের পর তিনি সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এবং নির্ব্বাসিত নাগরিকের দণ্ডাদেশ মার্জ্জনা করিলেন। গোয়েন্দা দল কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্য-সম্বলিত যে সমস্ত কাগজপত্র তাঁহার নিকট ছিল, তাহা সমস্ত তিনি পোড়াইয়া ফেলিলেন এবং বাছিয়া বাছিয়া যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিক-দিগকে প্রবীণ-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলচেতা ক্যালিগুলা শীঘ্রই ভোগবিলাসের পঙ্কিল আবর্ত্তে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইলেন। নিজেকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি ইমারত নির্ম্মাণে জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়কে নানা প্রকারে অপদস্থ এবং অপমানিত করা হইতে লাগিল। ক্যালিগুলা ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত হইয়া রোমের বিভিন্ন-স্থানে স্থাপিত সাধারণতন্ত্রের নেতৃবৃন্দের মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেন। অবশেষে আততায়ীর হস্তে তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল।

ক্লডিয়াস (৪১—৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)—ক্যালিগুলার মৃত্যুর পর

প্রেটোরীয় রক্ষীবাহিনী তদীয় পিতৃব্য ক্লডিয়াসকে (Claudius) সিংহাসন প্রদান করিল। ভীরুপ্রকৃতি ক্লডিয়াস সাম্রাজ্যশাসনে অসাধারণ শ্রমশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি অগাষ্টাসের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। জুলিয়াস সিজারের ন্যায় তিনিও সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশবাসীদিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রিটেন জয় তাঁহার প্রধান সামরিক কীর্ত্তি। তাঁহার রাজত্বকালে ইহুদিগণ রোম হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। ক্লডিয়াস অতিশয় বিলাসপ্রিয় ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী এ্যাগ্রিপ্পিনাকে বিবাহ করিয়া তিনি পত্নীর (এ্যাগ্রিপ্পিনার) অনুরোধে তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র ডমিটাসকে (Domitus) স্বীয় পরিবারভুক্ত করিয়াছিলেন। এ্যাগ্রিপ্পিনা পুত্র ডমিটাসকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য বিষপ্রয়োগে ক্লডিয়াসের জীবননাশ করেন।

প্রদেশবাসী রোমান প্রজাগণের রোমান নাগরিকের অধিকার লাভ

*__নিরো__ (৫৪—৬৮ খ্রীষ্টাব্দ)—মাতা এ্যাগ্রিপ্পিনার প্রভাবে এবং গৃহশিক্ষক সেনেকা (Seneca) ও প্রেটোরীয় রক্ষী বাহিনীর উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী বুরুসের সহায়তায় নিরো (Nero) সিংহাসন লাভ করেন। নিরোর রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁহার গৃহশিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সেনেকা তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার সুপরামর্শে নিরো রাজত্বের প্রথম পাচ বৎসর উত্তমরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বিরোধী দলের চক্রান্তে সেনেকা রাজ-দরবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পুত্রের উপর স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়া এ্যাগ্রিপ্পিনা ব্যর্থকাম হইলেন। ইহার-পর রোমে নৃশংসতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়াবহ তাণ্ডব জুড়িয়া দিয়া নিরো চিরস্থায়ী অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। অভিজাত বংশীয় বহু নাগরিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া নিরো তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। পত্নী অক্টেভিয়াকে (Octavia) পরিত্যাগ করিয়া তিনি পোপ্পোইয়া স্যাবিনা (Poppoea Sabina) নাম্নী

নিরোর নৃশংসতা

কামুকী নারীর পাণিগ্রহণ করেন এবং পত্নীর পরামর্শে স্বীয় মাতাকে হত্যা করান। তাঁহার পদাঘাতে গর্ভবতী পোপ্পোইয়ার মৃত্যু হইয়াছিল। নিরো পেশাদার নট এবং গায়কাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। রোমের সাধারণ ক্রীড়াক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাতেও তিনি যোগদান করিতেন।

খ্রীষ্টানদিগের উপর অত্যাচার

তাঁহার রাজত্বকালে এক প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে রোমের বহু সুরম্য হর্ম্য, দেবমন্দির এবং শিল্পসম্ভার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য নিরোকেই সন্দেহ করা হয়। তিনি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে রোমে অগ্নি সংযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া বহু খ্রীষ্টানকে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। নিরোর অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া অভিজাতগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই চক্রান্ত ফাঁসিয়া গেল এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সেনেকা, কবি লুকা এবং বহু অভিজাত চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

নিরোর মৃত্যু

অগ্নিবিধ্বস্ত রোমের পুনর্নির্মাণ এবং সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের নিমিত্ত ধার্য্য গুরু করভার প্রদেশে প্রদেশে নিরোর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের আগুন জ্বালাইয়া তুলিল। স্পেনের প্রদেশপাল গ্যাল্‌বা (Galba) তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। গলদেশে মোতায়েন ফৌজ গ্যাল্‌বার সহিত যোগদান করিল এবং তিনি রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সকলেই নিরোর পক্ষ পরিত্যাগ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি আত্মহত্যা করিলেন।

বিঃ দ্রঃ—নিরোর রাজত্বকালে ব্রিটেনের রাণী বোডিসিয়া (Boadicea) রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

ক্লডীয় সম্রাটগণের অধীনে রোম এবং রোমের শাসনাধীন প্রদেশসমূহের শাসন-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। অন্তর্বিপ্লব এবং রক্তারক্তি বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই যুগেই রোমের রাষ্ট্রব্যবস্থা

প্রকৃত প্রস্তাবে রাজতন্ত্রে পরিণত হইয়া রাজপদ বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িয়াছিল।

সিংহাসন লাভের জন্য দ্বন্দ্ব—নিরোর মৃত্যুর পর বিভিন্ন প্রদেশে মোতায়েন সৈন্যবাহিনী স্ব-স্ব অধ্যক্ষকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। ফলে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই বিশৃঙ্খলা ১৫০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। নিরোর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের অবস্থা

গাল্‌বা—স্পেনের সৈন্যগণ তথাকার প্রদেশপাল গাল্‌বাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুরাগী এবং সুশাসক গাল্‌বার কঠোরতা এবং কার্পণ্যের ফলে সৈন্যবাহিনী অচিরে তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। এই সুযোগে নিরোর অন্যতম সমর্থক ওথো (Otho) প্র্যেটোরীয় রক্ষীবাহিনীকে হাত করিয়া গাল্‌বাকে হত্যা করাইলেন।

ওথো—প্র্যেটোরীয় রক্ষীবাহিনীর সহায়তায় সিংহাসন লাভ করিয়া ওথো মাত্র তিন মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। দক্ষিণ জার্ম্মাণীতে মোতায়েন সৈন্যদল তাহাদের সেনাপতি ভাইটেল্লিয়াসকে (Vitellius) সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। বেড্রিয়াকামের (Bedriacum) যুদ্ধে পরাজয়ের পর ওথো আত্মহত্যা করিলে ভাইটেল্লিয়াস সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ভাইটেল্লিয়াস—সিরিয়াতে মোতায়েন সৈন্যদল লম্পট এবং ঔদরিক ভাইটেল্লিয়াসের পরিবর্ত্তে নিজেদের অধ্যক্ষ ভেস্পাসিয়ানকে (Vespasian) সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ইটালিতে চলিয়া আসিলেন এবং ভাইটেল্লিয়াসকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ভাইটেল্লিয়াস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

ফ্ল্যাভীয় সম্রাটবর্গ (The Flavian Emperors)—ভেস্পাসিয়ান, টাইটাস (Titus) এবং ডমিটাস (Domitus) ফ্ল্যাভীয়

সম্রাট আখ্যায় অভিহিত এই সম্রাটত্রয় ৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ভেস্পাসিয়ান (৭০ —৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)—ভেস্পাসিয়ান রোমের প্রথম প্লিবিয়ান সম্রাট। এই হিসাবে তাঁহার রাজ্যলাভ রোমের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ভেস্পাসিয়ানের রাজত্বকালে শাসনসংক্রান্ত প্রায় সমুদয় বিভাগেই অগাষ্টাসের নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ভেস্পাসিয়ানের সিংহাসনলাভের পর প্রায় শতাব্দীকাল সাম্রাজ্যের শান্তি অক্ষুণ্ন ছিল। বিচক্ষণ সম্রাটবর্গের সুশাসনে রোমান সাম্রাজ্য এই যুগে সুখ এবং সমৃদ্ধির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল। প্রাদেশিক প্রজাদিগকে ভোটাধিকার প্রদান এবং সর্ব্বত্র একই প্রকার পৌরশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যবোধ দৃঢ়তর হইয়াছিল। সাম্রাজ্য-সীমান্ত সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। সাহিত্যানুরাগী সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যচর্চ্চা প্রসারলাভ করিয়াছিল।

ইহুদি বিদ্রোহ দমন

ভেস্পাসিয়ানের রাজত্বকালে ইহুদিগণ স্বাধীনতা লাভের শেষ চেষ্টা করে। কুমার টাইটাস জেরুসালেম অধিকার করিলেন। তাঁহার আদেশে জেরুসালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। জুডিয়া (Judæa) সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশে পরিণত হইল। ভেস্পাসিয়ান বহু ইমারত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সুবিশাল রঙ্গভূমি কলোসিয়াম (Colosseum) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংকোচ

ভেস্পাসিয়ান ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। তিনি স্পেনবাসী-দিগকে ল্যাটিন নাগরিকের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিস্তারকল্পে সরকারী তহবিল হইতে অর্থব্যয়ের তিনিই পথ-প্রদর্শক। তিনি ব্রিটেনের অবিজিত অঞ্চলসমূহ জয়ের চেষ্টা করিয়া ছিলেন এবং পার্থিয়ান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ড্যান্যুব তীরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের রক্ষণ-ব্যবস্থার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রবীণ-

পরিষদের প্রতি বাহ্যিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেও ভেস্পাসিয়ান পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। আড়ম্বরহীনতা, মিতব্যয়িতা এবং পুরুষোচিত চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য ভেস্পাসিয়ান খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

টাইটাস (৭৯—৮১ খ্রীষ্টাব্দ)—বিচক্ষণ সেনানায়ক, সুপণ্ডিত এবং যশস্বী টাইটাস সর্ব্বশ্রেণীর প্রজাপুঞ্জের শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি পিতার আরব্ধ কলোসিয়ামের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। টাইটাসের রাজত্বকালে অগ্নিকাণ্ডে রোমের বহু সরকারী ইমারত এবং বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদ্গারে পম্পি (Pompeii) এবং হার্কুলেনিয়াম (Herculaneum) নগর দুইটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

ডমিশিয়ান (৮১—৯৬ খ্রীষ্টাব্দ)—টাইটাসের মৃত্যুর পর ভেস্পাসিয়ানের কনিষ্ঠ পুত্র ডমিশিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের অনুসৃত উদারনীতি পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান এবং দার্শনিকগণের উপর অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি এগ্রিকোলা (Agricola) ব্রিটেন জয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ড্যাকিয়ান-(Dacian)-দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন এবং অসম্মানজনক সর্ত্তে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের নৈতিক উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ব্যাভিচার-বিরোধী আইনগুলি কঠোরতার সহিত প্রয়োগ করা হইত। ডমিশিয়ান প্রাচ্যমহাদেশগত মেয়েলিপনা দমনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। সরকারী কার্য্য পরিচালনায় এবং প্রদেশপাল মনোনয়নে তিনি যোগ্যতা এবং সতর্কতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ৯৬ অব্দে ঘাতকের অস্ত্রে তাঁহার জীবনান্ত হয়।

অত্যাচার: শান্তি-শৃঙ্খলার সংরক্ষণ

বিংশ অধ্যায়

এ্যাণ্টোনীয় যুগ

(The Age of the Antonines or the Five Good Emperors)

এই যুগের বৈশিষ্ট্য

খ্রীষ্টীয় ৯৬ অব্দ হইতে ১৯২ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শতবর্ষকাল রোমের ইতিহাসে "এ্যাণ্টোনীয় যুগ" নামে পরিচিত। এই যুগে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিও এই যুগে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সম্রাট-শাসিত রোমের ইতিহাসে এই যুগই সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময়। এ্যাণ্টোনীয় সম্রাট পঞ্চকের প্রথম সম্রাট নার্ভা (Nerva) ব্যতীত প্রত্যেকেই তদীয় পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটের দত্তক পুত্র ছিলেন। "এ্যাণ্টোনীয় যুগে" রোমান সাম্রাজ্যাধীন সমস্তদেশে সুশাসন প্রচলিত হইয়াছিল।

নার্ভা—ডমিশিয়ানের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় প্রবীণ-পরিষদ নার্ভাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ট্রাজানকে (Trajan) দত্তক গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহায়তায় প্রোটোরীয় রক্ষী-বাহিনীর ঔদ্ধত্য সংযত করিয়াছিলেন। ধার্মিক এবং কোমল-হৃদয় নরপতি নার্ভা শান্তিতে রাজত্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সার্ব্বিক কীর্ত্তি-কলাপ

***ট্র্যাজান** (৯৮—১১৭ খ্রীষ্টাব্দ)—রোমান সম্রাটদিগের মধ্যে ট্র্যাজানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। স্পেনদেশীয় এই সম্রাটের পূর্ব্বে অপর কোন বিদেশীয় রোমের সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। সমরপিপাসু ট্র্যাজান রোমের গণ-মানসে পুনরায় দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি

ড্যাকীয়দিগকে পরাজিত করিয়া ড্যাকিয়া রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর আর্মেনিয়া জয় করিয়া পার্থীয়দিগকে রোমের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হয়। ট্র্যাজান পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ট্র্যাজান-বিজিত রাজ্যসমূহ অল্পদিনের মধ্যেই রোমের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। ট্র্যাজান বহু বিরাট ইমারত ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি প্রবীণ-পরিষদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। পরিষদ তাঁহাকে 'অপ্টিমাস' (Optimus) অর্থাৎ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' এই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। প্রাচ্য মহাদেশে খ্রীষ্টানদিগের উপর অত্যাচার করিয়া ট্র্যাজান স্বীয় নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। উদারতা এবং সাহসিকতার জন্য তিনি সর্ব্বশ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টানদিগের উপর অত্যাচার

হ্যাড্রিয়ান (**Hadrian,** ১১৮—৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)—নিঃসন্তান ট্র্যাজানের মৃত্যুর পর তদীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা হ্যাড্রিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ পরিদর্শন করিয়া সর্ব্বত্র সরকারী ইমারত নির্ম্মাণ এবং শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ব্রিটেনে তিনি কয়েকটি রাস্তা ও সামরিক ঘাঁটি এবং সলোয়ে (Solway) নদী হইতে টাইন (Tyne) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইহুদি সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইলে তিনি তাহাদিগকে দমন করেন। হ্যাড্রিয়ান খ্রীষ্টানদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রোমের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে তাঁহার নিজের স্মৃতিসৌধ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হ্যাড্রিয়ান রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হইয়া শান্তিরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ট্র্যাজান কর্ত্তৃক বিজিত রাজ্যসমূহের মধ্যে একমাত্র ড্যাকিয়া ব্যতীত অন্য সাম্রাজ্য পরিক্রমা

সমস্ত রাজ্যই তাহাদের অধিবাসীদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

এ্যাণ্টোনিনাস পায়াস (**Antoninus Pius**, ১৩৮—৬১ খ্রীষ্টাব্দ)—প্রজাপালক এবং মানুষ হিসাবে এ্যাণ্টোনিনাস পায়াস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যে অন্যতম। পূতচরিত্র এই সম্রাট তাঁহার সমগ্র শক্তিসামর্থ্য প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল নিরুদ্বেগ শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। ড্যানিয়ুব নদীর তীরে এবং আফ্রিকার সিমান্তে গোলযোগ উপস্থিত হইলে শান্তিপ্রিয় নরপতি এ্যাণ্টোনিনাস পায়াস অর্থ প্রদানে শান্তিভঙ্গকারীদিগকে বশীভূত করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি প্রবীণ-পরিষদের সহযোগিতায় শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি রাষ্ট্রের সেবায় মুক্তহস্তে নিজস্ব অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন এবং নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ্যাণ্টোনিনাস পায়াস খ্রীষ্টানদিগের প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেন।

সুশাসন

মার্কাস অরেলিয়াস (**Marcus Aurelius**, ১৬১—৮০ খ্রীষ্টাব্দে)—এ্যাণ্টোনিনাসের উত্তরাধিকারী মার্কাস অরেলিয়াস সম্রাট অপেক্ষা দার্শনিক হিসাবেই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পূতচরিত্র মার্কাস অরেলিয়াস সাহিত্য এবং দর্শনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গোলযোগ উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে পার্থীয়গণের বিদ্রোহই সর্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। এ্যাণ্টোনিনাসের রাজত্বকালে মহামারীর প্রকোপে সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার পর দুর্ভিক্ষ, অগ্নিকাণ্ড এবং ভূকম্পনের ফলে লোকের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। দেবতার রোষেই এই সমস্ত অনর্থ ঘটিতেছে

খ্রীষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার: বর্ব্বর আক্রমণ প্রতিরোধ

মনে করিয়া সম্রাট ইহার প্রতিকার কামনায় খ্রীষ্টানদিগকে নির্য্যাতন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের নিকটবর্ত্তী বর্ব্বর জাতিসমূহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহাকে অনবরত জার্ম্মান, সিথিয়ান (Scythian) প্রভৃতি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। মার্কাস অরেলিয়াস ইহাদিগকে পরাস্ত করিলেও সাম্রাজ্যের উপর ইহাদের চাপ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। 'মেডিটেশানস' (Meditations) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে মার্কাস অরেলিয়াস তাঁহার চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুচিশুদ্ধ মহান্ জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। মার্কাস অরেলিয়াসের 'মেডিটেশানস' অতীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার।

কমোডাস (Commodus, ১৮০—৯২ খ্রীষ্টাব্দে)—মার্কাস অরেলিয়াসের অপদার্থ পুত্র কমোডাস অপদার্থ তোষামোদকারীদের হস্তে শাসনভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রেটোরীয় রক্ষীবাহিনী সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে এবং চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা দ্বারা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় রক্ষিতার হস্তে তাঁহার জীবননাশ ঘটে।

বিঃ দ্রঃ—এ্যাণ্টোনীয় যুগে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত এবং সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল সত্য ; কিন্তু এই শান্তি এবং সমৃদ্ধিই রোমকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। যথোচিত চর্চ্চার অভাবে রোমের সামরিক বীর্য্যবত্তা এই যুগে দ্রুত হ্রাস পাইতেছিল।

একবিংশ অধ্যায়

সৈন্যবাহিনী-নির্ব্বাচিত সম্রাটবৃন্দ

এই যুগের বৈশিষ্ট্য—১৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শতাব্দীকাল বিপ্লব এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্রের যুগ। এই যুগে রোমে একের পর এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, বিপ্লব এবং প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। প্রেটোরীয় রক্ষীবাহিনী এবং প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীগুলি নিজেদের খুসিমত সম্রাট নির্ব্বাচন করিত এবং সম্রাট-দিগকে সিংহাসনচ্যুত করিত। এই যুগে একাধিকবার একাধিক সম্রাট সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যুগপৎ রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। ইঁহারা কখনও কখনও পরস্পরের সহযোগী এবং কখনও বা আবার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। লোকের ধনপ্রাণ আর নিরাপদ রহিল না। বিভিন্ন বর্ব্বর জাতি, বিশেষ করিয়া গথগণ (Goth) বার বার সাম্রাজ্যে হানা দিতে লাগিল।

পার্টিন্যাক্স (Pertinax)—প্রবীণ-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, বহুদর্শী রাজনীতি বিশারদ পার্টিন্যাক্স প্রেটোরীয় রক্ষীবাহিনী কর্তৃক সম্রাট মনোনীত হইয়া এই বাহিনীর ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে যাইয়া ইহার হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অতঃপর ড্যানিয়ুব নদীর তীরে অবস্থিত সৈন্যদল সেপ্টিমিয়াস সেভেরাসকে (Septimius Severus) সিংহাসন প্রদান করিল। অপরাপর সিংহাসন প্রার্থী-দিগকে পরাজিত করিয়া তিনি পার্থীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পার্থীয়গণ পরাজয় স্বীকার করিল। সেভেরাস ব্রিটেনের ক্যালিডনিয়ানদিগের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কারাকাল্লা (Caracalla, ১৯৩—২১৭ খ্রীষ্টাব্দ)—সেভেরাসের

পুত্র কারাকাল্লা নৃশংস, অত্যাচারী এবং রক্তপিপাসু হইলেও স্বাধীন প্রজাদিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে রোমবাসী এবং প্রদেশবাসী প্রজাদিগের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক পার্থক্য লোপ পাইয়াছিল। আততায়ীর হস্তে কারাকাল্লার প্রাণনাশ হয়।

আলেকজাণ্ডার সেভেরাস (**Alexander Severus**) – বিচক্ষণ, ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ নরপতি সেভেরাসের রাজত্বকালে পার্থীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার ধ্বংসাবশেষের উপর পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। সেভেরাসের পর অজ্ঞাত অখ্যাত থ্রেসীয় কৃষক ম্যাক্সিমিনাস (Maximinus) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অস্বাভাবিক উচ্চতা এবং শক্তিমত্তার জন্য সমধিক খ্যাত ছিলেন।

বর্ব্বর আক্রমণ—ফ্রাঙ্ক (Franks) নামে পরিচিত কয়েকটি বর্ব্বর জাতি এই সময় রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ গলদেশ বিধ্বস্ত করিয়া স্পেনে উপস্থিত হইল। এই সময়েই আবার গথ (Goth) জাতি এশিয়া-মাইনরের উপকূলভাগে লুণ্ঠনকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তদুপরি পারসিক রাজগণের অভ্যুত্থান এবং সারাসেনদিগের (Saracens) অগ্রগতি সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চল বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

ডেসিয়াস (**Decius**)—সাহসী এবং রণকুশল ডেসিয়াস গলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া নিহত হন।

ভেলেরিয়ান (**Velerian**, ২৫৩—২৬০ খ্রীষ্টাব্দ)—ভেলেরিয়ানের রাজত্বকালে বিভিন্ন বর্ব্বর জাতি স্থানে স্থানে রোমান সাম্রাজের সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছিল। ফ্রাঙ্কগণ গলদেশ, গথগণ গ্রীস ও এশিয়া মাইনর এবং পারসিকগণ সিরিয়া আক্রমণ করিয়া

ছিল। পারস্যরাজ সাপর (Sapor) ভেলেরিয়ানকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। পরবর্ত্তীকালে ভেলেরিয়ানের পিঠে পা রাখিয়া সাপার ঘোড়ায় চড়িতেন।

অরেলিয়ান (Aurelian, ২৭০—২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)—প্যানোনিয়াবাসী (Pannonia) ইলিরীয় কৃষকপুত্র অরেলিয়ানের রাজত্বকালে রোমের সামরিক বীর্য্যবত্তা এবং কীর্ত্তিকলাপ সাময়িকভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। গথগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়। তাহারা যাহাতে ভবিষ্যতে আর উপদ্রব না করে সেইজন্য তিনি ড্যাকিয়া প্রদেশটি তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেন। স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে যত্নবতী পামিরার (Palmyra) রাণী জেনোবিয়াকে (Zenobia) যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অরেলিয়ান তাহাকে বন্দী করেন। সিংহাসনের দাবীদার জনৈক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া তিনি গল, স্পেন এবং ব্রিটেন পুনরুদ্ধার করেন। আততায়ীর অস্ত্রে অরেলিয়ান নিহত হন।

প্রোবাস (Probus)—অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ সেনাপতি সম্রাট প্রোবাস বর্ব্বর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাইন এবং ড্যানিয়ুব তীরবাসী জার্ম্মানগণ তৎকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিল। অতঃপর গথদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি পারসিকদিগকে তাঁহার সহিত সম্মানজনক সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। তৎকর্ত্তৃক সাম্রাজ্যের উন্নতি সাধনের প্রয়াস সৈন্যগণের মনঃপূত না হওয়ায় তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে।

—

দ্বাবিংশ অধ্যায়

*ডায়োক্লেটিয়ান (Diocletian)

২৮৫—৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ

প্রোবাসের মৃত্যুর পর রোমে সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ডালম্যাশিয়াবাসী (Dalmatia) নিম্নশ্রেণীসম্ভূত ডায়োক্লেটিয়ান এই সময় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যারোহণ রোমের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিল। তাঁহার রাজত্বকালে কন্সাল, ট্রিবিউন প্রভৃতি পদগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব একেবারেই লোপ পাইল। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রবীণ-পরিষদের অস্তিত্ব ইতিপূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং সম্রাটের ক্ষমতা সর্ব্বপ্রকারে নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল।

স্বেরাচারের যুগ

প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা হ্রাসের ফলে সমগ্র সাম্রাজ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রহিল না। ফলে সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিল। প্রাদেশিক বাহিনী-গুলি প্রদেশে প্রদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল এবং যতগুলি প্রাদেশিক বাহিনী ততগুলি রোমান রাজ্য স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইল। কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে সিংহাসন লইয়া সমস্ত দ্বন্দ্ব অস্ত্রবলে মিটানো ব্যতীত উপায়ান্তর রহিল না।

সাম্রাজ্যের অবস্থা

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করাই ডায়োক্লেটিয়ান-অনুসৃত নীতির লক্ষ্য ছিল। সৈন্যগণ যাহাতে নিজেদের খুসিমত কাহাকেও সিংহাসনে বসাইতে বা সিংহাসনচ্যুত করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদের ক্ষমতা হ্রাসে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

***ডায়োক্লেটিয়ানের সংস্কার**—সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা এবং সৈন্যগণ যাহাতে নিজেদের মনোনীত প্রার্থীকে সিংহাসনে

সাম্রাজ্য শাসনের জন্য চারজন শাসকের ব্যবস্থা

বসাইতে না পারে এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে ডায়োক্লেটিয়ান শাসন-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি তিনজন শাসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের সহিত ক্ষমতা ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। সম্রাট নিজে এবং এই তিনজন শাসক সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। শেষোক্তদিগের মধ্যে একজন অগাষ্টাস উপাধিতে ভূষিত হইয়া যুগ্ম-সম্রাটের স্থান গ্রহণ করিলেন। অপর দুইজন সিজার আখ্যায় অভিহিত হইয়া সহকারী সম্রাটের স্থানাভিষিক্ত হইলেন। কোন সম্রাটের মৃত্যু হইলে তাঁহার অধস্তন সিজার তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবেন এই ব্যবস্থা হইল। ফলে উচ্চাভিলাষী সৈন্যাধ্যক্ষগণের নিজেদের সিংহাসন লাভ করিবার অথবা নিজেদের মনোনীত কাহাকেও সিংহাসন প্রদান করিবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল। ডায়োক্লেটিয়ানের ব্যবস্থা অনুযায়ী সম্রাটদ্বয় এবং তাঁহাদের সহকারীগণ সাম্রাজ্যের সীমান্ত-সন্নিহিত বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতেন। ডায়োক্লেটিয়ান এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত নিকোমিডিয়াতে (Nicomedia), যুগ্ম-সম্রাট ম্যাক্সিমিয়ানাস (Maximianus) মিলানে (Milan) এবং সিজার দুইজনের মধ্যে একজন এ্যান্টিওক (Antioch) ও অপর জন ট্রিভ্সে (Treves) অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফলে সাম্রাজ্যের সীমান্তরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর হইয়াছিল। সাম্রাজ্য বিভাগের ফলে রোম আর একমাত্র রাজধানী রহিল না বলিয়া তাহার গুরুত্ব নষ্ট হইয়া গেল। সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন প্রদেশ এবং রোমের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে আর কোন পার্থক্যই রহিল না।

সংস্কারের ফলাফল

খ্রীষ্টানদিগের উপর অত্যাচার

এই সময় খ্রীষ্টানগণ সঙ্ঘবদ্ধ এবং প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মকে উৎসাদিত করিবার জন্য সম্রাটের আদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর নির্ম্মম অত্যাচার আরম্ভ হইল। কিন্তু অত্যাচার সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্ম্ম ধ্বংস হইল না।

৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডায়োক্লেটিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করেন। রাষ্ট্রের

সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে একান্তই বিরল। ব্যক্তিগত জীবনে ডায়োক্‌লেটিয়ান অসামান্য সংযমশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্তসার—সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় সিংহাসন লাভ করিলেও তাহার ক্ষমতা হ্রাস করাই ডায়োক্‌লেটিয়ানের নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্বীয় নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার কালে তিনি প্রবীণ-পরিষদকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। সীমান্তের রক্ষণ-ব্যবস্থার দৃঢ়তা সম্পাদন এবং সৈন্যদলের সম্রাট মনোনয়নের ক্ষমতা হরণ করিবার জন্য তিনি সাম্রাজ্যশাসনের অভিনব পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি একজন যুগ্ম-সম্রাট এবং সিজার অভিধেয় দুইজন অধস্তন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। ডায়োক্‌লেটিয়ান এবং ইহারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাটদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার অধীনস্থ সিজার তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবেন এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুতরাং সৈন্য-গণের সম্রাট মনোনয়নের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। ডায়োক্‌লেটিয়ান খ্রীষ্টানদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অত্যাচার বিদ্বেষপ্রসূত নহে। নীতির অনুরোধেই তিনি এই অত্যাচার করিয়া-ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রোমের রাষ্ট্রিক কাঠামোর সাধারণ-তান্ত্রিক রূপ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দৃঢ়চেতা এবং বিচক্ষণ শাসক ডায়োক্‌লেটিয়ানের রাজত্বকালে গল, মিশর এবং ব্রিটেনে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। ৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডায়োক্‌লেটিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করেন।

***মহামতি কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন** (**Constantine the Great,** ৩২৩—৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)—ডায়োক্‌লেটিয়ানের সিংহাসনত্যাগের পর পুনরায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। এই গৃহযুদ্ধের অবসানে কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন রোমের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বসিলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সহিত সংগ্রাম

কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন ডায়োক্লেটিয়ানের অধীনস্থ জনৈক সিজারের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইয়র্কে মোতায়েন সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। কিন্তু অনেকে ইহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হওয়ায় তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য সিজারের পদ এবং উপাধি গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সম্রাট হইবার সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ৩২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মিলিভীয় সেতুর (Milivian Bridge) যুদ্ধে তাঁহার ইটালীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক্সেন্টিয়াসকে (Maxentius) পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের একেশ্বর হইয়া বসিলেন। কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টানদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অঞ্চলের অধীশ্বর লিসিনিয়াস (Licinius) তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সূচনা হইল এবং আড্রিয়ানোপলের (Adrianople) যুদ্ধে লিসিনিয়াসকে পরাস্ত করিয়া কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিলেন।

কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন-প্রবর্ত্তিত পরিবর্ত্তন—সম্রাট কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন কর্ত্তৃক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা এবং টাইবারতীরে রোম হইতে বস্ফোরাসের (Bosphorus) তীরে অবস্থিত বাইজ্যান্টিয়ামে (Byzantium) রাজধানী স্থানান্তর দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য।

১। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা—৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে মিলানের ঘোষণাপত্রে (Edict of Milan) কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন খ্রীষ্টধর্ম্মের বৈধতা স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রের উপর ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি আকৃষ্ট না হইলেও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়াই কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন তাহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের রাজধর্ম্মের মর্য্যাদালাভ

কনষ্ট্যাণ্টাইন খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলনীতিসমূহের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতেন এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তিনি প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই।

২। ***রাজধানী স্থানান্তরের কারণ**—কনষ্ট্যাণ্টাইন কর্তৃক সাম্রাজ্যের রাজধানী বাইজ্যান্টিয়ামে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বাইজ্যান্টিয়াম এখন হইতে কনষ্ট্যান্টিনোপল নামে পরিচিত হইল। একাধিক কারণে প্রাচীন-রাজধানী রোম পরিত্যক্ত হইয়াছিল—(১) সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে রাজধানী রোম সীমান্ত অঞ্চলসমূহ হইতে অতিশয় দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ায় সীমান্তের উপর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কনষ্ট্যাণ্টাইনের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই সম্রাটগণ রোম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (২) রোমের শত্রুদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ এবং বিপজ্জনক গথ এবং পারসিক জাতি প্রাচ্য মহাদেশে বসবাস করিত। সুতরাং সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। (৩) কনষ্ট্যান্টিনোপল হইতে সহজেই সাম্রাজ্যের শাসন এবং রক্ষার ব্যবস্থা করা যাইত। নূতন রাজধানী হইতে এশিয়া ও ইউরোপের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণের উপর খবরদারি করা যাইত। মিশর হইতে শস্য সরবরাহ পাওয়াও কনষ্ট্যান্টিনোপলের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। (৪) বহুদিন হইতে গ্রীস এবং প্রাচ্য মহাদেশ সংস্কৃতি এবং চিন্তা জগতে আলোড়নের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। (৫) কনষ্ট্যাণ্টাইন কর্তৃক রাজধানী পরিবর্ত্তনের মূলে রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ভাবধারার মর্ম্মস্থান রোমে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং খ্রীষ্টধর্ম্মকে রাজধর্ম্মে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে তীব্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইত।

বাইজ্যান্টিয়ামে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার ফলে রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল এবং প্রধান বিশপ্ (Bishop) পোপ (Pope) উপাধি গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টান জগতের নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফলাফল

৩। **অন্যান্য সংস্কার**—(ক) কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনস্থ সৈন্য-দলকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক অংশ সীমান্ত রক্ষায় এবং অপরাংশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ রক্ষায় নিয়োজিত করা হইল। (খ) সামরিক এবং বে-সামরিক ক্ষমতা পৃথক্ করিয়া কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন প্রদেশপালদিগের হস্ত হইতে সামরিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন। স্বয়ং সম্রাট ব্যতীত কাহারও একসঙ্গে সামরিক এবং বে-সামরিক উভয়বিধ ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার রহিল না। (গ) কন্‌ষ্ট্যাণ্টা-ইনের আদেশে রোমান সাম্রাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত হইল। কতকগুলি জেলা লইয়া একটি বৃহদায়তন অঞ্চল গঠিত হইল। সমগ্র সাম্রাজ্যে এই প্রকার ১৩টি অঞ্চল ছিল। স্বয়ং সম্রাটের নিকট দায়ী প্রিফেক্ট (Prefect) আখ্যায় অভিহিত একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর উপর একটি অঞ্চলের শাসনভার অর্পিত হইত; (ঘ) রোমে অবস্থিত প্রবীণ-পরিষদের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন নূতন একটি পরিষদ গঠন করিয়া একদল নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন।

সামরিক সংস্কার

কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন : সমালোচনা—সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাঁহার নিজের নিকট দায়ী কর্ম্মচারীদল গঠন করিয়া এবং সাধারণতন্ত্রের আওতার বাহিরে নূতন জায়গায় রাজধানী স্থাপন করিয়া কন্‌ষ্টাণ্টাইন স্বৈরাচারী প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরশাসকে পরিণত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা জনকল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বথা 'মহামতি' (Great) আখ্যা লাভের যোগ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী-

অনুষ্ঠিত কার্য্য-কলাপ : কৃতিত্ব

গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহার সামরিক প্রতিভা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকর্তৃক সৈন্যদলের পুনর্গঠন এবং প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের ফলে সাম্রাজ্যের শান্তি-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে শাসন-বিভাগের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন কর্ত্তৃক রাজধানী পরিবর্ত্তনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাও দূরপ্রসারী ফল প্রসব করিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মকে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধর্ম্মে পরিণত করিয়া কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই সমস্ত কথা চিন্তা করিলে বোঝা যায় যে তিনি নিঃসন্দেহে 'মহামতি' আখ্যালাভের যোগ্য।

ধর্ম্মত্যাগী জুলিয়ান (Julian the Apostate, ৩৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)

সম্রাট কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলা এবং গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়াসের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয় নাই।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ

কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইনের বংশধর জুলিয়ান পাণ্ডিত্য এবং রণ-নৈপুণ্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সিংহাসন লাভ করিবার পূর্ব্বে গলদেশের প্রদেশপালরূপে জার্ম্মান এবং এ্যালেম্যান্নি (Allemanni) জাতীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। রাজ্যলাভ করিবার পর জুলিয়ান রোমের প্রাচীন ধর্ম্মমত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও এই নবধর্ম্মের প্রতি বিরূপ এবং রোমের প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করিত। এই সময় অন্তর্বিরোধের ফলে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিস্তার বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছিল। জুলিয়ান খ্রীষ্টানদিগের উপর সরাসরি কোন অত্যাচার না করিয়া তাঁহাদিগকে নানা প্রকার

অসুবিধায় ফেলিয়া লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানগণের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের এবং শিক্ষকতা করিবার অধিকার হরণ করা হইল। জুলিয়ান স্বধর্ম্মীয়দিগকে খ্রীষ্টানদিগের অনুকরণে দানধ্যান করিতে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বার্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

পারস্য আক্রমণ

জুলিয়ান পারস্য আক্রমণ করিয়া কয়েকটি যুদ্ধে পারসিকদিগকে পরাজিত করেন এবং পারস্য হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নিহত হন। জুলিয়ানই রোমের সর্ব্বশেষ অ-খ্রীষ্টান সম্রাট। তাঁহার মৃত্যুতে প্রাচীন ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমুদয় আশা-ভরসা লোপ পাইল।

জুলিয়ানের উত্তরাধিকারীগণ—জুলিয়ানের মৃত্যুর পর প্রথম ভ্যালেন্টিনিয়ান (Valentinian I) সিংহাসনে আরোহণ করেন। নীচ-কুলজাত এই প্যানোনীয় সৈনিক অসামান্য দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। এ্যালেম্যান্নিগণ গলদেশ আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। তিনি স্বীয় ভ্রাতা ভ্যালেন্সকে (Valens) সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হুনজাতির চাপে গথগণ দলেদলে ড্যান্যুব নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী অঞ্চলে প্রবেশ করিতেছিল। ভ্যালেন্স এই আগন্তুকদিগকে রোমান সাম্রাজ্যে বসবাস করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আদ্রিয়ানোপলের যুদ্ধে গথগণ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করে। তাঁহার মৃত্যুর পর বিচক্ষণ সেনানায়ক থিয়োডসিয়াস (Theodosius) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক্সিমাসকে (Maximus) পরাজিত করিয়া তিনি সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিলেন। থিয়োডসিয়াসই অবিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের সর্ব্বশেষ সম্রাট। তিনি গথগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী তাহাদিগকে ড্যান্যুব সীমান্ত রক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচীন দেব-দেবীর উপাসনা নিষিদ্ধ

করিয়া থিয়োডসিয়াস কয়েকটি ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছিলেন। এই ভাবে প্রাচীন রোমান ধর্ম রোমান সাম্রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। বিচক্ষণ সেনানায়ক উচ্চমনাঃ থিয়োডসিয়াসের অন্তঃকরণ অতিশয় কোমল ছিল।

*সাম্রাজ্য বিভাগ

থিয়োডসিয়াসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য পাকাপাকিভাবে দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্কেডিয়াস (Arcadius) সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চল এবং কনিষ্ঠ পুত্র অনোরিয়াস (Honorius) পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বর্ব্বর জাতির আক্রমণঃ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন

গথজাতি—যাযাবর গথজাতি মধ্য ইউরোপের বাল্টিক তীর হইতে কৃষ্ণসাগরোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বাস করিত: ইহারা প্রাচ্যগথ (Ostrogoths) এবং পাশ্চাত্য গথ (Visigoths) এই দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল। তাহারা কালক্রমে যাযাবর স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতার পথে পদক্ষেপ করিয়াছিল। এই যুগেই উলফিলাস (Ulphilas) তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি গথ ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভল্গা (Volga) এবং ডন (Don) নদী পার হইয়া হুনজাতি গথ রাজ্য আক্রমণ করিল। গথগণ হুনদিগের চাপে ড্যানুব নদী পার হইয়া প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ভ্যালেন্সকে (Valens) আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে পরাস্ত করিল। থিয়োডসিয়াস (Theodo-

sius) তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র অনোরিয়াসের রাজত্বকালে তাহারা পুনরায় রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল।

অনোরিয়াস : বর্ব্বর জাতির সহিত রক্ষা—থিয়োডসিয়াসের পুত্র একাদশবর্ষীয় বালক প্রতীচ্য রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি অনোরিয়াসের মন্ত্রী ভ্যাণ্ডাল (Vandal) সামন্ত ষ্টিলিকো (Stilicho) প্রভুর নামে রাজ্যশাসন করিতেন। অনোরিয়াসের রাজত্বকালে এ্যালারিকের (Alaric) নেতৃত্বে গথগণ ইটালি আক্রমণ করিল। ৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টিলিকো কর্তৃক দুইটি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাহারা ইটালি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন বর্ব্বর জাতির একটি দল র‍্যাডাগিসাসের (Radhagoecus) নেতৃত্বে পুনরায় ইটালি আক্রমণ করিলে ফিস্যুল্যের (Faesulæ) যুদ্ধে ষ্টিলিকোর হাতে তাহাদের পরাজয় ঘটিল। কিন্তু ইহার পর সাম্রাজ্যের প্রধান সঙ্কটত্রাতা ষ্টিলিকো সিংহাসনলাভের চেষ্টা করিবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

এ্যালারিকের আক্রমণ

৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে এ্যালারিক পুনরায় ইটালি আক্রমণ করিয়া রোম অবরোধ করিলেন। নগর অধিকারের পর ছয়দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশে যথেচ্ছাচার লুণ্ঠনকার্য্য চলিল। অনোরিয়াসের রাজত্বকালে ব্রিটেন হইতে রোমান সৈন্য সরাইয়া আনিবার ফলে এ্যাংলো-স্যাক্সন-গণ ব্রিটেন জয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে অনোরিয়াস কালগ্রাসে পতিত হন।

এ্যালারিক কর্ত্তৃক রোম লুণ্ঠন

বর্ব্বর জাতির অগ্রগতি—এ্যালারিকের মৃত্যুর পর পাশ্চাত্য গথজাতি স্পেনে এবং গলদেশের দক্ষিণাংশে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। ভ্যাণ্ডাল-নায়ক জেন্‌সেরিক (Genseric) আফ্রিকায় রোমান সাম্রাজ্যের একটি বিশাল অংশ হস্তগত করিলেন। তাঁহার নৌবহর ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলি জয় করিয়া ভূমধ্যসাগরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী

হইয়া উঠিল। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জেন্‌সেরিক রোম লুণ্ঠন করিলেন। এদিকে আবার হুণ-নায়ক এ্যাটিলা (Attila) প্রতীচ্য রোমান সাম্রাজ্য জয় করিবার উদ্দেশ্যে গলদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে মার্ণে (Marne) নদীর তীরে শায়োন্‌সের (Chaons) যুদ্ধে রোমান সেনাপতি ইটিয়াস (Aetius) এবং প্রতীচ্য গথরাজ থিয়োডরিকের সম্মিলিত বাহিনীর হাতে এ্যাটিলার পরাজয় ঘটিল। এই যুদ্ধ ইউরোপকে বর্ব্বর জাতির কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এ্যাটিলা অতঃপর ইটালি আক্রমণ করিলেন এবং সসৈন্যে রোমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পোপ তাঁহাকে রোম ত্যাগ করিতে সম্মত করিলেন। পরে ৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েভীয় (Suevian) নায়ক রিসিমের (Ricimer) কর্ত্তৃক রোম লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রতীচ্য রোমান সাম্রাজ্যের পতন

৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মাণ নায়ক ওডোয়েসার (Odoacer) সম্রাট রম্যুলাস অগাষ্টুলাসকে (Romulus Augustulus) সিংহাসনচ্যুত করিয়া পাশ্চাত্য রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিলেন। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীগণ কর্ত্তৃক কনষ্টান্টিনোপল বিজয় পর্য্যন্ত প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্য আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

***রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ**—আভ্যন্তরীণ দোষ-ক্রটি এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ এই দ্বিবিধ কারণে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

মুখ্যতঃ সম্পদ বৃদ্ধি এবং প্রাচ্যদেশ হইতে অভিনব চিন্তাধারার আমদানির ফলে পুরুষোচিত তেজস্বিতা এবং নৈতিক দৃঢ়তা হ্রাস পাইয়া রোমান চরিত্রে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। রোমানজাতি নিয়মানু-বর্ত্তিতা এবং রাষ্ট্রকল্যাণে আত্মোৎসর্গের উচ্চাদর্শ বিস্মৃত হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অতিমাত্রায় শক্তিশালী করিবার ফলে ইটালি এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন

রাজনৈতিক কারণ : অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয়করণ

প্রদেশের অধিবাসীগণের স্বাবলম্বন এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। স্বৈরাচারী সম্রাটগণ নিজেদের কার্য্যের জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য ছিলেন না। রাজ-কর্ম্মচারীগণ যথেচ্ছ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। সাম্রাজ্যের শাসন-ভার প্রকৃতপ্রস্তাবে ইঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ফলে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক কারণ

অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে সাম্রাজ্যের ধনবল নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। নূতন নূতন রাজ্য জয় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বাহির হইতে ধনাগমের পথও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ফলে রোম ক্রমেই অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিল।

জন-সংখ্যার হ্রাস

জনসংখ্যার হ্রাস রোমের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। রোম তথা ইটালির শ্রেষ্ঠ নাগরিকবৃন্দের বুকের রক্তে রোমকে দিগ্বিজয়ের মূল্য দিতে হইয়াছিল। ফলে রোম বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা ইটালীয় সৈন্যের মত রণ-নিপুণ, যোগ্যতাসম্পন্ন বা নিয়মানুবর্ত্তী ছিল না বলিয়া সৈন্যবাহিনী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

সিংহাসন লইয়া বিরোধ : সীমান্তের রক্ষণ-ব্যবস্থার দৌর্ব্বল্য

সিংহাসন লইয়া ক্রমাগত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সাম্রাজ্যের শক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক সম্রাট মনোনয়নে হস্তক্ষেপ এক গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল। সিংহাসনের দ্বন্দ্বে যোগদানের ফলে সৈন্যবাহিনী সীমান্ত রক্ষায় অমনোযোগী এবং শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সীমান্তরক্ষার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সীমান্তের রক্ষণ-ব্যবস্থার এই দৌর্ব্বল্যই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রত্যক্ষ কারণসমূহের মধ্যে প্রধান।

উল্লিখিত কারণসমূহ রোমান সাম্রাজ্যকে একান্ত দুর্ব্বল করিয়া

ফেলিয়াছিল। সাম্রাজ্যের প্রতিরোধ-ক্ষমতাও বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। সুতরাং বর্ব্বর জাতিসমূহ যখন রোম আক্রমণ করিল, রোম সেই আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিতে পারিল না। ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল এবং গলজাতি আঘাতের পর আঘাত হানিয়া সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিল।

বর্ব্বর জাতির আক্রমণ

সমালোচনা

*খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তন : প্রচার—অগাষ্টাসের রাজত্বকালে প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত বেথেলহেমে (Bathelhem) খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। সিরিয়ার (খ্রীষ্টান) অন্তর্গত এ্যাণ্টিয়োকে (Antioch) তাঁহার অনুগামীগণ সর্ব্বপ্রথম 'খৃষ্টান' এই নিন্দাসূচক আখ্যায় অভিহিত হন। এ্যাণ্টিয়োকে সেণ্ট্ পল (St. Paul) এবং বার্ণাবাস (Barnabus) সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। সেণ্ট্ পলের চেষ্টাতেই এই অভিনব ধর্ম্ম এশিয়া মাইনর হইতে গ্রীস এবং রোমে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আশা এবং সান্ত্বনার বাণী প্রধানতঃ দরিদ্র ক্রীতদাস এবং নিম্নশ্রেণীর জনগণের মনেই রেখাপাত করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দিনের পর দিন সকলের অলক্ষ্যে ইহার জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

নবধর্ম্মের প্রসার

রোমান সম্রাটদিগের মধ্যে নিরোই সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টানদিগের উপর খোলাখুলি অত্যাচার করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া খ্রীষ্টীয় সংগঠন দৃঢ় হইয়া উঠিবার ফলে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফ্ল্যাভীয় সম্রাটগণ, বিশেষ করিয়া ডমিশিয়ান, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে রোমান আইনের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন রোমে রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম অভিন্ন ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ রোমান দেব-

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী-দিগের উপর অত্যাচার

দেবীতে আস্থাবান ছিল না। তাহারা সম্রাটের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্মত হইল না। অথচ রোমবাসীর বিচারে সম্রাট দেবতাপ্রায় বিবেচিত হইতেন। সুতরাং খ্রীষ্টানদিগের আচরণ রাজদ্রোহের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। এইজন্যই ট্র্যাজান এবং অরেলিয়াসের মত প্রজারঞ্জক নৃপতিগণও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইহাদিগের সংগঠন নৈপুণ্যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অপর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র স্থাপনের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। সেইজন্যই পরমতসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও রোমান সরকার তাহাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান খ্রীষ্টধর্ম্মকে উৎসাদিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

খ্রীষ্টধর্ম্মের অগ্রগতি

সম্রাট কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইনের রাজ্যলাভ খ্রীষ্টধর্ম্মের স্থায়িত্ব এবং প্রসার সুনিশ্চিত করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালেই খ্রীষ্টধর্ম্মের বৈধতা স্বীকৃত হইয়া ইহা রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। সম্রাট জুলিয়ান কর্ত্তৃক প্রাচীন ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন-প্রচেষ্টা কিছুকালের মত খ্রীষ্টধর্ম্মের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর নূতন উদ্যমে, নব উৎসাহে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিগ্বিজয় আরম্ভ হইয়া গেল। ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে এ্যালারিক কর্ত্তৃক রোম লুণ্ঠনের ফলে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রসারের পথ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইল।

অগাষ্টাসের যুগ

সম্রাট-শাসিত রোমের রাষ্ট্রবিধি—আপাতদৃষ্টিতে অগাষ্টাস-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রবিধি রোমের প্রাচীন সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধির পুনঃপ্রবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু অগাষ্টাস প্রকৃত-প্রস্তাবে সাধারণতন্ত্রের আবরণে অবাধ রাজতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। যাবতীয় ক্ষমতা স্বহস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বাহিরে প্রবীণ-পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করিতেন সত্য; কিন্তু তাঁহার শাসনকালে পরিষদের সমস্ত ক্ষমতা এবং সুবিধা লোপ পাইয়াছিল। অগাষ্টাসের ব্যবস্থানুযায়ী কয়েকটি মাত্র প্রদেশের প্রদেশপাল প্রবীণ-পরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত

হইতেন। অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে তিনি নিজে নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থাব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

টাইবেরিয়াসের যুগ

টাইবেবিযাসের বাজত্বকালে ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচনের ক্ষমতা কমিশিয়াগুলির হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। অতঃপর প্রবীণ পবিষদই ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ কবিতেন। অগাষ্টাসেব বাজত্ব-কালে বাহ্যতঃ যে বাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং প্রাণেব স্পন্দন পবিলক্ষিত হইত, এইভাবে তাহা লোপ পাইল।

সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রেটোবীয় রক্ষীবাহিনী গঠিত হওয়াব ফলে সৈন্যবাহিনীর বাষ্ট্রিক গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। বোমের শাসন-সৌধ মুখ্যতঃ সামবিক শক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সৈন্যদল অতি মাত্রায় শক্তিশালী ছিল। সম্রাট নিবোর মৃত্যুর পর ব্যাপক বিশৃঙ্খলার যুগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মোতায়েন সৈন্যবাহিনীগুলি স্ব-স্ব অধিনায়ককে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা কবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ্যাণ্টোনীয় যুগেব অবসানে শতবর্ষব্যাপী সামরিক স্বৈবতন্ত্রের যুগে সম্রাটগণ পুনরায় সৈন্যবাহিনীব ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিলেন।

ডায়োক-লেটিয়ানের স্বেরাচার

ডায়োকলেটিয়ান রোমে প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাব বাজত্বকালে রোমান সাধাবণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সাম্রাজ্যের যুগে উন্নত শাসন ব্যবস্থা

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা—অগাষ্টাস প্রদেশগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কতকগুলি প্রদেশের প্রদেশপাল প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং অগাষ্টাসেব নিকট দায়ী ছিলেন। অন্যান্য প্রদেশ-পালগণ প্রবীণ-পরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং পরিষদেব নিকট দায়ী ছিলেন। সাম্রাজ্যেব যুগে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। প্রাদেশিক প্রজাগণ ক্রমে ক্রমে রোমান নাগরিকদিগের সমতুল্য মর্য্যাদার অধিকারী হইয়া উঠিতে আরম্ভ

করিয়াছিল। জুলিয়াস সিজার সর্ব্বপ্রথম প্রাদেশিক প্রজাদিগকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদানের সূচনা করিয়াছিলেন। অগাষ্টাস এবং ক্লডিয়াস সিজারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট কারাকেল্লা সমস্ত স্বাধীন প্রজাকে রোমান নাগরিকের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট (ক)

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

এ্যান্টনি—জুলিয়াস সিজারের প্রিয় সহচর এ্যাণ্টনি গলদেশে এবং ফার্সেলিয়ার রণক্ষেত্রে তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সিজারের হত্যার সময় এ্যাণ্টনি কন্সালপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রোমের জনসাধারণকে ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাদিগকে রোম হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সিজারের কাগজপত্র এবং পরিত্যক্ত ধনসম্পদ হস্তগত করিয়া এ্যাণ্টনি তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। অক্টেভিয়াস মিউটিনার যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দেন। এ্যাণ্টনি অতঃপর লেপিডাস এবং অক্টেভিয়াসের সহিত মিলিত হইয়া দ্বিতীয় ত্রয়ী গঠন করিয়াছিলেন। ইহার পর ফিলিপ্পির যুদ্ধে ক্যাসিয়াসকে পরাজিত করিয়া তিনি এশিয়ায় উপস্থিত হইলেন। এইখানে ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ হইয়া এ্যাণ্টনি তাঁহার সঙ্গে আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ায় প্রস্থান করিলেন। এদিকে এ্যাণ্টনির স্ত্রী ফ্ল্যাভিয়া (Fluvia) স্বামীকে ক্লিওপেট্রার মোহপাশ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ইটালিতে গোলমাল পাকাইয়া তুলিলেন। পেরুসিয়ার যুদ্ধে

অক্টেভিয়াসের অধীন সৈন্যাধ্যক্ষ এগ্রিপ্পার হাতে ফ্ল্যাভিয়া পরাস্ত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া এ্যাণ্টনি ইটালিতে ফিরিয়া আসিয়া অক্টেভিয়াসের ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের পর তিনি প্রাচ্য মহাদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ক্লিওপেট্রার রূপের মোহ আবার তাঁহাকে পাইয়া বসিল। এ্যাণ্টনির আচরণে রোমবাসী এবং তাঁহার সমর্থকবৃন্দ সকলেই অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল এবং প্রবীণ-পরিষদ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩১ অব্দে এ্যাক্টি-য়ামের যুদ্ধে মিশরীয় বহর অক্টেভিয়াসের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ক্লিওপেট্রা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আলেকজান্ড্রিয়ায় পলায়ন করিলেন। এ্যাণ্টনিও তাঁহার অনুগামী হইলেন। তিনি পুনরায় যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজের সৈন্যদল তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করায় তিনি আত্মহত্যা করিলেন।

*এগ্রিপ্পা—অক্টেভিয়াসের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ এগ্রিপ্পা তাঁহার সর্ব্বা-পেক্ষা বিচক্ষণ সৈন্যাধ্যক্ষগণের অন্যতম। এ্যাণ্টনির পত্নী ফ্ল্যাভিয়ার ভ্রাতার বিরুদ্ধে পেরুসিয়ার যুদ্ধে তিনি অক্টেভিয়াসের সৈন্যদলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সেক্সটাস পম্পের (Sextus Pompey) বিরুদ্ধে মাইল্যে (Mylæ) এবং নলোকাসের (Naulochus) যুদ্ধে তিনি অক্টেভিয়াসের নৌবহরের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। এগ্রিপ্পা এই উভয় যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। এ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধেও তিনি একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এগ্রিপ্পা শিল্প এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ব্রুটাস (L. Junius Brutus)—টার্কুইনের বংশধরদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টায় ব্রুটাস একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজতন্ত্রের অবসানের পর তিনি কন্সাল নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ব্রুটাস এবং এই সময় নির্ব্বাচিত আর একজন কন্সালই রোমের সর্ব্বপ্রথম কন্সাল। ব্রুটাস অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

তাঁহার পুত্র সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া টার্কুইন বংশীয়দিগকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিবার অপরাধে পিতার আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

***ব্রুটাস* (M. Junius Brutus)**—জুলিয়াস সিজার রাজপদ লাভের চেষ্টা করিলে তাঁহার পরম মিত্র ব্রুটাস তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফার্সেলিয়ার যুদ্ধে সিজারের প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পেকে সহায়তা করিলেও সিজার ব্রুটাসকে মার্জ্জনা করিয়া প্রেটর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রুটাস অল্পদিনের মধ্যেই কূট-কৌশলী ক্যাসিয়াসের প্ররোচনায় সিজার-বিরোধী চক্রান্তে যোগদান করিয়াছিলেন। সিজারের হত্যার পর ব্রুটাস ম্যাসিডনিয়ায় পলায়ন করিলেন। ইহার পর তিনি এশিয়া-মাইনরের বিভিন্ন অংশে লুণ্ঠনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ত্রয়ীর বিরোধিতা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাই এই লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য ছিল। ফিলিপ্পির যুদ্ধে এ্যাণ্টনি এবং অক্টেভিয়াসের হাতে পরাজয়ের পর ব্রুটাস আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতা সন্দেহের অতীত হইলেও ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার খুবই অভাব ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়া জ্ঞান চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিলে ব্রুটাসের প্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারিত।

ক্যামিলাস—ভি-ই নগর অধিকার করিবার জন্য ক্যামিলাসের নাম রোমের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ভি-ইর পতনের পর প্লিবিয়ানগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ভি-ইর ব্রোঞ্জনির্ম্মিত তোরণদ্বার আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ আনীত হইল। ক্যামিলাস স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিলেন। গলজাতি কর্ত্তৃক রোম লুণ্ঠনকালে ক্যামিলাসকে রোমে ফিরাইয়া আনিয়া এক-নায়ক নিযুক্ত করা হইল। গল আক্রমণ

প্রতিহত করিয়া ক্যামিল্লাস অসামান্য বীর্য্যবত্তা এবং রণকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি রোমের দ্বিতীয় স্থাপয়িতা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

***সিসেরো** —(প্রথম জীবন এবং রাজনৈতিক মতামত—পূর্ব্বে দেখ) ক্যাটিলিনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাওয়ার পর ধৃত ষড়যন্ত্রকারী-দিগকে বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার অভিযোগে সিসেরোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীগণ তাঁহাকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া-ছিলেন। পম্পে তাঁহাকে রোমে ফিরাইয়া আনেন। সিজার এবং পম্পের মধ্যে যুদ্ধের সময় সিসেরো পম্পের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ফার্সেলিয়ার যুদ্ধের পর তিনি ইটালিতে ফিরিয়া আসিয়া জুলিয়াস সিজারের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। সিজারের হত্যার পর তিনি সাধারণতন্ত্রের সমর্থকদিগের দলে যোগদান করেন এবং এ্যাণ্টনির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভাষণ প্রদান করেন। 'ফিলিপ্পিক্স' (Philippics) নামে পরিচিত এই ভাষণগুলিই তাঁহার কাল হইল। দ্বিতীয় ত্রয়ী ইহার জন্য তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিলাভের যোগ্য হইলেও সিসেরো রাজনৈতিক নেতা হিসাবে দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

***ম্যারিয়াস**—রোমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ম্যারিয়াস সাত বার কন্সাল নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। স্পেনের যুদ্ধে এবং বিজিত স্পেনের শাসনকার্য্যে যোগ্যতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিয়া তিনি ছোট সিপিও আফ্রিকানাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ম্যারিয়াস স্বীয় যোগ্যতাবলে ট্রিবিউন হইয়াছিলেন। জুলিয়াস সিজারের পিতৃস্বসা জুলিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া ম্যারিয়াস স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। জুগার্থীর সমরে (Jugurthine War) তিনি প্রথমতঃ মেটেল্লাসের অধস্তন সৈন্যাধ্যক্ষরূপে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে

মেটেল্লাসকে অতিক্রম করিয়া জুগার্থীয় সমরের প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিয়া তিনি চিরদিনের মত জুগার্থার শক্তি চূর্ণ করেন। রোমের পরম শত্রু টিউটন এবং কিম্ব্রি জাতিকে গুরুতরভাবে পরাস্ত করাই ম্যারিয়াসের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। এই বিজয় তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল। তিনি প্রজ্ঞাযুদ্ধে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে স্থলার হাতে এই যুদ্ধ পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। ঈর্ষ্যান্বিত ম্যারিয়াস মিথ্রিড্যাটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার কর্তৃত্ব লাভের জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কর্ত্তৃত্ব ইতিপূর্ব্বেই স্থলার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। স্থলা সসৈন্যে রোমে প্রবেশ করিলে ম্যারিয়াস পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ম্যারিয়াস নির্ব্বাসনে অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। স্থলার অনুপস্থিতির সুযোগে তিনি ইটালিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিন্নার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সিন্না এবং অক্টেভিয়াসের মধ্যে গৃহযুদ্ধে তিনি সিন্নার পক্ষে অস্ত্র-ধারণ করিয়া রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর বর্ব্বরোচিত নৃশংস প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি সপ্তম এবং শেষবার কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন (খ্রীঃ পূঃ ৮৬ অব্দ)।

***হ্যানিবল**—হ্যামিল্কার বার্কার পুত্র হ্যানিবল কার্থেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণ নায়ক। কেবল তাহাই নহে, তিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রণনায়ক-দিগের মধ্যে অন্যতম। হ্যাসড্রুবলের মৃত্যুর পর তিনি স্পেনের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যাবজ্জীবন রোমের বিরুদ্ধাচরণের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হ্যানিবল রোমের মিত্র স্যাগাণ্টাম শহরটি আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় পিউনিক সমর আরম্ভ হইয়া গেল। নিদারুণ প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া পিরিনিজ এবং আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত পার হইয়া হ্যানিবল ইটালিতে উপস্থিত হইলেন এবং ট্রেবিয়া, টিসিনাস,

ট্র্যাসিমিনি হ্রদ এবং ক্যান্নের যুদ্ধে রোমান সৈন্যকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু মিটরাসের যুদ্ধে ভ্রাতা হ্যাসড্রুবলের পরাজয় হ্যানিবলের রোমজয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিল। ইহার কিছুদিন পর সিপিওর আক্রমণ হইতে কার্থেজ রক্ষা করিবার জন্য স্বদেশ হইতে হ্যানিবলের ডাক আসায় তিনি কার্থেজে প্রস্থান করেন এবং খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে জামার যুদ্ধে পরাজিত হন।

জামার যুদ্ধের পর হ্যানিবল কার্থেজের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইলে রোমান কর্তৃপক্ষ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। হ্যানিবল কার্থেজ হইতে পলায়ন করিলেন। সিরিয়া-রাজ এ্যান্টিওকাস তাঁহাকে সসম্মানে নিজ দরবারে আশ্রয় দিলেন। ম্যাগ্নেসিয়ার যুদ্ধে রোমের হাতে সিরিয়া-রাজের পরাজয়ের পর রোম দাবী করিল যে হ্যানিবলকে তাহার হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। হ্যানিবল সিরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া বিথিনিয়া-রাজ প্রুসিয়াসের (Prusias) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রোমান কর্তৃপক্ষ প্রুসিয়াসকে জানাইলেন যে হ্যানিবলকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। রোমের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় না দেখিয়া হ্যানিবল খ্রীঃ পূঃ ১৮৩ অব্দে বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন।

হ্যানিবল যে প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। অপ্রচুর সৈন্য এবং সমরসম্ভার লইয়াও যে তিনি অতি দীর্ঘদিন ইটালিতে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার সামরিক প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু রাজনৈতিক দূরদর্শিতা না থাকার জন্য তিনি প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। বিভিন্ন ইটালীয় জাতিকে রোমের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার যে পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। ইহার জন্যই তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

***সিপিও আফ্রিকানাস (বড়)—(Scipio Africanus the Elder)** সিপিও আফ্রিকানাসের পিতা পাবলিয়াস সিপিও স্পেনে কার্থেজীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। দ্বিতীয় পিউনিক সমরে আফ্রিকানাস টিসিনাসের যুদ্ধে পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ক্যান্নের যুদ্ধে অশ্বধারণ করিয়াছিলেন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি স্পেনে রোমান সেনাপতি নিযুক্ত হন। বিকুলার (Baecula) যুদ্ধে কার্থেজীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি সমগ্র স্পেন জয় করেন। আফ্রিকানাস ইহার পর আফ্রিকায় গমন করিয়া পশ্চিম নিউমিডিয়ার রাজা ম্যাসিনিসাকে রোমের পক্ষে আনয়ন করেন। আফ্রিকা হইতে স্পেনে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কার্থেজীয়দিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। অতঃপর কন্সাল নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি সিসিলির শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহাকে আফ্রিকায় যুদ্ধ করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে জামার যুদ্ধে হ্যানিবল সিপিওর হাতে পরাজিত হইলেন। রোমান কর্ত্তৃপক্ষ বিজয়যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। এই সময় তাঁহাকে 'আফ্রিকানাস' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

সিপিওর সামরিক খ্যাতিতে ঈর্ষ্যান্বিত শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ এবং তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনয়ন করিলে তিনি জনসাধারণকে তৎকর্ত্তৃক জামার যুদ্ধজয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। আফ্রিকানাস ইহার পর রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। মহৎপ্রকৃতি আফ্রিকানাস শত্রুগণের প্রতি উদার ব্যবহার করিতেন।

***সমালোচনা**—রোমান ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর সিপিও আফ্রিকানাস হ্যানিবলকে পরাজিত করিয়া স্বীয় মাতৃভূমিকে এক অতি গুরুতর সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পিউনিক সমরের

ঘোবতব দুর্যোগের দিনে তিনি অসাধারণ সামরিক বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতাব পবিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পশ্চিম নিউমিডিয়া-রাজ ম্যাসিনিসাকে বোমের পক্ষে আনয়ন কবিয়া তিনি কার্থেজেব দ্বাবের পার্শ্বে এক প্রবল শত্রু সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কার্য্য তাঁহাব বাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হ্যানিবলের ইটালিতে অবস্থানকালে কার্থেজ আক্রমণ কবাব ফলে বিপদ ঘটিতে পারিত। কিন্তু ম্যাসিনিসাব শত্রুতাব ফলে কার্থেজেব শক্তি বিভক্ত হওয়ায় ইটালিব উপব চাপ কমিয়া গিযাছিল। এই অসমসাহসী নীতির সাফল্য সিপিওর রাজনৈতিক দূবদর্শিতাব একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। উচ্চশিক্ষিত আফ্রিকানাস গ্রীক বীতি নীতিব বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

* **পিরহাস**—মহাবীব আলেকজাণ্ডারেব জনৈক সামন্তের পুত্র পিবহাসের জীবনেতিহাস উত্থান পতনের একটি বিচিত্র কাহিনী। তিনি আলেকজাণ্ডাবেব অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ এব উত্তরাধিকারী এ্যান্টিগোনাসের (Antigonus) অধীনে চাকুরি গ্রহণ কবিয়াছিলেন। এ্যান্টিগোনাস ইপ্‌সাসেব যুদ্ধে পবাজিত ও নিহত হন। পিবহাস এই সময় মিশব-বাজ টলেমিব কারাগারে বন্দী ছিলেন। ইপ্‌সাসেব যুদ্ধের পর মুক্তি লাভ কবিয়া তিনি এপিরাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্যবিস্তাবে মনোনিবেশ করেন। এই সময ম্যাসিডন অত্যন্ত শক্তি হীন হইয়া পডায় পিরহাসেব বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২৮১ অব্দে দক্ষিণ ইটালির অন্তর্গত ট্যারেণ্টাম রোমেব বিরুদ্ধে তাঁহাব সহায়তা প্রার্থনা করিল। রাজ্যবিস্তারের এই সুযোগে পিবহাস আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং ইটালি ও সিসিলিবাসী গ্রীকদিগের উপর আধিপত্য স্থাপনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। তিনি ইটালিতে আসিয়া হেরাক্লিয়া এবং এ্যাস্কুলামের যুদ্ধে রোমানদিগকে পরাজিত করিয়া দিলেন। পিবহাস অতঃপর কার্থেজেব বিরুদ্ধে সায়রা-ক্যুজকে সহায়তা করিবার জন্য সিসিলিতে গমন করিলেন। পর পর

কয়েকটি যুদ্ধে কার্থেজীয় সৈন্য তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু পিরহাসের উদ্ধত আচরণে সকলেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল এবং তিনি ইটালিতে ফিরিয়া আসিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২৭৫ অব্দে রোমান সৈন্য বেনিভেণ্টামের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিল। পিরহাস দেশে ফিরিয়া স্পার্টা এবং আর্গসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ রিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২৭২ অব্দে এক বৃদ্ধা আর্গসবাসিনী কর্ত্তৃক গৃহশীর্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত টালির আঘাত পিরহাসের ঘটনাবহুল জীবনের উপর সমাপ্তির যবনিকা টানিয়া দিল।

ম্যেসেনাস (Maecenus)--অগাষ্টাসের অন্যতম বিখ্যাত মন্ত্রী ম্যেসেনাস শাসনসংক্রান্ত কার্য্যকলাপ এবং সাম্রাজ্যের উন্নতি সাধনে স্বীয় প্রভুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। অগাষ্টাস যখন ক্লিওপেট্রার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, ইটালির শাসনভার তখন মোসেনাসের উপর ন্যস্ত ছিল। অগাষ্টাস কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যশাসনের অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনকালে ম্যেসেনাস তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। ভার্জিল (Virgil) এবং হোরেসের (Horace) কাব্য তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

পরিশিষ্ট (খ)

স্মরণীয় যুদ্ধ ঃ তাহাদের ফলাফল

এ্যাক্টিয়াম (খৃঃ পূঃ ৩১ অব্দ)—এ্যাণ্টনিকে পরাজিত করিয়া অক্টেভিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইলেন। এই যুদ্ধ সাধারণ-তন্ত্রের অবসান এবং সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় সূচনা করিল।

এ্যাকোয়্যে সেক্সটিয়্যে (Aquæ Sextiæ, খৃঃ পূঃ ১০২ অব্দ)—ম্যারিয়াস এই যুদ্ধে টিউটনদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া রোমকে বর্ব্বর জাতির গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কডাইন ফর্কস—স্যামনাইটগণ রোমান বাহিনীকে পরাজিত করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। এই যুদ্ধে পরাজয়ের মত শোচনীয় পরাজয় রোমান সৈন্যের আর বড় বেশী হয় নাই।

সাইনোসেফালি (খৃঃ পূঃ ১৯৭ অব্দ)—রোমান সৈন্য এই যুদ্ধে ম্যাসিডন-রাজ ৫ম ফিলিপকে পরাজিত করিয়া গ্রীকদিগকে ম্যাসিডনের দাসত্ব হইতে মুক্ত করে।

মিটরাস—খৃঃ পূঃ ২০৭ অব্দে মিটরাসের যুদ্ধে হ্যানিবলের ভ্রাতা হ্যাসড্রুবলের পরাজয় হ্যানিবলের ইটালি জয়ের আশা চিরতরে নির্মূল করিয়া দিয়াছিল।

ফার্স্যালিয়া—খৃঃ পূঃ ৪৮ অব্দে ফার্স্যালিয়ার যুদ্ধে জুলিয়াস সিজার পম্পেকে পরাজিত করিয়া রোম-শাসিত সমগ্র জনপদের অখণ্ড আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

ফিলিপ্পি—ফিলিপ্পির যুদ্ধে ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াসের সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া এ্যান্টনি এবং অক্টেভিয়াসকে সাধারণতন্ত্রের সমর্থক-দিগের সমস্ত আশা-ভরসা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

পিড্না—খৃঃ পূঃ ১৬৮ অব্দে পিড্নার যুদ্ধে রোমান সৈন্য পার্সিয়ুসকে পরাস্ত করিয়া ম্যাসিডনীয় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছিল।

সেন্টিনাম (খৃঃ পূঃ ২৯৫ অব্দ)—তৃতীয় স্যামানাইট সমরের যুগে সঙ্ঘটিত এই যুদ্ধে রোমান সৈন্য স্যামনাইটদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের শক্তিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

***টেলামন**—টেলামনের যুদ্ধে গলদিগকে পরাজিত করিয়া রোম পো নদীর তীর পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

ভ্যাডিমো হ্রদ—ভ্যাডিমো হ্রদের যুদ্ধে রোমানগণ এট্রাস্কানদগের শক্তিচূর্ণ এবং গলদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দিয়াছিল।

জামা (খৃঃ পূঃ ২০২ অব্দ)—জামার যুদ্ধে সিপিও হ্যানিবলকে পরাস্ত করিয়া দ্বিতায় পিউনিক সমরের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী

১। **ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধান**—(ক) স্পুরিয়াস ক্যাসিয়াস প্রণীত বিধানাবলী ; (খ) লিসিনীয় বিধানাবলীর একটি বিধানে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে কোন রোমান নাগরিক ৫০০ জ্যুগেরার অধিক জমির মালিক হইতে পারিবে না। (গ) টাইবেরিয়াস গ্র্যাকাস এবং কোয়াস গ্র্যাকাস-প্রণীত ভূমিসংক্রান্ত বিধানাবলী ; (ঘ) স্যাটার-নিনাসের আইন ; (ঙ) জুলিয়াস সিজারের ভূমিসংক্রান্ত আইনের দ্বারা পম্পের সৈন্যদিগকে জমি দেওয়ায় এবং দরিদ্র রোমান নাগরিক-গণের মধ্যে ক্যাম্পানিয়ার সরকারী জমি বিলি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২। **রোমান নাগরিকের অধিকার দান**—(ক) লেক্স জুলিয়া ; (খ) লেক্স প্লটিয়া প্যাপিরিয়া (Lex Plautia Papiria)।

৩। **কমিশিয়া ট্রিবিউটার ক্ষমতা বৃদ্ধি**—(ক) ভ্যালেরিও-হোরেশীয় আইন ; (খ) দ্বিতীয় পাব্লিলীয় আইন ; (গ) লেক্স হোর্টেন্সিয়া (Lex Hortensia)।

৪। **প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি**—স্থলা-প্রবর্ত্তিত নিয়ম-তান্ত্রিক সংস্কার এবং লেজেস কর্ণেলিয়ে (Leges Corneliæ) দেখ।

***দ্বাদশ ফলকে বিভক্ত বিধানাবলী (Laws of Twelve Tables)**—'ডিসেম্ভির' আখ্যায় অভিহিত দশ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটি দ্বাদশ ফলকে বিভক্ত বিধানাবলীর প্রবর্ত্তক। এই বিধানাবলী মুখ্যতঃ প্রাচীন আইন-কানুনের সঙ্কলন। প্রচলিত আইন-গুলিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া এই বিধানাবলী অভিজাত

সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসে সহায়তা করিয়াছিল এবং প্লিবিয়ানগণ প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের অবিচারের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল।

***লিসিনীয় বিধানাবলী**—এই বিধানাবলী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ঋণভার লাঘব করিয়াছিল। লিসিনীয় বিধানাবলীদ্বারা দরিদ্র নাগরিকগণের জমি পাইবার এবং প্লিবিয়ানদিগের কন্সাল নিযুক্ত হইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। ফলে প্লিবিয়ান এবং প্যাট্রিসিয়ানদিগের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের সমতা সাধিত হইয়াছিল।

প্রশ্নমালা ঃ উত্তর-সঙ্কেত

1. Indicate the nature of the struggle between the Patricians and the Plebeians. How did it differ from the later conflict between the Optimates and the Populares ?—1931.

মুখ্যতঃ রোমান নাগরিকরূপে পরিগণিত হইবার এবং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে প্যাট্রিসিয়ানগণের সমকক্ষতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই প্লিবিয়ানগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্যাট্রিসিয়ানগণ তাহাদিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। রাজনৈতিক জীবনেও তাহাদিগকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা প্রধানতঃ প্যাট্রিসিয়ানদিগের বিশেষ সুবিধাগুলি লোপ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিল। তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটমণ্ডলীর স্বৈরাচার দূর করিয়া রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অধিকার-সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়াছিল। পরবর্তী যুগের পপুলেয়ার-অপ্টিমেট দ্বন্দ্ব প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সঙ্ঘর্ষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। আইনতঃ পপুলেয়ার এবং অপ্টিমেট দলের মধ্যে মর্য্যাদা বা অধিকারের কোন তারতম্য ছিল না। প্রবীণ-পরিষদ অবৈধভাবে যে-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন, পপুলেয়ার দল

তাহা পরিষদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া কমিশিয়াগুলির হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিল। এই দল রোমে লোকায়ত্ত প্রকৃত সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়া স্বার্থান্ধ মুষ্টিমেয় অভিজাতের ক্ষমতা লোপের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিল। প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সঙ্ঘর্ষ নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম। সম্পূর্ণ নিয়মতন্ত্রানুগ উপায়ে এই সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল। অধিকাব-সাম্য প্রতিষ্ঠাই এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল। পক্ষান্তবে পপুলেয়ার-অপ্টিমেট সংগ্রাম রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব লাভের জন্য দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সঙ্ঘর্ষে অনেক ক্ষেত্রেই অস্ত্রেব সাহায্য গ্রহণ কবা হইয়াছিল। কি প্লিবিয়ান সম্প্রদায়, কি পপুলেয়ার দল, উভয়েই সবকারী জমি যাহাতে নিবপেক্ষভাবে বিলি করা হয়, তাহাব চেষ্টা কবিযাছিল।

২৬। "The Plebeians had to complain not only of disadvantages in social and public life, but also of private wrongs '—Expand (1925).

সঙ্কেত। সামাজিক এবং রাজনৈতিক অক্ষমতা— (উপরে দেখ)।

ব্যক্তিগত ক্ষমতা—(ক) ঋণসংক্রান্ত আইনের কঠোরতা, (খ) প্যাট্রিসিয়ানদিগের সবকারী জমিতে একচেটিয়া অধিকার, (গ) আইন সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা, দেনাদারগণ অধিকাংশই প্লিবিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সুতরাং ঋণের আইনের কঠোরতার জন্য প্লিবিয়ানদিগকেই বেশী ভুগিতে হইত। সরকাবী জমির অধিকাংশই প্লিবিয়ানদিগের বাহুবলে অর্জিত হইলেও ইহাতে তাহাদের কোন অকার ধিছিল না। ইহাতে তাহারা স্বভাবতঃই অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। রোমে প্রচলিত আইনসমূহ বিধিবদ্ধ ছিল না। প্লিবিয়ানদিগের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া

প্যাট্রিসিয়ানগণ তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেন। নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের অনুকূলে আইনের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা প্লিবিয়ানদিগের ক্ষতিসাধন এবং অসুবিধা উৎপাদন করিতেন।

3 "Many regard the agitation of the Gracchi as the beginning of the fall of the Republic. The Gracchi brothers are regarded as the precursors of the Revolution" - Explain (1924, 1926)

দ্বিতীয় পিউনিক সমর এবং এই সমরের পরবর্ত্তী যুগে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে অল্প কয়েকটি অভিজাত পরিবারের হাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় বিত্ত এবং সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। ইহার ফলে রোমের রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ক্রীতদাসগণকে ক্ষেতমজুরের কার্য্যে নিয়োগ করিয়া অল্প ব্যয়ে চাষের কাজ চালাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় এবং বিত্তবান্ পুঁজিপতিগণ কর্ত্তৃক একসঙ্গে বহু জমি চাষের প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ কৃষক এবং ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় প্রতিযোগিতায় হটিয়া গিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল। নিজেদের জমি-জমা বিক্রয় করিয়া ইহারা রোমে চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। ফলে পল্লী-অঞ্চল জনহীন শ্মশানে পরিণত হইল এবং রাজধানীতে নিঃস্ব, সর্ব্বহারা জনতার ভিড় বাড়িয়া গেল। রোমের রাজনৈতিক আবহাওয়া কলুষিত হইয়া উঠিল। পল্লী-অঞ্চল হইতে আগত নিঃস্ব জনতা খাদ্য এবং চিত্তবিনোদনের বিনিময়ে নিজেদের ভোট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। যে নির্ব্বাচনপ্রার্থী খাদ্য এবং আমোদ-প্রমোদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতেন, তাহারা তাঁহাকেই ভোট দিত। ফলে ধনবান্ নাগরিকগণ ব্যতীত অন্য সকলের উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনা লোপ পাইল। এদিকে প্রবীণ-পরিষদও স্বার্থান্ধ অভিজাতবর্গের ঘরোয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। রাষ্ট্র-কর্ত্তৃ

সম্পূর্ণরূপে পরিষদের কবলিত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয় এই অনাচার দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। টাইবেরিয়াস গ্র্যাকাস দরিদ্র জনগণের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। অভিজাতগণ লিসিনীয় বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া যে সরকারী জমি অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কিয়দংশ তাঁহাদের কবল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অভিজাতগণ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চক্রান্তেই টাইবেরিয়াস নিহত হইয়াছিলেন। এই হত্যা রোমের বিত্তবান্ এবং বিত্তহীন সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক ভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল। জনসাধারণ এবং প্রবীণ-পরিষদের দল মনে করিতে আরম্ভ করিল যে তাহাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। এই ভেদবুদ্ধিই পরবর্ত্তী যুগের বিপ্লব এবং সাধারণতন্ত্রের পতনের জন্য দায়ী। প্রবীণ-পরিষদের ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টা করি... টাইবেরিয়াসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেয়াস গ্র্যাকাস নিহত হইলে এই দলীয় বিরোধের তীব্রতা এবং তিক্ততা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয়ের সংস্কার-প্রচেষ্টা এবং অভিজাত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাঁহাদের চেষ্টার বিরোধিতার ফলে রোম পপুলেয়ার এবং অপ্টিমেট এই দুইটি পরস্পর বিরোধী এবং বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কেহই আপোসের ধার দিয়াও গেল না। বলপূর্ব্বক স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতে ইহারা কেহই বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না। অভিজাত সম্প্রদায় রক্তপাতের যে অসদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পরবর্ত্তীকালে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভুগিয়াছিলেন। নিয়মতন্ত্রানুগ শাসনের পরিবর্ত্তে রোমে বিভীষিকা এবং অরাজকতার তাণ্ডব শুরু হইয়া গেল। অপ্টিমেট এবং পপুলেয়ার দলের মর্ম্মান্তিক শত্রুতা এবং অনমনীয় মনোভাবের ফলে সামরিক এক-নায়কের (Military Dictator) অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। এক কথায়, সাধারণ-

তন্ত্রের কার্য্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হইয়া গেল এবং রাজতন্ত্র অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। রাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়া জুলিয়াস সিজার নিহত হইয়াছিলেন।

অগাষ্টাস জুলিয়াস সিজারের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সাধারণতন্ত্রের পতনে গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্দোলন পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এইজন্যই তাহারা রোমের ইতিহাসে বিপ্লবের অগ্রদূত-রূপে পরিচিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে গ্র্যাকাস ভ্রাতৃদ্বয়ের সংস্কারে অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থায়ী স্বার্থ (Vested interest) বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় অপ্টিমেট এবং পপুলেয়ার দলের মধ্যে স্থায়ী বিরোধের সূচনা হইয়াছিল। পরে রাজনৈতিক বিবাদ এবং তজ্জনিত গৃহযুদ্ধের ফলে রণ-নায়কগণের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ স্ফুরণের সুযোগ ঘটায় তাঁহারা সর্ব্বময় কর্তৃত্ব হস্তগত করিয়া বসিয়াছিলেন।

4. Influence of Sea-power in Roman History—1931.

কার্থেজের সহিত যুদ্ধের ফলেই রোম সর্ব্বপ্রথম ইটালির বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ পাইয়াছিল। শক্তিশালী নৌবহর ব্যতীত নৌবলে বলীয়ান্ কার্থেজের দর্পচূর্ণ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং রোমকে নৌশক্তির প্রতি অবহিত হইতে হইয়াছিল। প্রথম পিউনিক সমরের গোড়ার দিকে সমুদ্রবক্ষে রোমের একান্ত শক্তিহীনতার জন্যই এই সমর দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু পরে দুর্দ্ধর্ষ নৌবহর গঠন করিয়া রোম তাহার সহায়তায় কার্থেজীয়দিগকে সিসিলি হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের হাত হইতে কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল। সুতরাং নৌবল রোমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনে সহায়তা করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পিউনিক সমরে কার্থেজের শক্তি চূর্ণ হইয়া গেলে রোম

সমুদ্রবক্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল এবং তৎকর্তৃক সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বিজয় সহজসাধ্য হইয়া পড়িল। কালক্রমে এই অঞ্চলে অখণ্ড আধিপত্য স্থাপন করিয়া রোম ভূমধ্যসাগরকে প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বীয় অধিকারভুক্ত হ্রদে পরিণত করিয়াছিল। নৌবহরের সহায়তা ব্যতীত কোনক্রমেই ইহা সম্ভব হইত না। মুখ্যতঃ সমুদ্রোপকূল সন্নিহিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সমবায়ে গঠিত সাম্রাজ্যের সংরক্ষণের জন্য শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে স্বীয় কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই রোমের পক্ষে নৌশক্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্ভিন্ন রোমকে বিদেশ হইতে আমদানি করা খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। শস্য আমদানিতে বাধা পড়িলে রোমের দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়িবার আশঙ্কা ছিল। এই কারণেও সমুদ্রবক্ষে আধিপত্য একান্তই আবশ্যক ছিল। পম্পের সময় জলদস্যুগণ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে উপদ্রব করিত এবং রোমগামী শস্যবাহী জাহাজ লুঠ করিয়া লইত। ইহাদিগের অত্যাচার নিবারণ তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি।

5. What were the causes of the early success and the ultimate failure of Hannibal in the Second Punic War?

"It is mainly to their own mistakes and defects that the Romans owed their disasters which befall them in Second Punic War."—Discuss.

দ্বিতীয় পিউনিক সমরের প্রথম পর্ব্বে হ্যানিবল সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। ইটালির বিভিন্ন রণাঙ্গনে রোমান সৈন্য পর পর চার বার তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। ক্যান্নের যুদ্ধজয় তাঁহাকে সাফল্যের তুঙ্গশৃঙ্গে স্থাপিত করিয়াছিল। কর্তৃপক্ষের ভুলভ্রান্তি এবং সংগঠন-পদ্ধতি ও বিধিব্যবস্থার দোষ-ত্রুটির জন্যই যুদ্ধের এই পর্ব্বে রোমকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ, রোম শত্রুর শক্তি

সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারে নাই বলিয়া স্বীয় সৈনিকগণকে যথোচিত সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতে অবহেলা করিয়াছিল। সখের সেনাপতি-পরিচালিত রোমান নাগরিক-সৈন্য (Citizen Soldier) যে অসামান্য সামরিক প্রতিভার অধিকারী সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচালনাধীন সুশিক্ষিত কার্থেজীয় বাহিনীর মহড়া লইতে পারিবে না বার বার পরাজয় এবং বিপর্য্যয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর রোমান কর্ত্তৃপক্ষ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। রোমান সৈন্যের যথোচিত সামরিক শিক্ষার অভাবেই ট্র্যাসিমিনি হ্রদের যুদ্ধে ফ্ল্যামিনিয়াসকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, সৈন্যবাহিনীর পরিচালনভার একই সময়ে একাধিক সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিয়া রোমান কর্তৃপক্ষ আর একটি মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। দুইজন কন্সাল পালা করিয়া রোমান বাহিনীর সেনাপতিত্ব করিতেন। এই দ্বিধাবিভক্ত কর্তৃত্বের ফলে প্রায়ই পরস্পর-বিরোধী সমর পরি ...ার মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। ফলে রণ-কৌশলেরও তারতম্য ঘটিত। একমাত্র এই কারণেই ট্রেবিয়া এবং ক্যান্নের যুদ্ধে হ্যানিবলের হস্তে রোমের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, রোমের কন্সাল-সেনাপতিগণ (Consul Generals) মাত্র এক বৎসরের জন্য স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন বলিয়া স্বভাবতঃই এই সময়ের মধ্যে যে-ভাবেই হউক যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করিতেন। এই চঞ্চলতা বহু ক্ষেত্রেই অনর্থ ডাকিয়া আনিত। চতুর্থতঃ, ফ্যাবিয়াস অনুসৃত সতর্কতা এবং সম্মুখ সংগ্রাম বিলম্বিত করিবার নীতি বর্জ্জনের ফলেও রোমকে বারবার পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। ফ্যাবিয়াসের নীতি অনুসরণ করিলে রোমের আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়া আসিত এবং রোম যুদ্ধজনিত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের সুযোগ পাইত। এ কথা সত্য যে তিনি হ্যানিবলকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি রোমানদিগকে শোচনীয় পরাজয় এড়াইবার কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন।

রোমের দুর্ভাগ্যক্রমে রোমবাসী ফ্যাবিয়াসের শিক্ষা বিস্মৃত হইয়াছিল। ফলে ক্যান্নের যুদ্ধে তাহাদের শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যায় ঘটিয়াছিল।

সর্ব্বোপরি হ্যানিবলের সামরিক প্রতিভার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তিনি যে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং রণ-নায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি প্রতিপক্ষের ভুল-ভ্রান্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদুপরি দ্বিতীয় পিউনিক সমরের গোড়ার দিকে তাঁহার মনোযোগ বিভিন্ন লক্ষ্যে আকৃষ্ট হয় নাই। ইটালিতে তাঁহার রক্ষা করিবার মত কিছু ছিল না বলিয়া তিনি আক্রমণাত্মক যুদ্ধে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্যান্নের যুদ্ধের পর এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ক্যান্নের যুদ্ধের পর রোম নিজের প্রাথমিক ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া স্বীয় নীতি এবং ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিয়াছিল। অভিজ্ঞ এবং সুশিক্ষিত সামরিক কর্ম্মচারীগণ সখের সেনাপতিদিগের স্থান গ্রহণ করিলেন। পুনরায় ফ্যাবিয়াস-অনুসৃত সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইবার নীতি গৃহীত হইল। ফলে হ্যানিবলের শক্তি ক্রমাগত ক্ষয় হইতে লাগিল। তাঁহার আশা ছিল যে কার্থেজ সরকার তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সৈন্য এবং সমরোপকরণ দ্বারা সাহায্য করিবেন। কিন্তু হ্যানিবলের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত কার্থেজীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, বড় এবং ছোট সিপিও স্পেন আক্রমণ করিয়া সেখানকার কার্থেজীয়দিগকে বার বার পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে হ্যানিবল স্বীয় ভ্রাতা হাসড্রুবলের নিকট হইতে প্রত্যাশিত সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ইহার পর হ্যানিবল রোমের ইটালীয় মিত্রদিগকে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার প্ররোচনা দিয়াছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। রোমের প্রধান মিত্র ল্যাটিনজাতি

কিছুতেই তাহার বিরুদ্ধাচরণে সম্মত হইল না। রোম কর্তৃক ক্যাপুয়া পুনরধিকার এবং ক্যাপুয়াবাসীকে কঠোর শাস্তি প্রদান রোমের দ্বিধাগ্রস্ত মিত্রবর্গকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। হ্যানিবল বুঝিতে পারিলেন যে রোমের মিত্রবর্গ কেহই তাঁহার পক্ষে যোগদান করিবে না। ইটালির বাহির হইতে সাহায্য না আসিলে হ্যানিবলের জয় লাভের আশা ছিল না। মিটরাসের যুদ্ধে হ্যাস্‌ড্রুবলের পর জয় বাহির হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশার মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছিল। সর্ব্বোপরি রোমবাসীর অদম্য উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। পৌনঃপুনিক পরাজয় এবং শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে হতাশ হওয়া দূরের কথা, তাহারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে আরও দৃঢ় সঙ্কল্প হইল।

নিম্নবর্ণিত কারণে হ্যানিবলের ইটালি জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল—(ক) ক্যান্নের যুদ্ধের পর রোমের রণকৌশলের পরিবর্ত্তন ; (খ) রোম কর্তৃক স্পেন বিজয় এবং ফলে হ্যানিবলের ভ্রাতার নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা লোপ ; (গ) কার্থেজ সরকার কর্তৃক হ্যানিবলকে পর্য্যাপ্ত সাহায্যদানে কার্পণ্য ; (ঘ) রোমের ইটালীয় মিত্রদিগের মিত্রদ্রোহে অসম্মতি ; (ঙ) মিটরাসের যুদ্ধে হ্যানিবলের ভ্রাতা হ্যাস্‌ড্রুবলের পরাজয় এবং (চ) রোমবাসীর অদম্য মনোবল।

6. "The Second Punic War is the turning point in Roman history, both at home and abroad."

—Expand.

দ্বিতীয় পিউনিক সমর রোমের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে এবং আভ্যন্তরীণ জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছিল। এই সমরের ফলে রোম পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে একাধিপত্য লাভ করিয়া অনতিবিলম্বে প্রাচ্য মহাদেশের ঘটনাপ্রবাহে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রোম ইটালীয় শক্তির পরিবর্ত্তে ভূমধ্যসাগরীয় শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

7. "The struggle between Rome and Carthage was inevitable."—Expand.

সঙ্কেত। ইটালির ভাগ্যবিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর রোম লক্ষ্য করিল যে নিজের ঘরের কোণে যে সমস্ত দ্বীপে তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ এবং স্বীয় নিরাপত্তার জন্য যে দ্বীপগুলি অধিকার করা প্রয়োজন কার্থেজ পূর্ব্বেই সেগুলি অধিকার করিয়া লইয়াছে। সিসিলির পশ্চিমার্দ্ধ, কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া দ্বীপ কার্থেজের কবলিত হইয়াছিল। সিসিলির পূর্ব্বাংশেও কার্থেজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। এই অবস্থায় রোমের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। সুতরাং রোম কার্থেজের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

CALCUTTA UNIVERSITY QUESTIONS

1951

1. Indicate the main steps by which the supremacy of Rome was established in Italy.

2. Describe the causes which contributed to the success of the Romans in the Punic Wars.

3. What were the objects of the reforms of the Gracchi brothers ? Why did they fail ?

4. Review the career of Julius Cæsar. Why is he regarded as one of the greatest men of antiquity ?

5. Give some account of the noteworthy events in connection with the reigns (a) Vespasian, and (b) Constantine the Great.

1952

1. Describe the constitution of Rome in the regal period.

2. Sketch in outline the career of Hannibal in Italy and state the causes of his failure to crush Rome.

3. Comment critically on the reforms of Sulla.

4. Give a concise history of the first Triumvirate.

5. What do you know of the Augustus as conqueror and as a reformer ?

1953

1. Show how the long struggle between the Patricians and the Plebeians was waged with constitutional weapons. Point out the stages in the Plebeian advance.

2. What were the powers of the Roman Senate in the early republican period ? Show how it became the virtual head of the Roman State.

3. Sketch the career of Hannibal after his defeat near Zama and the later career of Scipio Africanus after his victory over Hannibal.

4. What were the aims of Tiberius and Caius Gracchus ? Why did they fail ?

5. Write what you know about any three of the following :—(a) Marius, (b) Pompey, (c) Cicero, (d) Antony, (e) Marcus Aurelius.

1954

1. Show how Rome became the mistress of Italy.

2. Give an estimate of the influence of sea-power in Roman history from the Roman victory at Mylæ (260 B.C.) to the battle of Actium (31 B.C.)

3. Describe the work of Sulla as dictator. What were the results of his work ?

4. Sketch the career of Pompey.

5. Do you agree with the view that Augustus tried to conceal his power as Julius Cæsar had endeavoured to assert it ?

1955

1. What were in grievances of the Plebeians in the early days of the Roman Republic (510-449 B.C.). How were they removed ?

2. Sketch the career of Hannibal.

3. Write a note on Sulla's reforms.

4. What were the causes of conspiracy against Julius Cæsar ? Why is his murder called "not only a crime" but also a "blunder" ?

5. Form an estimate of Constantine the Great. Why is his reign important in History.

1956

1. Who was Pyrrhus ? What part did he play in the quarrel between Rome and Tarentum ?

2. Form an estimate of the strength and weakness of Carthage and Rome on the eve of the First Punic war.

3. Discuss briefly the changes in Rome after the Second Punic War. Why is it called a "turning point in Roman History ?"

4. What were the causes of the Civil war between Cæsar and Pompey ?

5. Explain the causes of the downfall of the Roman Republic.